ঔপনিবেশিক মিশরে আরবী সাংবাদিকতার বিকাশ

এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
446917

গবেষক

মুহাঃ রফিকুল ইসলাম

রেজি নং-৩৫/২০০২-২০০৩ইং

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

446917

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

জুন-২০০৮

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

بسم الله الرحمن الرحيم

Department of Arabic
University of Dhaka
Dhaka-1000
Bangladesh

القسم العربى
جامعة داكا
داكا-١٠٠٠
بنغلاديش

No .....

Date : .....

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মুহাঃ রফিকুল ইসলাম-এর *ঔপনিবেশিক মিশরে আরবী সাংবাদিকতার বিকাশ* শিরোনামে এম. ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। গবেষণা কর্মটি আমি আদ্যপান্ত পড়েছি। এটি গবেষকের মৌলিক রচনা বলে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। এম. ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৩০/৬/০৮

(ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী)
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

446917

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

PABX : 880-2-9661900-73 Exten.-4290, Fax : 880-2-8615583, E-mail : durigstr@bangla.net

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, *ঔপনিবেশিক মিশরে আরবী সাংবাদিকতার বিকাশ* শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এ গবেষণাকর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করছি।

৩০/০৬/০৫

(মুহাঃ রফিকুল ইসলাম)
এম.ফিল গবেষক
রেজি নং-৩৫/২০০২-২০০৩ ইং
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

44691

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে, যাঁর একান্ত মেহেরবানীতে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। দরূদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তিরদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর অনুসারীদের উপর।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভ রচনায় য়ারা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. বি. এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারকে, যিনি শত ব্যস্ততার মধ্যেও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং গবেষনার ডিজাইন তৈরীতে সার্বক্ষণিক সাহায়তা করেছেন।

আমার বন্ধু আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম আমাকে এ গবেষনা কর্মে বিভিন্নভাবে পরামর্শ এবং আরবী লিখাগুলো টাইপে সহায়তা করেছেন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার নামে আমার প্রীতিময় সম্পর্কের অমার্যাদা করতে চাইনা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সকল সম্মানিত শিক্ষক এর প্রতি। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে অভিনন্দন যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে আমাকে এ গবেষণা কর্মে সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের লাইব্রেরীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যারা আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সুচারুরূপে উপস্থাপন করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে।

সর্বোপরি এ গবেষনা কর্মটি সম্পাদনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং তথ্য উপাত্য ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের সকলকেই জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত বিবরণী

অনু.	অনুবাদ
আ.	আলাইহিস্-সালাম
ই.ফা.বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইং .	ইংরেজী
খৃ.	খৃষ্টাব্দ
খৃ.পূ.	খৃষ্ট পূর্ব
ড.	ডক্টর
তা.বি.	তারিখ বিহীন
দ্র.	দ্রষ্টব্য
পৃ.	পৃষ্ঠা
রহ.	রহমতুল্লাহি আলইহি
রা.	রাদিয়াল্লাহু আনহু/ আনহা/আনহুমা/আনহুন্না
মাও.	মাওলানা
মু.	মুহাম্মদ'
সা.	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সম্পা.	সম্পাদনা/সম্পাদক
সংস্ক.	সংস্করণ
হি.	হিজরী
Adi.	Addition
Art.	Artical
Ed.	Edited by
P.	page
Trs.	Translation
Vol.	Voluam

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বর্ণায়ন

(আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا	অ	ص	স	ه	হ	وُ	উ
ب	ব	ض	দ/দ্ব	ء	’	وُّ	‘ঊ
ت	ত	ط	ত্ব	ي	য়	يَ	ইয়া
ث	ছ	ظ	য	ـَ	া	يَا	ইয়া
ج	জ	ع	‘	ـِ	ি	يِ	য়ি
ح	হ	غ	গ	ـُ	ু	يِيْ	য়ী
خ	খ	ف	ফ	اَ	া	يُ	ইয়ু
د	দ	ق	ক্ব	وُ ـُ		يُوْ	ইউ
ذ	জ	ك	ক	أ	আ	ع	‘অ
ر	র	ل	ল	إِيْ	ঈ	عَ	‘আ
ز	য/জ	م	ম	اُ	উ	ع	‘ই
س	স	ن	ন	وَ	ওয়া	عِيْ	‘ঈ
ش	শ	و	ও	وِيْ	বী ,ভী	عُ	‘ই

*বাংলায় ذ , ز , ض , ظ বর্ণগুলোর কোন ধ্বনিরূপ নেই। এ গুলোর উচ্চারণ ইংরেজী Zoo শব্দের Z এর মত। বাংলার য- কে উহার প্রতিরূপ হিসাবে নেয়া হয়েছ।

*শব্দের শেষ আসা ة কে উহ্য রাখা হয়েছে। যথা- قتيبة কুতাইবা

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	ii
ঘোষণা পত্র	iii.
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv.
সংকেত বিবরণী	vi
প্রতি বর্ণায়ন	vii
ভূমিকা	৭
প্রথম অধ্যায় ঃ মিশর: ঔপনিবেশীকতা থেকে স্বাধীনতা	
• মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান	১৩
• ফরাসী আক্রমনোত্তর মিশরের অবস্থা	১৫
• ফরাসীদের ঔপনিবেশিক	২২
• মুহাম্মদ আলী পাশা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবর্তন	৩০
• খেদীভ ইসমাইল ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা	৩৬
• খেদীভ তাওফীক পাশা ও ইংরেজ আধিপত্য	৪১
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সাংবাদিকতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	৪৬
• সংবাদ এর উৎপত্তি	৪৮
• সাংবাদের সংজ্ঞা	৪৯
• সাংবাদিকতার ইতিহাস	৫৪
তৃতীয় অধ্যাযঃ ঔপনিবেশিক মিশরে আরবী সাংবাদিকতার বিকাশ	৬৯
• মিশরে সাংবাদিকতা	
• মিশরে প্রবন্ধ লিখন	৭০
• ঔপবিেশিকতার বিরুদ্ধে গঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হিসেবে সংবাদপত্রের বিকাশ	৭৩
চতুর্থ অধ্যায় ঃ ঔপনিবেশিক মিশরের বিখ্যাত সাংবাদিক ও তাঁদের সাংবাদিকতা	৭৭
• ভূমিকা	
• হায়কল-এর জীবনালেখ্য	৮৩
• সাংবাদিকতায় হায়কল এর অবদান	৮৫
• সৎ সাংবাদিকতা ও হায়কল	৯১
• আব্বাস মাহমূদ আল আককাদ এর জীবনী	৯৩
• আল-আক্কাদের সাংবাদিকতা	৯৮
• উপসংহার	১১৪
• গ্রন্থপঞ্জী	১১৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

একটা দেশ সম্পর্কে জানতে হলে সংবাপত্রের বিকল্প নেই। সাংবাদপত্রের মাধ্যমেই দেশ, রাষ্ট্র, জাতি, ঐতিহ্য ও সম্মান সম্পর্কে সম্যক জানা যায়। আরবী সাহিত্যে পুনর্জাগরণ সৃষ্টিতে সাংবাদিতার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। খ্রিষ্ট পুর্ব ৯১১ সালে চীনদেশে সাংবাদিকতার সূচনা হয়। খ্রিষ্ট পূর্ব প্রথম শতকে জুলিয়াস সিজারের সময়কালে রোম সাম্রাজ্যে Acta Duria নামক সংবাদপত্রের প্রকাশ ঘটলেও বাস্তবে আধুনিক সাংবাদিকতার সূচনা হয় খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপের জার্মানীতে। সেখানে Gazetta নামে প্রথম সংবাদ পত্রের প্রকাশ হয় ১৫৩৬ সালে। ইংরেজী ভাষায় সাংবাদিকতার সূচনা হয় ১৫২২ সালে এবং ফরাসি ভাষায়সংবাদ পত্র প্রকাশিত ১৬৩১ সালে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে মিশর যখন অটোমান সম্রাজ্যের অধিকারে আসে, তখন মিশর তাদরে স্বাধীনতা হারিয়ে বিশাল অটোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসী বীর নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণ করেন। তার আক্রমনের পূর্বে মিশরের অবস্থা ছিল অত্যান্ত শোচনীয়। অটোমান সুলতান সেলিম কর্তৃক মিশর বিজিত হওয়ার পর এর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। কারণ অটোমান কর্তৃক মিশর বিজিত হলেও ইহার শাসন ব্যবস্থা প্রকৃত পক্ষে মামলুকদের হাতেই থেকে যায়। মামলুক শাসকদের প্রায়ই কলহ-বিবাদ লেগে থাকত। ফলে সমগ্র মিশর নৈরাজ্যের শিকারে পরিণত হয়। এ সময় মিশরে ধ্বংশপ্রাপ্ত গ্রাম বিশাল শূন্যতা অগ্নিদগ্ধ ঘর বাড়ী সমষ্টিতে পরিণত হয় এবং সেখানে প্রতিবাদহীন জুলুম-নির্যাতন,হত্যা-রাহাজানী ছাড়া আর কিছু ছিল না। মূলতঃ এসকল কারণেই মিশরকে ঐপরিবেশিক শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই মিশরের সাংবাদিকগণ তাদের লিখনীর মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষায় সাংবাদিকতার সূচনা হয় ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টী-এর মিশর ও নিকট প্রাচ্য আক্রমণের পর। এর পূর্বে মিশরবাসী তথা আরব বিশ্ব সাংবাদিতা সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ন অজ্ঞ। আরবী সাহিত্যে সাংবাদিকতার ইহিতাস খুঁজলে প্রতীয়মান হয় যে, ফরাসি আক্রমনোত্তর মিশরে ফরাসীগণ নিজেদের ভাষায় দুটি সংবাদপত্র চালু করে। একটি গবেষণার সার সংবলিত বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা।

(1) Le Decade Egyptienne এবং অন্যটি রাজনৈতিক পত্রিকা।

(2) Courrier de I Egypte

এ দুটি পত্রিকা সরকারী প্রকাশনা সংস্থা থেকে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হতো। ফলে আরব বিশ্ব সাংবাদিকতার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করলে ও পত্রিকা দুটি জনগণের উপর তেমন প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। অবশ্য ফরাসীরা *আল-হাওয়াদিস* (ঘটনাবলী) অথবা *আল-তনবীহ* (সতর্কীকরণ) শীর্ষক আরবী পত্রিকা বের করেছিলেন যার মধ্যে দেশবাসীকে ভীতি প্রদর্শন এবং তাদের আনুগাত্য আদায়ের প্রচেষ্টা বিদ্যমান ছিল।

পরবর্তীকালে মিশরের জাতীয় ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব খেদিব মোহাম্মদ আলী পাশা (১৭৬৯ ১৮৪৭) ক্ষমতাসীন হয়ে *জরনল আল-খিদয়ূবী* নামে আরবী পত্রিকা প্রকাশ করনে। যা,*আল-ওয়াকায়ি-আল-মিশরিয়্যাহ* (মিশরীয় ঘটনাবলী) নামে সরকারী পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম দিকে পত্রিকাটি তুর্কী ও আরবী ভাষায় প্রকাশিত হতো। পরে রিফাআত ত্বাহ-তাহতাবি (১৮০১-১৮৭৩) যখন এর সম্পাদক নিযুক্ত হন তখন পত্রিকাটি শুধু আরবী ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে। এতে সরকারী বিধি-নিষেধ, সরকারী সংবাদ ও ঘটনাবলী প্রকাশের প্রতি গুরুত্বারোপের পাশাপাশি সমাজ ও শিল্প সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা স্থান পেত। প্রায় সিকি শতাব্দী পর্যন্ত মিশর সহ আরব বিশ্বে এটি ছাড়া আর কোন সংবাদপত্রের অস্তিত্ব ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

মিশরে *আল-ওয়াকায়ি আল মিশরিয়্যাহ* প্রকাশের দীর্ঘদিন পর উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৫৭ সালে তৎকালীন অটোমান সম্রাটের রাজনৈতিক স্বার্থ সমর্থন হিসেবে *আল-সালতানাত* (রাজত্ব) শীর্ষক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তৎকালীন মিশরীয় জনগণের শিক্ষার মান আশানুরূপ না থাকায় উক্ত পত্রিকাটি সুলতানের স্বার্থ সমর্থনের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়। ফলে কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়।

আল-সালতানাত প্রকাশের পর প্রায় দশ বছর দ্বিতীয় কোন জাতীয় সংবাদপত্র প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য মিশরের জনগণের হয়নি। ইত্যবসরে মিশরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ইসমাইল পাশা (১৮৩০-১৮৯৫)। তাঁর ক্ষমতার সূচনালগ্নেই ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্যিক রূপ পরিলক্ষিত হয় মিশরে। ফলে জাতীয় সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ পরিদৃষ্ট হয়। এর প্রাথমকি প্রচেষ্টা হিসাবে ১৮৬৫ সালে ইবরাহীম-আল দসুকী (১৭৮৯-১৮৪৮) এর সম্পাদনায় মাসিক চিকিৎসা সাময়িকী আল-ইয়াসুব (পুরুষ মৌমাছি) প্রকাশিত হয়।

এর দশ বছর পর ১৮৬৭ সালে আল-তাহতাবী এর অন্যতম শীর্ষ জনৈক আবদ-আল্লাহ আবু আল সাউদ-আল মিশরী ওয়াদী আল নীল (নীল উপত্যকা) নামে অর্ধ সাপ্তাহিক একটি বেসরকারী রাজনৈতিক পত্রিকা বের করেন। এতে রাজনীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা থাকতো। অতঃপর ১৮৬৯ সালে কায়রোতে নুযহাত আল-আফকার (চিন্তার প্রমোদ ভ্রমন) প্রকাশিত হয়। ১৮৭০ সালে রাওদাত আল-মাদারিস (মতাদের্শর উদ্যান) নামে একটি বঘেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বিদ্যান ব্যক্তিদের প্রবন্ধ ছাপা হতো এবং পরিভাষার গঠন প্রণালীর উপর আলোকপাত করা হত। এসব পন্ডিতদের মধ্যে ছিলেন, আলী মুবারক (১৮৫২৩-১৮৯৩), রিফাআত ত্বাহ তাবী, আবদ আল্লাহ পাশা ফিকরী (১৮৩৪- ১৮৯০) এর ন্যায় বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন এর নিয়মিত লেখক।

এ সময়কালে আরো যে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাহলো-

Dhaka University Institutional Repository

- সালাম পাশা হামাবী কর্তৃক ১৮৭২ সালে আল-কাওয়কাব আল শারক্বী (প্রাচ্য তারকা) প্রকশিত হয়।
- আল আহরাম (পিরামিড) সালীম (১৯৪৯-১৯৯২) ও বাশার তকলা কর্তৃক ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়।
- আল ওয়াতান (মাতৃভূমি) মিখাইল আফিন্দী আবদ আল সায়্যিদ কর্তৃক ১৮৭৭ সালে প্রকামিত হয়।
- মিশর-আদীব ইসহাক কর্তৃক ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৬ সালে সিরিয় যুবক ইয়াকুব সররূপ (১৮৫২-১৯২৭) ও ফারিস নমর (১৮৫৬-১৯৫১) কর্তৃক বৈরুতে প্রকাশিত হয় মাসিক আল-মুক্বতাতফ (নির্বাচন) । এ দু'যুবক ১৮৮৯ সালের শুরুতে জনৈক শাহীন মুকারিউস এর সাথে যৌথভাবে দৈনিক আল-মাকতাম প্রকাশ করেন।

ঔপনিবেশিক মিশরের জনগণ এমন একটি সংবাদপত্রের প্রকাশনা কামনা করেছিল যার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ উন্মোচনের সঙ্গে আশা-আকঙ্খা প্রতিফলিত হয়, বলতে গেলে এই আকাঙ্খা থেকেই আল-ইউসূফ (১৮৬৩-১৯১৩) ও শায়েখ আহমদ মাদীর সম্পাদনায় আল-মুয়াইয়িদ (১৮৮৯) সালে প্রকাশিত হয়।এটি ছিল সাহিত্য,দর্শন, রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদীরে চেতনার মুখপাত্র।এর লেখকদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫),সাদ যগলুল(১৮৫৭/৬০-১৯২৭), মুস্তফা কামিল(১৮৭৪-১৯০৮) প্রমুখ।

১৯০০ সালে মুস্তফা কামিল আল্ লিওয়া (পতাকা) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি হচ্ছে প্রথম পত্রিকা যাতে থাকতো জাতীয় স্বাধীনতার অগ্নিদীপ্ত আহ্বান ও ঔপরিবেশিক শক্তির উচ্ছেদ সাধনের জোরালো বক্তব্য। স্বদেশী দল, (আল হিযব আল ওয়াতানী) এর অনুসরণে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও নিজ নিজ দলীয় মুখপত্র হিসেবে পত্রিকা প্রকাশ করে। যেমন সংবিধান পন্থী মুক্ত দল (হিযব আল আহরার

Dhaka University Institutional Repository

আল দস্তরিয়্যীন), আল সিয়াসহ এবং প্রতিনিধিদল (হিযব আল-ওয়াফদ), আল বালাগ ১৯২২ সালে প্রকাশ করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্যান ইসলাম আন্দোলনের পটভূমিতে মিশরীয় অভিজাত শ্রেণী এবং বৃটিশ সরকার উভয়ই যে নতুন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করে তারই ফলস্বরূপ ১৯০৭ সালে মার্চ-এপ্রিল মাসে হিযব আল উম্মাহ (জন দল) নামক একটি রাজনৈতকি দল আত্মপ্রকাশ করে। এ দলের তাত্ত্বিক পরিচালক ও মুখপাত্র ছিলেন আহমদ লুৎফী আল সায়্যিদ (মৃঃ ১৯৬০) এবং মুখপাত্র আল জারীদহ (মার্চ ১৯০৭-১৯১৫)পত্রিকা। এই দলের বড় আবদান মিশরীয় জাতীয় চেতনার উদ্বোধন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ এবং দেশ প্রেম উন্মেষের ক্ষেত্রে এই দল ছিল পথিকৃত। বিখ্যাত সাংবাদিক প্যন ইসলাম পন্থী সায়েখ আলী য়ূসুফ 'হিযব আল ইসলাহ আলা আল মাবাদী আল দস্তরিয়্যাহ নামক একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন। খেদিবের পূর্ণ আর্শীবাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এ দলটি নামের প্রথম অংশ আল-ইসলাহ (সংস্কার) শব্দ দ্বারা উদার মধ্যমপন্থী হিযব আল উম্মাহ (জনদল) এর সংস্কারবাদী পথ অবলম্বনের গৌরব অর্জন এবং আল-দস্তরিয়্যাহ (সাংবিধানিকব) শব্দ দ্বারা কামিলের রূচন পন্থা পরিহারের আকাংখ্যার প্রতিফলন ঘটে। খেদিবের নেতৃত্বে সংস্কার সাধন এবং মিশর হতে ইংরেজ সৈন্য প্রত্যাহার এই দলের চরম লক্ষ নির্দেশ করা হয়। আল মুয়াইয়্যিদ পত্রিকাটি এ দলের মুখপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯০৭ সালের ২২ শে অক্টোবর আলেকজান্দ্রিয়ায় ৬০০০ লোকের এক সমাবেশে মুস্তফা কামিল আল-হিযব-আল-ওয়াতনী নামক মিশরের দ্বিতীয় অথচ সর্ব বৃহৎ রাজনৈতিক দলের উদ্বোধন করেন। এই দলের ৭ ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবগঠিত দলের একটি সভায় আল লিওয়াহ দলীয় মুখপত্র হিসেবে ঘোষিত হয়।

উপরিউক্ত পত্র পত্রিকার পাশা পাশি রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক বহু সায়িকী প্রকাশ পায়।

- আল জিনান-১৮৭০ সালে বুতরুস আল বুস্তানী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- আল হিলাল ১৮৯২ সালে জুরজী যয়দান (১৮৬১-১৯১৪) এর সম্পানদানয় প্রকাশিত হয়।

মিশরে আরবী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন হুসয়ন মুহাম্মদ হায়কল। তিনি মিশরের রাজনীতি, ও তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

- ১৯০৭ সালে আহমদ লুৎফী আল সায়্যিদ এর নেতৃত্বে গঠিত রাজনৈতিক দল হিযব আল উম্মহ (জনদল) এর মুখপত্র আল জারিদাহ এর মাধ্যমেই কার্যকরভাবে হায়কালের সাংবাদিকতা জীবনের সুচনা হয়।
- ১৯০৯ সালে আল জারিদাহ পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট হন।
- ১৯১১ সালে আল জারিদাহ পত্রিকার পরিবর্তিত সম্পাদকীয় লেখক হন।
- ১৯১৫ সালে আস-সুফুর পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন।
- ১৯১৫ আল-হরব ওয়া আল হদারহ পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করেন।
- ১৯১৭ আল মুক্বতাতাফ পত্রিকায় ধারাবিহক প্রবন্ধ রচনা করেন।
- ১৯২২ সালে হিযব আল আহরার আল দস্তরিয়্যাহ নামে নতুন রাজনৈতকি সংগঠনের গোড়াপত্তন হয়। উক্ত দলের মুখপত্র হিসেবে আল-সিয়াসাহ নামক পত্রিকা ডঃ মুহম্মদ হুসায়ন হায়কলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, বর্তমানে আরবী সংবাদ পত্রের ক্ষেত্রে শুধু মিশর নয়, বরং সমগ্র আরব বিশ্বে একটি অভুতপূর্ভ জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সে যাই হোক, আলোচ্য থিসিসটি আমরা ভূমিকা উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জী ছাড়াও ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি অধ্যায়গুলো হল

প্রথম ঃ মিশর: ঔপনিবেশীকতা থেকে স্বাধীনতা

দ্বিতীয়ঃ সাংবাদিকতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

তৃতীয় ঃ ঔপনিবেশিক মিশরে আরবী সাংবাদিকতার বিকাশ

চতুর্থ ঃ ঔপনিবেশিক মিশরের বিখ্যাত সাংবাদিক ও তাঁদের সাংবাকিতা

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মিশরঃ ঔপনিবেশিকতা থেকে স্বাধীনতা

মিশরের ভৌগলিক অবস্থান

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পূর্বে নীলনদের মোহনাকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত এলাকা নিয়ে গঠিত মিশর (বর্তমান নাম আল জুমহুরিয়্যাতু মিশর আল আরাবিয়্যাত বা আরব প্রজাতন্ত্র মিশর)। এর উত্তরে ভূ-মধ্য সাগর, দক্ষিণে সুদান প্রজাতন্ত্র, পূর্বে লোহিত সাগর ও ফিলিস্তিন এবং পশ্চিমে লিবিয়া । এর আয়তন ১০০১,৪৪৯ বর্গ কিলোমিটার বা ৩,৮৩,৬৬০ বর্গমাইল এবং এর লোক সংখ্যা ১৯৮৯ ইং সনের আদম সুমারী অনুযায়ী ৫,১৭,৮৪,০০০ [১]। অধিবাসীদের ৯৩% মুসলমান এবং অবশিষ্ট ৭% কপ্টিক সম্প্রদায় ভুক্ত খ্রীষ্টান ইয়াহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায় এছাড়াও বিপুল সংখ্যাক গ্রীক আরমেনীয় ও মারুনী খ্রীষ্টান মিশরে বসবাস করে [২]। এর রাজধানী কায়রো। শহরটি নীলনদের উভয় তীরে অবস্থিত। এর ভৌগলিক অবাস্থান ৩০০৬ উভর দ্রাঘিমাংশে এবং ৩১০২৬ পূর্বে অক্ষাংশে, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মিশরকে সাইনাই উপত্যকা পূর্বাঞ্চলের উচ্চ ভূমি নীলনদের উপত্যকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের মরুভূমি এ চার ভাগে বিভক্ত করা যায় [৩]। মিশরের আকৃতি অনেকটা বর্গক্ষেত্রের মত হলেও এর উৎকৃষ্ট ভূমি নীলনদের অব বাহিকা ও ব-দ্বীপ আবর্তন দীর্ঘ ও সরু উপত্যকায় অবস্থিত। এটি উত্তর প্রান্তে ব-দ্বীপের শীর্ষ বিন্দুতে ১০ মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত এবং দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে গিয়েছি[৪]। উপত্যকার পূর্ব তীর ছুঁয়ে প্রবাহিত

---

১ **Population** figures in Egypt, (1989), source; " Encyclopaedia a Britannica" 1990 of the year Modern Arabie Literature, Eal. M.M. Badawi,(New york: Cambridge university Press,1992),P. 12

২ ইসলামী বিশ্ব কোষ,খন্ড নং ১৯, পৃঃ ১২

৩ ডঃ সফি উদ্দীন জোয়ারদার, আধুনিক মধ্য প্রাচ্যে, ২য় খন্ড, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ, ৩০৩

৪ ফারুক মাহমুদ, জাগ্রত মুসলিম আফ্রিকা, (ঢাকাঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯২), পৃঃ২২৫

Dhaka University Institutional Repository

নীলনদের স্রোতবীরা। ব-দ্বীপের মধ্য ভাগে প্রবাহিত নীলনদের দুটো শাখা পশ্চিমে রেসেত্তা ১৪৬ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্বে দামিয়েত্তা ১৫০ মাইল দীর্ঘ। নীলনদের মোহনায় ব-দ্বীপ অঞ্চলের আয়তন ৮৫০০ বর্গমাইল [৫]। নীলনদের পূর্বে পূর্বাঞ্চলীয় উচুঁ ভূমি পশ্চিমে পশ্চিমাঞ্চনীয় মরুভূমি নীল উপত্যকা থেকে লিবিয়ার সীনাস্ত এবং ভূমধ্য সাগরীয় উপকুল থেকে শাহারার প্রান্ত পর্যন্ত এ মরুভূমি বিস্তৃত। এর কোথাও বালুকারাশী আবার কোথাও কংকরাকীর্ণ শুস্ক মৃত্তিকার আস্তরণ,আর কোথাও ভূমি সাগর পৃষ্ট হতে নীচে নেমে গেছে। সেখানে সৃষ্টি হয়েছে আর্টেজীয় কূপ। আর তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মরুদ্যান, (এ মরুদ্যানের মধ্যে বেহারিয়া, সিওয়া, ফারাফ্রা, দাখলা, খারগা ও ফাইয়ূম অন্যতম)। এখানে রয়েছে একেবারে লবনাক্ত বা সুস্বাদু জলাভূমি, সুস্বাদু জলাভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের জনপদ। সবুজ শ্যামল তরুলতায় আচ্চাদিত মিশর দারুন অনাবৃষ্টির দেশ ।

মিশরের সবচেয়ে বৃষ্টি বহুল এলাকা আলোকজান্দ্রিয়ায় বছরে অনধিক ৮ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।দক্ষিণাঞ্চলে বারিপাতের মাত্রা বার্ষিক ২-৩ ইঞ্চি[৬]। অনেক অঞ্চলে আদৌ বৃষ্টিপাতা হয়না বললেই চলে। ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রতি বসন্তকালে প্রত্যুষে জমাট কুয়াশা পড়ে। ভূমধ্যসাগরীয় প্রভাবে উত্তরাঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় নাতিশীতোষ্ণ ধরনের এবং গ্রীষ্মকালে তা ৯০০ ডিগ্রী এর উপরে উঠেনা। মধ্য অঞ্চলের তাপমাত্রা ১০০০ ডিগ্রী থেকে ১১০০ ডিগ্রী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম মরু অঞ্চলের ১২০০ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে [৭]। প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প সাহিত্য, ধর্ম সামাজ গঠনে মিশরের অবদান বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। পিরামিড, মমি ও স্ফিংস স্থাপত্য ইত্যাদি প্রত্নসম্প্রদে সমৃদ্ধ এ দেশ।

---

৫ ফারুক মাহমুদ, জাগ্রত মুসরিম আফ্রিকা, পৃ : ২২৬।

৬ ফারুক মাহমুদ, জাগ্রত মুসলিম আফ্রিকা, পৃ : ২২৬

৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৭

Dhaka University Institutional Repository

ফরাসী আক্রমনোত্তর মিশরের অবস্থা

নবম শতকে বাগদাদের খলিফাগণের দুর্বলতার সুযোগে মিশরে তুর্কী শাসকগণ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে আরম্ভ করেন[৮]। এয়োদশ শতকে তুর্কী সুলতান সালাহ উদ্দীন (১১৭১-১২৫০ খ্রী:) মিশরে আয়্যুবী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আয়্যুবী সুলতান মালিকুস সালিহ তার বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এশিয়ার বাজার হতে কয়েত হাজার দাস ক্রয় করে মিশরে নিয়ে আসেন।এদের মামলুক (ক্রীতদাস) (সামরিক ক্রীতদাস) হিসাবে অভিহিত করা হত। মামলুক গণ এক সময় বিপুল ক্ষমতা অর্জন করে দাস থেকে শাসকের আসনে সমাশীন হয় এবং ১২৫০ খ্রী: হতে ১৫১৭ খ্রী: পর্যন্ত দক্ষতার সাথে মিশরে রাজত্ব করে। মামলুকগণ প্রধানত দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল।

এক: বাহরী মামলুক:- রাওদা নামক দ্বীপের নিকটে নীলনদের দুটি শাখা এসে মিশেছে এবং বাহার (সমুদ্র) নামে খ্যাত হয়েছে। সে স্থানে বাহরী মামলুকদের জন্য কিছু জমি বরাদ্ব করা হয়। তারা সেখানে বিশাল বিশাল ইমারত ও প্রাসাদ নির্মাণ করে। তারা বাহরের (সমুদ্র) এর অধিবাসি ছিল বলে তাদের বাহরী নামে আখ্যাইত করা হয়। আইয়ূবী সাম্রাজের দূর্বলতার সুযোগ এবং প্রশাসনে তাদের প্রভাব প্রতি পত্তির কারণে তারা ১২৫০ খ্রী. হতে ১৩৯০খ্রী. পর্যন্ত মিশরের সিংহাসন অধিকার করে। বাহরী মামলুকদের মধ্য হতে ২৪ জন শাসক মিশর শাসন করে। তাদের প্রথম শাসক সাজরুদ দুরর আল মুইয্য আয়বাক (৬৮৪-৬৫৫/১২৫০-১৩৯০)[৯] খ্রী. এবং শেষ শাসক আল- সালিহ আল মানসূর হাজ্জী (৭৯১-৭৯২/১৩৮৯-১৩৯০খ্রী.)।

দুই- বূর্জী মামলুক : বুরজী মামলুকগণ যাদের জারকাসী বা সারকাসী নামে অভিহিত করা হয়, তারা মূলত; চরকাস বা কারগানীয় অঞ্চলের অধিবাসী । তাদের

---

৮ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শখন্ড, পৃ; ২০২,২০৪

৯ ইসলামি বিশ্বকোষ, ১৮ খন্ড, (১৯৯৫খ্রী:), পৃ ৬১৫

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পুরুষ কাস্পীয়ান সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করত। বাহরী মামলুক সুলতান মনসূর ও সুলতান আশরাফ বিপুল পরিমান বুরজী মামলুক খরিদ করেন। অসম সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও নির্ভিকতার কারনে তাদরে উপর কেল্লা দূর্গসমূহের রক্ষাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ক্রমান্বয়ে রাজপ্রাসাদের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের অধিকারে আসে। তাদের ২৪ জন সুলতানের মধ্যে প্রথম সুলতান আজ জাহির বারকূক (১৩৯০-১৩৯৯খ্রী.) এবং শেষ সুলতান আশরাফ তুমানরায় (১৫১৬-১৫১৭খ্রী.)। বূর্জ আর্য কেল্লা বা দূর্গ। যেহেতু তারা দূর্গ বা কেল্লায় অবস্থান করত,এজন্য তাদের কে বূর্জী নামে আখ্যায়িত করা হতো। তারা ১৩৮২-১৫১৭ খ্রী. পর্যন্ত শাসন করেন। তারা ছিলেন শারকাসিয়ান ক্রীতদাস।

১৬শ শতকের গোড়ারদিকে উমানীয় তুর্কীদের উত্থানের পর আরব শাসন হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। তুর্কী শাসকগণ ১৫১৬ খ্রী. সিরিয়া, ১৫১৭ খ্রী.মিশর,১৫১৬খ্রী.আলজেরিয়া, ১৫৫৫খ্রী.ত্রিপোলী, ১৫৭৪ খ্রী.তিউনিস এবং ১৬৩৯ খ্রী.ইরাক দখল করে[১০] । বিশ শতকের প্রাথমিক পর্যায় এদেশ গুলো উসামানী সাম্রাজ্য ভূক্তছিল।

১৫১৭ খ্রী. তুর্কী সুলতান সোলম (১৫১২-১৫২২ খ্রী) মিশর অধিকার করার পর হতে ১৮৮২ খ্রী. পর্যন্ত সূদীর্ঘকাল এটি উসমানী সাম্রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত ছিল[১১]। তুর্কী জাতির বৈশিষ্ট হলো, তারা ছিল সত্যিকারের যোদ্ধা। দেশজয়ই তাদের একমাত্র নেশা ও পেশা, তারা মূলত সঠিক প্রশাসনিক অবকাঠকামো ও রাজনৈতিক দর্শন দিতে পারেননি[১২]।

---

১০ J.A.Hayhood, Modern Arabic literature, Page-2

১১ ড. শফিউদ্দীন জোয়ারদার, আধুনিক মধ্য প্রাচ্য, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩০৬

১২ ড. শওকী দায়ফ, আল আদাবুল আরবী আল মুআসির ফী মিশর,৮ সং , (কায়রোঃ দারুল মা আরিফ তা.বি:) পৃ ১১

Dhaka University Institutional Repository

[১৩]তারা মিশরীয় সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করে এবং এর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চাকে স্তিমিত করে দেয়। এ বিজিত অঞ্চলের বুদ্ধিজীবী ও পন্ডিত মহলের জন্য আর কোন উপযোগী আবাস ভূমি না থাকায় তারা আর না পেরেছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি করতে, না পেরেছেন সাহিত্য সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করতে। উসমানী শাসনামলে আরব ভূখন্ড বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি প্রদেশে একজন পাশা দ্বারা পরিচালিত হতো [১৩]। পাশাগণ প্রশাসক কর বিভাগ ও বিচার বিভাগের তদারকির ক্ষেত্রে constantinopol এর সুলতানদের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকতেন। উল্লেখিত বিভাগ গুলো সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য সুলতান পরীক্ষিত আনুগত্যশীল ব্যক্তিদেরকে এক বছরের জন্য পাশা হিসাবে নিয়োগ দান করতেন[১৪]। উসমানী শাসনামলে ও মামলুকগণ দেশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় ভীষণ শক্তিশালী হয়ে উঠে। সপ্তদশ শতকে আমীরুল হাজ্জ প্রধান দেওয়ান দফতারদার কায়েম মুকাম (রাজপ্রতিনিধি), শাখখুল বালাদ (সামরিক গভের্ণর), মুলতাজিম (কর ইজারাদার), আমীন, কাশিফ ইত্যাদি ও গুরুত্বপূর্ণ পদ সমুহ মামলুকদের জন্য নির্ধারিত ছিল।

উসমানিয় সাম্রাজ্যে সুলতান সুলায়মান কতৃক জারীকৃত কানুন নামায় ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য তিনটি শক্তি কেন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়।

এক- ওয়ালী বা পাশা ঃ উসমানী সুলতানের প্রতিনিধি। সুলতান মূলত: এক বছরের জন্য পাশা নিয়োগদান করলেও এর মেয়াদ কমবেশী করা সম্পুর্ণরূপে তার ইখতিয়ারাধীন ছিল[১৫]। তারা ১৫৫৭ খ্রী হতে ১৭৯৮ খ্রী:পর্যন্ত ২৮১ বছরে ১১০ জন মিশর শাসন করেন। পাশাদের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো।

ক) সুলতানদের আদেশ ও অধ্যাদেশ প্রচলিত ও বাস্তবায়িত করা,

---

১৩. তু. যয়দান, তারখি, (৪র্থ খন্ড), পৃ. ১৭-২৫
১৪ ইসলামী বিশ্বকোষ, ই, ফা, বা ৫/২৬০-২,
১৫ তু.যয়দান,তারীখ,(৪র্থ খনড),পৃ.২৫-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

খ) বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারীদের কাজের তদারকি করা,

গ) কোন কর্মচারী কানুনের বিধি লংঘন করলে তাকে শাস্তি প্রদান করা,

ঘ) দীওয়ান এর সভা আহ্বান করা, স্থগিত করা, সভাপতিত্ব করা এবং এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। এ পাশার ক্ষমতা প্রয়োগ ও মেয়াদ পূর্ণকরা সম্পূর্ণরূপে সামন্ত বের মর্জির উপর নির্ভরশীল ছিল।

দুই- ওজাক বা সেনাবাহিনী: উসমানীয় শাসনামলে মিশরীয় সেনাবাহিনী মূলত সাতটি বাহিনীতে বিভক্ত ছিল[১৬]।

এগুলো হলো (১) মুতাফারিরকান (২) শাভুশান (৩) জামুলিয়াত (৪) তুফানসিয়ান (৫) সিরাকশী (৬) ইনকিশারিয়া (৭) আযেবান।

মিশরের সীমান্তদূর্গ রক্ষা করা মুতাফাররিকান বাহিনীর দায়িত্ব আয়কর আদায় করে রাজকোষে জমা দেওয়ার দায়িত্ব সাভূশান বা সাভূশ বাহিনীর। জামুলিয়াত, তুফায়িবান ও সিরাকাশী সম্মিলিত ভাবে অশ্বারোহী হিসেবে পরিচিত। এ বাহিনী প্রাদেশিক শাসনকে সর্ব প্রকার সহযোগীতা করত। ইনকি শারিয়া বা জেনিসারী বাহিনী সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্র শস্ত্রের দিক দিয়ে অন্যান্য বাহিনী অপেক্ষা শক্তিশালী। এ বাহিনী প্রধান মিশরের অন্যতম প্রভাব শালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হন[১৭]। আর আযেবান বাহিনী শক্তি ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে জেনিসারীয় সমকক্ষ।

তিন-সামন্তবে' ও তাদের সামলূক বাহিনী : সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝির দিকে উসমানীয় কর্মকর্তাগণ নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান হারে

---

১৬ আহমদ আল ইস্কনদরী (সম্পা),আল মুফস্সাল ফী তারীখ আল আদব আল আরবী, (বৈরুত:দারু এহইয়া আল উলুম,১৯৯৪),পৃ.৫১১-৩

[১৭] P.K Hitti, Hitistory of the Arabs, p.703

Dhaka University Institutional Repository

ক্রীতদাস সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে। শাসকগণের দূর্বলতার সুযোগে মামলূক রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে । মামলূকদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যাক প্রভাবশালী নেতা নিজেকে আমীর বা বে উপধীতে ভূষিত করেন। প্রত্যক বে এর অধীনে একটি শক্তি শালী বাহিনী থাকত, যার সার্বিক তদারকে থাকতেন বে এর প্রধান সহকারী কাশিফ। এ বাহিনী আমীরের পক্ষে অধিক অনুগত থাকত। পাশাগণ এ আমীরের উপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং তাদের সাহায্য ছাড়া কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারতনা। সর্বাপেক্ষা প্রভাব শালী আমীরকে শায়খুল বালদ উপাধিতে আখ্যায়িত করা হতে এবং তিনি রাজ্যের প্রকৃত শাসক ছিলেন। কোন কোন আমীর অধিকতর শক্তিশালী হয়ে প্রায় স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতেন। ১৬৬৮ খ্রী হতে ১৭৭৪ খ্রী পর্যন্ত আলী বে আল কাবীর এবং ফরাসী অভিযানের সময় পর্যন্ত মুরাদ বে ও ইব্রাহীম মিশরের প্রায় সার্বভৌম ক্ষামতার অধিকারী ছিলেন[১৮]। মিশরে উসমানী শাসন ব্যবস্থায় দীওয়ান এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রধান দেওয়ানের সদস্যগণ হলেন: ওয়ালী (পাশা) এর প্রধান সহকারী (কাহ ইয়া); প্রধান কোষাধ্যক্ষ (দফতরদার) রাজস্য বিভাগের সচিব (রূজনামজী) প্রত্যেক সামরিক বাহিনীর একজন সদস্য : মুতাফাররিকা ও শাভুশ বাহিনীর সেনানায়ক আমীরুল হাজজ; কায়রোর কাজী প্রধান প্রধান শায়খ[১৯]।

মিশরের শাষক গোষ্ঠী প্রধানত: চারটি সামাজিক শ্রেনীভূক্ত ছিল।

এক: আলেম, সুফী বিচারক ও শিক্ষক মন্ডলী সবার জনগোষ্ঠীর উপর এ শ্রেণীর একটি আধ্যাত্মিক নৈতিক প্রভাব ছিল।

দুই-শহুরে বিত্তশালী ও অভিজাত শ্রেণী : উসমানী উচ্চক্লিস সরকারী কর্মকর্তা ও তুর্কী বংশোদ্ভুত অভিজাত শ্রেণী এদের অন্যতম।

---

[১৮] ড. জোয়ারদার, আধুনিক মধ্য প্রাচ্য, ২য় খন্ড, পৃ. ৩১০

[১৯] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তিন- কারিগরী শ্রেণীর এরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এবং একজন শেখের নেতৃত্বে সংগঠিত।

চার- কাল্লাহান শ্রেণী:- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষক শ্রেণী।

এ কথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উসমানী সুলতানের সামরিক শক্তির দূর্বলতার সুযোগে মামলুক সৈনিকগণ প্রায় বিদ্রোহ করত; সপ্তদশ শতকের শেষ প্রান্তে মিশরীয় জন জীবনে নেমে আসে ব্যাপক শোষণ ও নিপীড়ণের ঘোর অন্ধকার।এসময় মামলুকদের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে[২০]। মামলুক শায়খুল বালাদের সম্মুখে উসমানী শাসকগণ তেমন যত্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম ছিলেন না [২১] মুলতাযিমগণ কৃষকদের সব অধিকার হরণ করে তাদের নানাভাবে কর ভারাক্রান্ত করে তোলেন। কৃষকগণ প্রানান্তকর কষ্ট সহ্য করে যে ফসল উৎপাদন করত শাসকগণ এর প্রায় সবটুকু ছিনিয়ে নিয়ে যেত।এ প্রসঙ্গে ড.শাওকী দায়ফ অত্যান্ত যুক্তি যুক্ত মন্তব্য পেশ করেন।

অষ্টাদশ শতকে মিশরের ইকতাগুলো বিভিন্ন উপায়ে কয়েকটি শক্তিশালী মামলুক মুলতাযিমের অধিকার ভূক্ত হয়ে পড়ে। পাশাদের মাধ্যমে ও মিশরের কৃষক ও ব্যবসায়ীরা শাষিত হতো। ক্ষমতার দন্ধ আর রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তৎকালীন মিশরের অর্থনীতি একেবারে ভেঙে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান সমূহের অচলাবস্থা সেনা বাহীনির দুর্বলতা, দুনীতি ও শোষণ এবং ব্যবসার যোগাযোগ পথ পরিবর্তন এবং এর ফলে আমদানী রপ্তানি ও দেশে পুঁজি বিনিয়োগ হ্রাস পেতে থাকে। কৃষকদের উপর নানা প্রকারের শোষণ ও নিপীড়নের কারণে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন কমে যায়। স্থানীয় যুদ্দে বাহাজানী, কাফেলার পথে লুন্ঠন ও রস্তা ঘাটে

---

20 Stand ford J. Show, Land holdirg and Land tox Revenue in ottoman Egypt in Political and Social in modem Egypt, ed. P.M. Holt, P.P 72, 43, 80,94

21 Ibid, PP. 35-38 মুসা আনসারী আধুনিক মিশরেরর ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা, পৃ: ৪

Dhaka University Institutional Repository

অনুপোযোগিতার কারণে দেশের ব্যবসা বানিজ্য নিরুৎসাহিত হয়। উসমানী সাম্রাজ্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ অচল অবস্থার সাথে সাথে ইউরোপীয় ঘটনাবলী যুক্ত হয়। পূর্বের বাণিজ্যক পথগুলো পরিবর্তীত হয়ে যায়।পূর্ব দেশীয় বাণিজ্য পথ লোহিত সাগর হতে উত্তমাশা অন্তরীপের দিকে ধাবিত হলে মিশর বহিঃ বিশ্ব হতে বিছিন্ন হয়ে পড়ে। নতুন সামারিক পথ আবিস্কার এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নতির ফলে ভূমধ্য সাগরের সচল ইউরোপীয় বানিজ্য পারস্য উপসাগরের এবং পরে পূর্ব এশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়।

ইউরোপে ক্রমবর্ধমান শিল্প স্থাপনের ফলে সেখানে উসমানী হস্ত নির্মিত দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা কমে যায়। সুতরাং মিশরের অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অথচ মামলূক আমলা ও অভিজাত শাসক শ্রেণীর প্রতারণা ও উৎপীড়নে কৃষক গণ জর্জরিত হয়। ফরাসী আক্রমনের পূর্বে পর্যন্ত মিশরের

আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কিছু চিত্র জন হেউডের বক্তব্যে ফুঠে উঠেছে[২২]। অষ্টাদশ শতকের শেষ তিন দশকে মিশরের বাণিজ্য সুবিধা লাভের জন্য ইঙ্গো ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হয়। ১৭৭৫ খ্রীঃ

আলীবেক আলকাবীর (মৃ. ১৭৭৩ খ্রীঃ) এর উত্তরসূরী আবু জাহাব এর সাথে বাংলার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস এর এক বাণিজ্য চুক্তি হয়। লোহিত সাগরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাব ক্ষুন্ন করার জন্য ফরাসী কোম্পানী মুরাদবে (১৭৭৬-১৭৯৮ খ্রীঃ) এর সঙ্গে এক বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষরিত হলে ও পরবর্তী কালে তা বাতিল হয়ে যায়[২৩]। বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিবতার কারণে মিশরের জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিক বিকাশের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। দারিদ্র, অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা তাদের জীবনের গতিকে রুদ্ধ করে দেয়। এ অস্থিরতার কারণে তাদের সাহিত্য ও কাব্য চর্চা এং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথ বন্ধ হবার উপক্রম হয়। বিশেষ করে আরবী

---

২২ J.A.Hayhood, Modern Arcbic literature, Page-31

২৩ আল মুনজিদ আল আলাম, (বৈরুতঃ দারুল মাশরিক, ১৯৮০), পৃ :১০

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার চর্চা উপেক্ষিত হয়ে এর স্থলে তুর্কী ভাষার চর্চা বৃদ্ধি পায়। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পথিবীর বিখ্যাত হলেও তৎকালীন পাঠ্য সূচী এবং শিক্ষা ব্যবস্থা আশানুরূপ প্রভাব ফেলতে বিলম্বিত হয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে যেটুকু সফলতা লক্ষ্য করা যায়, তা ছিল খুবই সামান্য যদি ও বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খালদূন (মৃ ১৪০খ্রী)[২৪] এবং প্রসিদ্ধ ভাষা তত্ত্ববিদ মুফাস্সীর জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী (মৃ ৯১১ হি.)[২৫] প্রমুখ মহান ব্যক্তি বর্গের আর্বিভাব এ যুগেই হয়েছিল। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তুর্কী শাসনের প্রভাব পড়ে মিশর, সিরিয়া, সুদান, ইরাক, লেবানা ও আলজেরিয়া ইত্যাদি দেশে এবং এ সমস্ত অঞ্চলে আরবী সাহিত্যের শেষ নি:শাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়। এমনি এক আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতকের অন্তিম লগ্নে ফরাসী অভিযানের ফলে মিশরে সাংস্কতিক আন্দোলন দানা বেধেউঠে।

ফরসীদের ঔপানবেশিকতা

১৭৯৮ খ্রী: মিশরে নেপোলিয়ানের অভিযান আরব বিশ্বে ইউরোপীয়দের অনুপ্রবেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্ত:স্থানীয় এলাকায় ইউরোপীয়দের আগ্রহ জাগাতে এবং প্রাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি কিছু সংখ্যক মুসলিম নেতৃবর্গের চক্ষু উন্মোচন করতে এটি এক অদ্ভুত উপাদান হিসাবে কাজ করে[২৬] । সম্ভবত:একটি বিশাল সাম্রাজ্য গঠন কিংবা মধ্য প্রাচ্যের লোকদের মাঝে প্রাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিস্তারের স্বপ্ন নোপোলিয়ান

২৪আল মুনজিদ আল আলাম (বৈরুত: দারুল মাশরিক ,১৯৮০), পৃ: ১০

২৫শায়েখ মুস্তফা আল আনানী, আল ওসীত ফীল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখুহু, (মিশর: মাতবাহূ আম সালাফিয়্যাহ, ১৩৪২/১৯২৪), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ: ৩০৬

[২৬] ইয়াহইয়া আরমাজানী, মধ্য প্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, পৃ: ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

বোনাপার্টিরছিল। তার অভিযানকে মিসরের ইতিহাসে একটি মোড় পরিবর্তনকারী বিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়[২৭]।

এ প্রসঙ্গে M.M. Badawi বলেন:

Historians generally regard the expedition as a tarnning point in the history of Egypt. The mere fact that Napoleans troops were able to conquer the muslim mamluks. From now on the Arab world was denied the dubious luxary of living is isolation. This bloody and rude cotact between the modern warld and the Arabs had for reaching consequeness"

মিশরের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে নেপোলিয়ান অভিযান পরিচালনা করেন এবং এক্ষেত্রে আরো অধিক জ্ঞানার্জনের জন্য প্রায় ১০০ জন পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আনেন[২৮]। তিনি মিশরে মামলুকদের শত্রাস হতে জন গণ কে বাঁচানোর অঙ্গিকার প্রদান করেন এবং নিজেকে ইসলাম ও মুসলিমদের একান্ত বন্ধু হিসাবে ঘোষণা করেণ[২৯]। তিনি ধর্মীয় সহনশীলতা দ্বারা মিশরাসীর হৃদয় জয় করে সেখানে ফরাসী প্রভাব বিস্তার করার প্রয়াস পান। তিনি তাঁর সৈন্যদের প্রতি এক ঘোষণায় বলেন আমরা যাদের মধ্যে যাচ্ছি তারা মুসলমান তাদের বিশ্বাসের প্রথম কথা হল আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রেরিত পুরুষ। এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলবেনা, উহুদীদের উপাসনালয় এবং মূসা (আ) ও যীশুর. ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন কর, কুরআন নির্দেশিত পর্বসমূহ ও মসজিদগুলোর প্রতি সেভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।

---

[২৭] M.M Badawi A critical introduction, Page.9

২৮ আ. ত.ম মুসলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা প্রকাশ), পৃ

২৯ Abdar Rahman at jabsrti Ajaib at Athar fi tarakin wal Akbbar. vol 3, (Kairo Nd.s), pp. 4-6

Dhaka University Institutional Repository

এখান কার আচার আচরণ ইউরোপীয় আচার আচরণ হতে পৃথক হলেও এগুলোর সহিত খাপ খাইয়ে চলবে। নারীদের প্রতি এখান লোকদের ব্যবহার আমাদের ব্যবহার হতে আনেক পৃথক। তবু ও একথা মনেরাখতে হবে যে একজন নারীর অসম্মানকারী নিকৃষ্ট ধরনের পাষান্ড বই আর কিছুই নায়। লুঠন কয়েক জন কে ধনী করলে ও আমাদের জন্য ইহা অসম্মানজনক।

আমাদের আয়ের উসৎন নষ্ট করে এবং যাদের আমাদের বন্ধু হওয়া উচিৎ তাদের ও শত্রুতে পরিণত করে [৩০]। পরাসীদের চির প্রতিদ্বন্ধী বৃটেন এ অভিযানকে মেনেনিতে পারেনি এবং উসমানীয় মিশরে ফরাসীদের অনুপ্রবেশ পছন্দ করেনি। সুতরাং ১৮০১ খ্রী: উসমানী সুলতান বৃটেনের সহায়তায় ফরাসী বাহিনীকে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করে[৩০]। ফরাসী আক্রমণের ফলাফল অন্যান্য ক্ষেত্রে আর যাই হোক জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটি[৩১] এক সুদুর প্রাসারী প্রভাব ফেলে। প্রকৃত পক্ষে এ সময় থেকেই আরবী সাহিত্য রেঁনেসার শুভ সূচনা হয়। বোনপার্টি তার প্রশাসনিক ও সেনাবাহিনীর কাজের সুবিধার্থে দুটো প্রিন্টিং প্রেস আমদানী করেন যা সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের রেনেসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এর একটি Pirre Aurel এর এবং অন্যটি Joshep marcel পরিচালনাধীন ছিল[৩২]। সেই প্রেসদ্বয়ের প্রধান ভাষ্য ফরাসী হলেও আরবী অনুবাদ এবং গ্রীক ও তুর্কী ভাষা ব্যবহৃত হতো। ১৮০০ খৃ. জেনারেল ক্লেবার (Kleber) এর হত্যার বিচারের রায় উক্ত মুদ্রণযন্ত্র হতে ফরাসী, আরবী ও তুর্কী ভাষায় প্রকাশিত হয়। এ প্রেস থেকে ফরাসীরা সর্বপ্রথম দুটো প্রত্রিকা প্রকাশ করে।এক:- বারীদু মিশর (courier de L Egypt) এটি ১৭৯৮ খ্রী: ২৯ আগষ্ট হতে প্রত্যেক পাঁচদিনে প্রকাশিক হতো। এটি

---

৩০ ইয়াহইয়া আর মাজানী মধ্য প্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, পৃ ২৮৭

৩১ ইয়াহইয়া আর মাজানী মধ্য প্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, পৃ ২৮৭

৩২ John A. Haywood modern Arabic Literature, P.30 quoted by salahiddin Boustany the presass during framcn expedition in egypt, 1798, (Cairo 1954)

Dhaka University Institutional Repository

মূলত অফিশিয়াল ও সেনাবাহিনীর মুখপত্র। তবে এতে কায়রো ও প্রাদেশিক শহরের খবর প্রকাশিত হতো। এছাড়া ফরাসী আন্দোলনের মৌলিক নীতিমালা ও এতে স্থান পেত।

দুই: আল আশুর আল মিশরী - আশুর শব্দের অর্থ দশ যেহেতু সে সময় দশ দিনে সপ্তাহ হতো তাই একে আশুর নাম দেয়া হয়। মূলত এটি বিজ্ঞান বিষয়ক ও সাহিত্যিক জার্নাল। ১৭৯৮ খ্রী: নভেম্বর হতে প্রতি দশ দিন অন্তর প্রকাশিত হতে থাকে এবং দশ দশ সংখ্যা প্রকাশের পর মাসিক হিসাবে প্রকাশ পেতে থাকে। এ পত্রিকার মূল লক্ষ্য হলো ফরাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। Institutete d, Egypt এর রেকর্ড সমূহ প্রকাশ করা[৩৩]। এর বিষয় বস্তু বিজ্ঞান, কৃষি, মেডিসিন ও আর্কিওলজী ইত্যাদি। প্রবন্ধগুলো ফরাসী ভাষায় রচিত। তাই সাধারান জনমনে এগুলো তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। ফরাসীদের প্রস্তানের পর পত্রিকা দুটি বন্ধ হয়ে যায়। ক্লোবারের পরবর্তী ফরাসী কমান্ডার জেলারেল ফ্রান্কুইস দ্য

মেনোঁ (Francois de menou) ফরাসীদের প্রতি মিশরীয় জনগনের আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আত তানবীহ শীর্ষক একটি আরবী প্রত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন, কিন্তু রাজনৈতিক পরাজয়ের কারনে তা বাস্ত বায়িত হয়নি। মুদ্রণ যন্ত্র ছাড়া জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যে রেনেসাঁ সম্ভবপর ছিল না। ফরাসীগণ মিশরবাসী কে এর তীব্র প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে কিছু ধারনা দিতে সক্ষম হয়েছিল। বোনাপার্টি মিশরে মিশরীয় বিজ্ঞান একাডেমী (আল মাজমা উল ইলমীল মিশরী) প্রতিষ্ঠা করেন । সে একেডেমীর ৪টি বিভাগ এবং প্রতি বিভাগে ১২ জন করে মোট ৫৮ জন বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিলেন[৩৪]।

১. গণিত বিভাগ

---

৩৩ ড. আহমদ হাসান যায়য়্যাত তারকিল আদাবিল আরবী, চতুর্দশ সংস্করণ, (কায়রো তাঃ বিঃ) পৃ. ৪১৬

৩৪. ডঃ উমরআদ দাসূকী ফিল আদাবিল হাদীস, ১ম খন্ড, (কায়রোঃ দারুর ফিকর ১৯৭৩ খৃ), ৮ম সং, পৃ ২২

Dhaka University Institutional Repository

২.পদার্থ বিজ্ঞান ও আনুসঙ্গিক বিষয়ক বিভাগ

৩. রাজনীতি ও অর্থনীতি বিভাগ

৪. ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

উক্ত একাডেমি নোপালিয়ান বোনাপার্টির নেতৃত্বে এবং উস্তাদ মানাহ' এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো, এর প্রধান কর্মসূচী ছিল তিনটি।

১. মিশরের সভ্যতার বিকাশ সাধান এবং শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ করা ।

২. মিশরের ইতিহাস শিক্ষা সাহিত্য ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা করা।

৩. ফরাসী সরকারের কর্মসূচী ও নির্দেশনা সমূহ প্রকাশ করা।

নেপোলিয়ানের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসী পন্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণ মিশরের ইতিহাস ঐতিত্য শিক্ষা সংস্কৃতি ও প্রত্ন সম্পদ বিষয়ে ব্যাপক ভাবে গবেষণা করেন । তাঁরা ১৮০৯খৃ: হতে ১৮২৫ খৃ: পর্যন্ত গবেষণা করে ওয়াসফ মিশর (মিশর তত্ত্ব) শীর্ষক ৯ খন্ড বিশিষ্ট একটি উচ্চ গবেষণা মূলক গ্রন্থ ফ্রান্সে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি নি:সন্দেহে মিশরবাসীর জন্য বিশাল সম্পদ[৩৫]। বোনপিটির রাসায়ানিক গবেষণা একাডেমিতে পদার্থ বিজ্ঞানে এমন উচুঁ পর্যায়ের গবেষণা করা হতো যা মিশর বাসীকে হতচকিত করে। এ প্রতিষ্ঠানের বিস্ময়কর কার্যবলী মিশরীরদের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টি ভঙ্গী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে[৩৬]। তিনি ভ্যাটিক্যান হতে আরবী মুদ্রনযন্ত্র সংগ্রহ এবং সেখান থেকে সরকারী ঘোষণ পত্র, তথ্যবহুল আরবী গ্রন্থাদি, সাময়িকী জার্ণাল প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ঐতিহাসিক ইলগুড (Elgood) প্রাচ্যে ফরাসীদের অবদান মূল্যায়ণ করতে গিয়ে "বলেন ফরাসী আধিপত্য মিশরবাসী কে এমন কিছু মহা মূল্যবান জিনিস উপহার দিয়েছে যা তারা

---

[৩৫] ড: শাওকী দায়ফ আল বারুদী রাইদ পৃ ১৩

[৩৬] ড.দাসুকী,ফীল-আদাবীল হাদীস,পৃ.২২.Quoted by p.G.Elood.The transit of Egypt,(London,1928),p,45

Dhaka University Institutional Repository

কোন দিনও ভুলবেনা[৩৭]। তৎকালিন আল আজহারকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার তুলনায় ইসলামী জ্ঞান চর্চাই হতো বেশী। নেপোলিয়ান বিশিষ্ট পন্ডিত বর্গের সমন্নয়ে সেখানে একটি বিশেষ দীওয়ান গঠন করেন। সদস্য গণের মধ্যে শায়খ খলীল আল বিকরী, শায়খ আবদুল্লাহ আশ শারকাভী, শাফা মুহাম্মদ আল মাহদীও শায়খ সোলায়মান আল গুয়ূনী প্রমুখ প্রসিদ্ধ[৩৮]। উল্লেখিত সদস্য বৃন্দ মিশরে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে রেনেসাঁর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।.

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে রেনেসাঁর ক্ষেত্রে প্রাচ্যাবিদগণের গুরুত্বপূর্ণ অবদন অনস্বীকার্য। প্রাচীন সাহিত্য সম্পাদনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রণী ভূমিকা সর্বজন বিদিত। মিশরে মুদ্রণ যন্ত্র আবিস্করের ফলে অনেক মূল্যবান গ্রন্থাদি ও তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংকলন করা সম্ভপর হয়। প্রাচ্যবিদ ফ্লুগ্যাল (Flugel) দীর্ঘ পঁচিশ বছর সাধনা করে ইবনু নাদীমের আল ফিহরিস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংকলন করেন[৩৯]। অনুরূপ ভাবে এ. বেভেন (A.Baven) নাকাইদু জারীর এর উপর প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রাচ্যবিদগনের নিরলস প্রচেষ্টায় আরবী সাহিত্যে যেসব মুল্যবান পান্ডু লিপি সংগৃহীত হয় তম্মধ্যে তাবারীর তারীখ, মুবাররদের আল কামীল, বদিউজজামানের আল ওসাইল, ইবনু রুশতাহ এর আল আলাকুল নাফিসাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নিদায়াতুল আকদাম কী ইলমিল কালাম, দীওয়ানু যিররুম্মাহ আল ফুসূল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়াল নিহাল, আল মুফদালিয়াত, দীওয়ানুল হুতাইয়া, আসরারুল আদাবিয়্যাহ ইত্যাদি তাদের মূল্যবান সংকলন।

নেপোলিয়ানের নিদের্শে ফ্রান্সে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পথ সুগম হয়। উক্ত সাহিত্য অনুশীলনের কাজ মাঠব্যাপী করার জন্য ১৮২২ খ্রী প্যারিসে এশিয়

---

৩৭ জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবীল লুগাহ আরাবিয়্যাহ,৪র্থ খন্ড,(কায়রো:দারুল হিলাল,ত.বি.),পৃ.১২

৩৮ ড.দাসুকী,ফীল-আদাবীল হাদীস,পৃ.২২. Quoted by p.G.Elood.The transit of Egypt,(London,1928),p,45

৩৯ জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবীল লুগাহ আরাবিয়্যাহ,৪র্থ খন্ড,(কায়রো:দারুল হিলাল.ত.বি.),পৃ.১২৪০.

Dhaka University Institutional Repository

একাডেমী প্রতিষ্ঠান করা হয়। উক্ত একাডেমীর মুখপাত্র হিসাবে একটি করে গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করা হয়। একডেমীর মুখ্য কর্মসূচীর মধ্যে: মূল্যবান আবরী গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং আরবী গ্রন্থ অনুবাদের ব্যবস্থা 'করা অন্যতম ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে উভয় ভাষার পারদর্শী সেলভেষ্টার দ্য স্যাশির (sylvester de saay / মৃ. ১৮২৮ খৃ.)[৪০]। সমগ্র জীবন প্রাচ্য ভাষার খিদমতে বিশেষত: আরবী ভাষা শিক্ষা সংকলন এবং প্রকাশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন, তিনি ছাত্রদের সমন্বয়ে ১৮২২ খৃ.ফরাসীতে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠান করেন এবং এর মুখপত্র হিসেবে এশিয়াটিক জার্নাল প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অনেক প্রাচ্যবিদ দ্য স্যাশির মূল্যবান গ্রন্থের অনুকরণ করেন।

তাদের মধ্যে স্যাভিলট (মৃ.১৩৮২ খৃ.) ও মুইস (মৃ.১৮৭৫খৃ.) অন্যতম। তাঁরা আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখেন। মুইস (মৃ.১৮৭৫ খৃ.) তারীখু আরব ওয়া আদাবুহম (২খন্ডে সমাপ্ত)সহ অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। আরবী সাহিত্য সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে দ্য পারসেভাল (De perseval al 1834) এর গ্রন্থ সমূহ অসাধারণ বৈশিষ্ট মন্ডিত। তাঁর গ্রন্থ সমূহের মধ্যে العرب قبل الاسلام..... বিশেষভাবে গুরুত্বের দাবী রাখে।

জার্মানী পন্ডিত ফ্রে তাগ (Fretag.d.186) আরবী সাহিত্যের অনেক গ্রন্থ জার্মান ল্যাটিন ও আরবী ভাষার প্রকাশ করেন। এড়াছা কোস গার্টেন (Kosegarten) ওয়েফকী (Woepekeed d.1834), ওয়াইল (will, d.1889), ভনক্রেমার (vonkremer d.1889) প্রমুখ প্রাচ্যবিদ সাহিত্যে রেনেসাঁর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

---

৪০ জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবীল লুগাহ আরাবিয়্যাহ,৪র্থ খন্ড,(কায়রো:দারুল হিলাল.ত.বি.),পৃ.১২৪০.

Dhaka University Institutional Repository

আরবী সাহিত্যে রেনাসাঁয় লেবাননের একটি বিরাট অবদান রয়েছে। লেবাননের কবি সাহিত্যিক গণের ক্লাসিকালে ও মর্ডান আরবী সাহিত্যের সমন্বয়ে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেন। শায়েখ নাসিফ আল শিদইয়াক তাদের অন্যতম[৪১]। বুতরুস আল বুস্তানী আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে জারমানুস ফার হাতের বিখ্যাত গ্রন্থ বাহছুল মুতালিব এর ভাষ্য মিছবাহুত তালিব এবং মুহীতুল মুহাত অভিধান গ্রন্থ দীওয়ানুল মুতানাব্বী ভাষা গ্রন্থ এবং দাইরাতুল মা আরিফ আল ইসলামিয়্যাহ শীর্ষক আরব বিশ্বকোষ সংকলন করেন। উস্তাদ ইস্কান্দার আগার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবু নিহায়াতিল ইরক ফী আখবারিল আরব লেবাননে আরবী সাহিত্যের অগ্রগতির পথ তরান্বিত করে। এছাড়া লুইস শায়াখ (মৃ ১৯২৮ খ্রী.) ইব্রাহীম আল আহদার (মৃ. ১৮৯১খ্রী.) ইব্রাহীম আল ইয়াজিযী (মৃ. ১৮০৬খ্রী) ও খলীল আল ইয়াজিযী (মৃ ১৮৮৯ খ্রী) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুফতী মুহাম্মদ আব্দুহু (১৯০৫) এর সংস্কারবাদী আন্দোলনের বিশেষ কর্মী ও তাঁর একান্ত অনুগত ছাত্র আহমদ যাকী পাশা (মৃ ১৯৩৪ খ্রী) সিরিয়ার সাহিত্যে রেনেসাঁর এক প্রাতস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রী আহমদ হাশমত পাশা এর সময় ইস্তাম্বুলে মাজলিসুন নায্যার গঠন করে। সিরিয়ায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সাকীব আর সালান (মৃ ১৯৪৫ খ্রী) ও মুহাম্মদ কুরদ আলী (মৃ ১৯৫৬ খ্রী.) এর অবদান ব্যাপক। সাকীব গদ্য সাহিত্যে রচনার ক্ষেত্রে ইবনু মুকাফফা ইবনু ইসহাক ও আস সাবীর অনুকরণ করার চেষ্টা করেন । এছাড়া প্রাচ্য বিদগণের প্রভাবে প্রভাবান্বিতদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন! তাহির আল জায়াইরী (মৃ ১৯২০ খ্রী.) জাবির দাওমিত (মৃ ১৯৩০ খ্রী) রশীদ শারতুনী (মৃ. ১৯০৭ খৃ) আহমদ ইস্কান্দারী (মৃঃ ১৯৩৮খ্রী) মুহাম্মদ রাগীব তাব্বাগ (মৃ.১৯৫০ খৃ) আলী আল জারিম (মৃ ১৯১০ খৃ) আহমদ শামিহ খালিদি (মৃ ১৯৫০ খৃ), আহমদ তৈমুর (মৃ. ১৯৩৩ খৃ) ও জুরজী যায়দান (মৃ ১৯১০ খৃ) প্রমুখ।

৪১.ড.মুহাম্মদ আল কাওমী,আসমুরা বাদনাল কাদীম ওয়াল জাদীদ,পৃ.২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি সল্প কালিন শাসনামল মিশরে সামরিক দিক থেকে ফলকাম না হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে পূর্ণ সফল কাম হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

মুহাম্মদ আলী পাশা ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান প্রবর্তন:

নেপেলিয়ান বোনাপার্টির পরাজয়ের পর ১৮০৫ খৃ. মহাম্মদ আলী মিশরের পাশা নিযুক্ত হন, এবং ১৮৪৮ খৃ. পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে একটি আধুনিক মিশরের গোড়াপত্তন করেন। নেপেলিয়ান পাশ্চাত্য শিল্প সাহিত্যে ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের ঘুমন্ত জাতিকে সজাগ করার যে প্রেরণা দান করেন তারই সূত্র ধরে মুহাম্মদত আলী পাশা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ট পোষকতার মাধ্যমে মিশরে এক ব্যাপক রেঁনেসার জন্ম দেন।

শাসন ক্ষমতাকে স্থায়ী ও শক্তি শালী করার জন্য তাঁর একটি আধুনিক ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রয়োজন ছিল। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মিশরে সামরিক স্কুল প্রতিষ্ঠান করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। সুতরাং ১৮৪৫ খৃ. তিনি ইবনু আইনী ভবনে একটি সামরিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন[৪২]। প্রাথমিক পর্যায়ে এ স্কুলের সব ছাত্র ছিল প্রবাসী এবং অধিকাংশ শিক্ষক ফ্রান্সের অধিবাসী। সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী ও আধুনিক সাজে সজিজত করার মানসে মুহাম্মদ আলী ১৮১৩ খৃ মামলুক যুবকদের একটি দল সামরিক বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জানের উদ্দেশ্যে ইতালী পাঠান[৪৩]। ১৮১৮ খৃ ম্যাকানিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ানিং বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য অপর একটি দল ইংল্যান্ড পাঠান।

---

[৪২] ড. উমর আদ দাসূবকী, ফিল আদাবিল হাদীস, পৃ.২৬ যয়দানের মতে উক্ত স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় ১৮১৫ খৃ. প্রথম বছর সেখানে ৫০০ জন ছাত্র ভর্তি হয়। জুরজী যায়দান, তারীখ, ৪র্থ খন্ড, পৃ.২০

[৪৩] ড. উমর আদ দাসূবকী, ফিল আদাবিল হাদীস, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

১৮২৬ খৃ তিনি আবু যারলে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন। বিশেষত সামরিক অফিসার ও সেনা বাহিনীর উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং সাধারণ ভাবে সকলের উন্নত মানের চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এবং সদ্য উর্ত্তীন ডাক্তারদের প্রাকটিসের জন্য এ কলেজ সংলগ্ন একটি অত্যাধুনিক হাসপতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডঃ কুলুত বে এর সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সহযোগিতায় উক্ত কলেজ প্ররিচালিত হয়। দেশীও বিদেশী উভয় প্রকারের ছাত্র নিয়ে এ কলেজ চলছিল।আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্ররা উক্ত কলেজে ভর্তি হবার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ লাভ করব। মুহাম্মদ আলী পাশার সেনাবাহিনী পরিচালনা, সামরিক হাসপাতালের চিকিৎসা এবং ঔষধ ম্যানুফেক্সারের জন্য মিশরে প্রচুর ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের আগমন ঘটে। তাঁদের মধ্যে ইতালীর ১০৫,ফ্রান্সের ৩২, ইংল্যান্ডের ৬. জার্মানের ৫, স্পেনের ২ জন সহ সর্বমোট ১৫৪ জন বিশেষজ্ঞ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মেডিকেল কলেজ চিকিৎসার মান উন্নয়ন কল্পে একটি সাধারণ স্বাস্থ্য পরিষদ গঠন করেন[৪৪]। প্রবাসী বিশেষ জ্ঞদের একটি বিশেষ হারে সম্মানী প্রদান করা হতে।

উক্ত মেডিকেল সার্ভিসে ফরাসীদের একচেটিরা প্রাধান্য ছিল। এর কোর্স সমাপন করতে ছাত্রদের পাঁচ বছর সময় লাগত। ছাত্রদের নির্দিষ্ট ইউনিফরম, স্কলারশীফ, খাওয়া- দাওয়া ইত্যাদির যাবতীয় খরচ বহন করত খেদীভের সরকার এবং এ সবই কড়াকড়ি সামরিক আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। তাদের প্রথম বর্ষের ছাত্রদের বৃত্তির হার ১০ ফ্রাঙ্ক, ২য় বর্ষের হার ১২.৫ ফ্রাঙ্ক, এবং এ হারে পারবর্তী বছর গুলোতে নির্ধারিত ছিল।

৪৪ Robert G.London.The Emerghence of Modern Middle Est.(New york.1970).page.51

Dhaka University Institutional Repository

কলেজের প্রফেরদের বার্ষিক বেতন ৫,০০০ ফ্রাঙ্ক। উক্ত মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ১০ বছরের মধ্যেই ৪২০ জন মেডিকেল অফিসার পদাতিক বাহিনীতে ও নেভা ফোর্সে মেজর সহকারী মেজর ও সাহকারী মেজরের নিম্ন পদে যোগদান করেন।

উল্লেখ্য আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নি:সন্দেহে মেডিকেল কলেজের একটি বিরাট প্রভাব পড়েছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিত্য নতুন পরিভাষা ও বিভিন্ন টার্মসের আরবী অনুবাদ এবং বিভিন্ন গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করার ফলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে সমৃদ্ধশালী হয়। এ্যানাটমী, ফিজিওলজী, সার্জিক্যাল প্যাথলজী, ফিজিক্স, বোটানী, টক্সিকলজী, হাইজাইন, মেটিরিয়া মেতিকাসহ অনেক গ্রন্থের অনুবাদ কর্ম এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যোগ্য প্রবাসী শিক্ষক মন্ডলীর ভাষা হৃদয়ংগম করতে দেশী ছাত্রদের খুবই হচ্ছিল । সে কারনে তাদের বক্তব্যের সময় একজন দোভাষী অনুবাদক নির্ধারণ করা হতো। তারা অসাধারণ ফরাসী ইংরেজী ও জার্মান ভাষার সব বক্তৃতা অথবা ভাষা অনুবাদ করতেন । এ অনুবাদের ক্ষেত্রে সিরিয়া, মরক্কো ও আর্মেনীয় বিশেষজ্ঞ গণ ছিল প্রসিদ্ধ।

মুহম্মদ আলী শিক্ষা ও সাংস্কৃতির উন্নয়ন কল্পে বেশ কিছু অত্যাধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

১. সামরিক কুজকাওয়াজ স্কুল	প্রতিষ্ঠান কাল	১৮২৪ খৃ
২. যুদ্ধ প্রস্তুতি স্কুল	”	১৮২৫ খৃ
৩. মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতাল	”	১৮২৯ খৃ
৪. পদার্থ বিজ্ঞান স্কুল	”	১৮২৯ খৃ
৫. পদাতিক বাহিনী স্কুল	”	১৮৩১ খৃ
৬. ঘোড় সাওয়ার বাহিনী স্কুল	”	১৮৩১ খৃ
৭. নৌবাহিনী স্কুল	”	১৮৩১ খৃ
৮. পশু চিকিৎসা স্কুল	”	১৮৩১ খৃ
৯. প্রকৌশল স্কুল	”	১৮৩৪ খৃ
১০. এগ্রিক্যালচার স্কুল	”	১৮৩৭ খৃ
১১. মাতৃসদন স্কুল	”	১৮৩৭ খৃ

Dhaka University Institutional Repository

১২.	লোক প্রশাসন ও গণিত স্কুল	"	১৮৩৭ খৃ
১৩.	ভাষা ও অনুবাদ স্কুল	"	১৮৩৭ খৃ
১৪.	শিল্প কলা স্কুল	"	১৮৩৯ খৃ

এ সব আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ শিক্ষক আমদানী করা হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে বুঝা যায় যে স্বদেশী বিশেষজ্ঞ ছাড়া জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রেঁনেসার উন্মেষ আদৌ সম্ভব পর নয়। সেজন্য তিনি মেধাবী ছাত্রদের বিষয় ভিত্তিক উচ্চ শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে তাদের বৃত্তি দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এজন্য ১৮১৬ সালে মোট জন ৪৪ জন ছাত্র ফরাসী পামনো হয়। তারা আইন, সামারিক বিদ্যা, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিদ্যা, মনো বিজ্ঞান বিদ্যা, পদার্থ প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসা, মেডিকেল ও প্রকাশনা শিল্পে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের চেষ্টা করেন। বিশিষ্ট সাহিত্যেক ও ভাষাবিদ শায়েখ রেফাআহ বেক আত তাহ তাভী (মৃ ১৮৭৩ খৃ) এর নেতৃত্বে এদের পঠানো হয়[৪৫]। ১৮৩২ সালে আরেকটি মেডিক্যাল টিম বিদেশে পাঠানো হয়। ১৮৪৪ সালে খেদিভ অন্য একটি ডেপুটেশন বিদেশ পাঠান, যাঁদের মধ্যে ৫ জন ছিলেন খেদীভ পরিবার ভূক্ত । স্বয়ং খেদীভ ইসমাইল পাশা তাদের দলভূক্ত ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে খেদীভ মুহাম্মদ আলী পাশা প্যারিসে একটি স্কুল চালু করার ব্যবস্থা করেন। আলী মুবারক পাশা হাসান আফলাতুল পাশা, মুহাম্মদ আরিফ পাশা ও মুহাম্মদ শরীফ পাশা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম । এভাবে খেদীভ মুহাম্মদ আলী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য মোট ১৫ টি ডেপুটেশন বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন । ঐ সকল প্রবাসী কৃতি ছাত্র বৃন্দ শিক্ষা সমাপন করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক ব্যাপকত রেঁনেসার উন্মেষ সাধিত হয়। তাদের মাধ্যমে মূল্যবান গ্রন্থের আরবী অনুবাদ ,গবেষণা কর্ম পরিচালনা পত্র -পত্রিকা সম্পাদনা এবং

[৪৫] ড. উমর আদ দাসূকী, ফিল আদাবিল হাদীস, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

নতুন নতুন পরিভাষা কোষ, বিশ্বকোষ ও আধুনিক ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করার ক্ষেত্রে ব্যাপক খিদমত গ্রহণ করার সুযোগ আসে।

১৮৩৬ খ্রী: মিশরে প্রশাসন ও ভাষা স্কুল উদ্ভোধন করা হয়। রেফা বেক আত তাহ তাভী উক্ত ইনিষ্টিটিউটের পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি প্রাচ্যবিদ ও বিখ্যাত গবেষক দ্যা স্যাসি (মৃ ১৮৩৮ খৃ:) ও বেরসেকাল (মৃ ১৮৫৩ খৃ:) এর সাহায্য লাভ করেন, এবং বিশিষ্ট দার্শনিক ও সাহিত্যেক ভলটেয়ার,রুশো,মন্টেস্কু,ও রাসেনের দর্শন ও সাহিত্যে প্রভাবিত হন। তিনি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল্যবান গ্রন্থ সমূহ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৪১ সালে তিনি একটি অনুবাস বিভাগ প্রতিষ্ঠান করেন । এটা আরবী ভাষার আধুনিক অন্দোলনের ক্ষেত্রে এক গুরু পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে প্রথমত: প্রযুক্তির হাত ও মিলিটাব্য বিষয়ক গ্রন্থ পনঞ্জী অনুবাদের মূল্যবাদ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। অত:পর ক্রমান্বয়ে সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি ও অনুদিত হয়। বলা বাহুল্য এখানে প্রয় দুই হাজারের অধিক ইউরোপীর মুহামূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় অনুদিত হয়।

ফরাসী সেনাপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আল মাতবা আত্বুল আহলিয়া" মুদ্রণ যন্ত্রটি মিশর হতে প্রস্থানের সময় সঙ্গে নিয়ে যান। অত:পর মুহাম্মদ আলী পাশা এর পরিবর্তে "আল মাতবা আতুল মিসরিয়্যাহ " প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মুদ্রণ যন্ত্রে সরকারী মুখপাত্র "আল ওকায়ে আল মিসরিয়্যাহ" প্রত্রিকা ও বহুমূল্যবান আরবী পান্ডুলিপি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত প্রত্রিকার সম্পাদক ও কলামিষ্ট ছিলেন তৎকালীন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক মন্ডলি আত তানবীহ পত্রিকার সম্পাদক ইসমাইল আল খুশশাবের বন্ধু শায়খ আল আওার শায়খ হাসান কুয়াইদর (মৃ ১৭৮৯ খৃ), সায়্যিদ আলী দর ভীশ (মৃ ১৮৫৩ খৃ.), বুতরুস কারামাহ (মৃ ১৮৪১ খৃ),

Dhaka University Institutional Repository

নাসিক আল ইয়াযিজী (জন্ম ১৮০০খৃ) প্রমুখ[৪৬]। একথা সন্দেহাতীত ভাবে সত্য যে, মুহাম্মদ আলী পাশার সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছরের শাসনামলে (১৮০৫-১৮৪৯ খৃ.) আধুনিক মিশরের গোড়া পত্তন করে। একটি দক্ষ ও অত্যাধুনিক সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। শাসন তান্ত্রিক ও শিক্ষা দীক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে তিনি মিসরকে একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তবে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর সেচ্চাচারিতা ও নিপীড়ন জনজীনকে বিপন্ন করে তোলে । তাঁর নতুন ভুমি রজস্ব নীতি ও অধিক করারোপের কারণে সাধারণ কৃষক শ্রেণী সংকীর্ণতার মাঝে নিপতিত হয়। ভাস্কোদাগামা কর্তক প্রাচ্য প্রতিচ্যের মধ্যকার জলপথ আবিস্কৃত হওয়ার ফলে মিশরের সঙ্গে প্রতিচ্যের স্থল পথ বন্দ হয়েছিল।মুহাম্মদ আলী পাশা কায়রো-সুয়েজ- আলেকজান্দ্রিয়ার পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপেনের উদ্দেশ্য উষ্ট্র পরিবহন চালু কারন।

ড: উমর আদ দাসুকীর মতে" মুহাম্মদ আলীর আধুনিক রাষ্ট্রের চুড়ান্ত লক্ষ্য ছিল একটি অত্যাধুনিক সামরিক বাহিনী গঠন করা, যার দ্বারা তিনি স্বাধীন শাসকের মর্যাদা লাভ করতে চান। দেশের সাধারণ জনগনের অবস্থার উন্নয়নের দিকে তাঁর তেমন দৃষ্টি ছিলোনা। তিনি তাদের দারিদ্র বিমোচন, রোগের চিকিৎসা, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং সার্বিক দু:খ দূর্দশা লাঘবের দিকে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেননি। তিনি মিশর হতে মামলূক আধিপত্য নেতাদের নির্মমভাবে হত্যা করেন[৪৭]।

তবে তিনি মিশরে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের প্রবর্তনের মাধ্যমে এক ব্যাপক রেঁনেসার পথ সুগম করেন। ১৮১৯ খৃ. আলোকজান্দ্রিয়া কায়রো সংযোগকারী মাহমুদীয়া খাল খনন করেন। ১৮৩৭ খ্রী বোম্বে সুয়েজ বাষ্পীয় পোট সার্ভিস চালুর মাধ্যমে তিনি পারস্পারিক বাণিজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করেন।

---

৪৬ জুরজী যায়দান, তারীখ, ৪র্থ খন্ড, পৃ.৪৬-৪৭

৪৭ ড. উমর আদ দাসূবকী, ফিল আদাবিল হাদীস, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

তার সময়ে কায়রো বাঁধ নির্মিত হয় । ১৮৩৭ খৃ. স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, সামরিক, বাণিজ্য ও অর্থ মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করেন । এ ভাবে তিনি পাশ্চাত্য ভাব ধারায় একটি অধুনিক ও প্রগতিশীল মিশর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রচেষ্টা চালান[৪৮] ।

মুহাম্মদ আলী পাশার এ সংস্কার মূখী আন্দোলনের জোয়ার সিরিয়া। লেবানন সহ গোটা আরব বিশ্বে দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। লেবাননে আমীর বশীর শিহাবী তাঁর মত রেঁনেসার পথে যাত্রা শুরু করেন। আমেরিকা ও ফরাসী হতে আগত খ্রীষ্টান ধর্ম জাযকগণের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন ও মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তারা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা জার্নাল, সাময়িকি প্রকাশ ও নাট্য গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন[৪৯]। মুহাম্মদ আলী পাশার উত্তর সূরী আব্বাস (১৮৪৬-৫৪ খৃ) ও সাঈদ (১৮৫৪-৬০ খৃ) পাশার শাসানমলে মিশরে শিক্ষা সাংস্কৃতির উন্নতি চরম ভাবে বিঘ্নিত হয়। পূর্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ তালাবন্ধ করা হয়, এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে ছাত্রদের বিদেশ পাঠানো বন্ধ করে দেয়া হয়[৫০] ।

খেদীভ ইসমাইল ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা

১৮৬৩ খৃঃ ইসমাইল মিশরের পাশা নিযুক্ত হন। তার শাসানামলে মিশরের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা যাই থাকুক না কেন ,এ সময় শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ধারনের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ কথা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত সত্য। শিক্ষা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রথম আব্বাস ও সাইদে কর্তৃক দীর্ঘ স্থবিরতার পর তিনি পুনরায় মুহাম্মদ আলীর লাগানো বীজের পূর্ণ পরিচর্যা শুরু করেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এর চারু গুলো বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে

৪৮ মুসা আরসারী, মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা, পৃ. ৩৭-৩৮
৪৯ মাসা আরসারী, মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা, পৃ. ৩৭-৩৮
৫০ M.M Badawi, A critical introduction to Modern Arabic poetry, page. 10-11

Dhaka University Institutional Repository

ফুলে ফলে সুশোভি হয় । ইসমাইলের শাসনামলে আধুনিক মিশরের ইতিহাসে এক ওরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচিত হয় । এ সময় মিশরীয় সমাজে এক নতুন গতিবেগের সৃষ্টি হয়। ইসমাইল একজন প্রাচ্য পন্থী ও উচ্চাভিলাসী শাসক ছিলেন। তিনি মিসরকে ইউরোপের সম্মানে উন্নতি করার সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে উচ্চ শিক্ষার দ্বার প্রসারিত ও সকলের জন্য অবারিত হয়। খেদীভ ইসমাইল আইন কলেজ প্রতিষ্ঠান করেন। বিজ্ঞান আইনজ্ঞদের মূল্যবান বক্তব্য : প্রবন্ধমালা ও বিভিন্ন আইন পরিভাষা আরবী ভাষার ভাষান্তরীত করার কারণে আরবী ভাষা সমৃদ্ধশালী হয়। ১৮৭১ খৃ আলী মুরাবকের পরামর্শে মিশরে দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করার পর আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলনের পথ উম্মুক্ত হয়। মুহাম্মদ আলী পাশার সময়ে বিভিন্ন অত্যাধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলে ও ছাত্র শিক্ষকগণের সহায়ক গ্রন্থের দৈন্যতা ছিল। দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার পর সেখানে ভাষাবিদ সাহিত্যিক ও শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হয়। ১৮৭৩ খৃ: খেদীভ সর্ব প্রথম মিশরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন । উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বর্ষে ছাত্রী সংখ্যা চারশতে পৌঁছোয়। ছাত্রীরা অত্যান্ত দক্ষাতার সাথে আল কুরআন হিফয করা সহ অন্যান্য বিষয়ে গভীর আগ্রহের সাথে লেখাপড়া চালাতে থাকে। আতপর সল্প সময়ের মধ্যেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ মহিলাদের পদচারণায় জমজমাট হয়ে উঠে। মিশরে মহিলা শিক্ষার অগ্রগতির ফলে সামজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রেঁনেসা আন্দোলন তরান্বিত হয় ।

খেদীভ ইসমাইল শিল্প ও কারিগরি স্কুল, হিসাব বিজ্ঞান স্কুল, কৃষি এবং অন্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মদ আলী পাশার পদাংক অনুসরণ করে। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল ও সামরিক বিষয়ক স্কুল সমূহ পুন:স্থাপন করেন । তার প্রচেষ্টায় শিক্ষা শুরুমাত্র চাকুরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে জাতীয় উন্নতি সাহিত্য সাংস্কৃতির উৎকর্ষের মাধ্যম হিসেবে জাতির কাছে মূল্যায়িত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। তিনি নাযযারতুল মা'আরিফ (শিক্ষা পরিদর্শন পরিদপ্তর) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন । এক্ষেত্রে সামরিক স্কুল পরিদর্শন পরিদপ্তর ও বেসামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পবিদপ্তর কে আলাদা করা হয়[৫১]। এ ভাবে খেদীভ ইসমাইল পাশার শাসনামলের দশ বছরের মধ্যে মিশরের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠার কাজ হাতে নেয়া হয় , এবং অতি আল্পদিনের মধ্যেই এর সংখ্যা দাঁড়ায় কয়ক হাজারে আর ছাত্র সংখ্যা লক্ষাধিকে পৌছায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে রাসূত তীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (১৮৬২ খৃ) আল খেদীভিয়্যাহ মাধ্যমিক (১৮৬৮ খৃ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দারুল উলুম বূলাকে আট স্কুল, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ভাষা ইনিষ্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান মিশরের শিক্ষা দীক্ষায় রেনেসাঁর সৃষ্টি করে। সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে দারুল উলুমের গুরুত্ব অপারিসীম । এ প্রতিষ্ঠান থেকে মূল্যবান গ্রন্থ সমূহ প্রকাশিত হয় এবং এর মাধ্যমে বিশিষ্ট লেখার প্রকাশক ও সংকলকদের বিশেষ সহায়তা দান করা হয়। মিসর তথা আরব বিশ্বের মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সমূহ প্রকাশ করে কিংবা গ্রন্থ সমূহ ক্রয় করে এখানে সংরক্ষণ করা হয়। ইসমাইলের শাসনামলে শিক্ষা সাহিত্যে ও রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে তবে বিভিন্ন একাডেমী, সংস্থা ও ফাউন্ডেশন, যা রেঁনেসার উন্মেষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে ।

উক্ত খোদীভের শাসনামলে এ ধরনের অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান একাডেমী গড়ে উঠে। বিশিষ্ট সংস্কারক শায়খ জামালউদ্দীন আল আফগানীর সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা থেকেই এ ধরনের একাডেমী প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা হয়। একথা স্বীকার করা যায় না যে পাশ্চত্য বিষয়ক গবেষণার মূল অনুপ্রেরণা যোগানোর ক্ষেত্রে এ সব প্রতিধ্বানি অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। নেপেলিয়ান

---

[৫১] M.M Badawi, A critical introduction ,12

Dhaka University Institutional Repository

বোনাপার্টির বিজ্ঞান একাডেমী (আল মাজমাউল ইলমী) এর প্রভাবে মজলিসুল আরিফ আল মিসরী গড়ে উঠে । প্রাচ্য বিদ দ্য স্যাসির প্রভাবে রিফা বেক আততাহতাভী সাহিত্য সামগ্রী সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আন্‌জাম দেন। খেদীভ ইসমাইলের সময়ে প্রতিষ্ঠিত একাডেমী সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১) জমইয়্যতুল মা'আরিফ (শিক্ষা একাডেমী)

এটি ১৮৬৮ খৃ প্রতিষ্ঠিত হয় । এটি মিশরের প্রথম শিক্ষা একাডেমী, অনুবাদ, প্রকাশনা ও গ্রন্থ সংকলনের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তাপরিসীম। ৭৬০ জন বিশিষ্ট পন্ডিত ও সাহিত্যেক একাডেমির সদস্য ছিল। তাঁদের মধ্যে ইব্রাহীম আল মুওয়ায় লিহী, আহমদ ফারিস আশ-শিদ ইয়াক, শায়খ হাসূনাহ আল-নবাবী, ড: মুহাম্মদ শাফিঈ শায়খ বাদরাভী আশুর প্রমুখ অন্যতম। এখানে যেসব পান্ডুলিপি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো ইবনুল আছীরের উসদুল গাবাহ ফীমারিফাতিস সাহাবা, (৫ম খন্ডে সমাপ্ত), তাজুল উরুস (জাওয়াহিরুর কামূস এর ভাষ্য), ইবনুল তয়ার্দীর তারীখ, ইবনু খাফাজাহের দীওয়ান, ইবনুল এর মুতায দীওয়ান, আল জাহিযের আল বয়ান ওয়াততাবইন,শায়খ খালিদের শারহুল মুরদাহ, বদীউজ্জামান আল হামদানীর আর-রাসাইল ইত্যাদি।

২. জমইয়্যতুজ জুগরাফিয়্যাহ (ভূগোল একাডেমী)

এটি ১৮৭৮ খৃ: আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। খেদীভ ইসমাইলের সময়ে মিশরে আরো কয়েকটি একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলো তৎকালীন রাজনীতির সঙ্গে ও জড়িত ছিল । এতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল।

ক) জামাইয়্যাতুল আদাব (সাহিত্য একাডেমী)

খ) আল জম ইয়্যাতুশ শারকিয়্যাহ (প্রাচ্যীয় একাডেমী)

গ) জমইয়্যাতু মিসর আল ফাতাত।

Dhaka University Institutional Repository

৩. জম ইয়্যাতুশ শাবাব

উবারীর আন্দোলনের কিছু পূর্বে এ একাডেমী আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রকাশিত হয়।

ইসমাইল পাশার সময়ে মদ্রণ যন্ত্রের গুনগত মান অনেকাংশে উন্নতি লাভ করে।আল মাতবা আল মিশরিয়্যাহ এর পাশাপাশি অনেক উন্নতমানের মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭১ খৃ মিসরে উন্নতমানের কাগজ তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে মুদ্রণ শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়।এসময়ে মিসরে উৎপাদিত কাগজের মান ইউরোপ হতে আমদানীকৃত কাগজকে হার মানিয়ে দেয়। জামইয়্যাতু মা'আরিফ ছাপাখানা আল আহলিয়্যাহ, রাত্তদাতুননীল ছাপাখানা এবং আলেকজান্দ্রিয়ার আল ওয়াতানিয়্যাহ ছাপাখানা, আধুনিক বিজ্ঞান, সাহিত্যে ও অন্যান্য বিষয়ের মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। উল্লেখিত ছাপাখানা সমূহ থেকে আরবী ভাষা সাহিত্য ও উলূম বিষয়ে নিম্ন লিখিত গ্রন্থ সমূহ প্রকাশিত হয়। অবুল ফারাজ আল ইস্ফাহানী এর কিতাবুল আগানী, ইবনু খালদূন এর তারীখ এবং আল মুকাদ্দিমাহ, ইবনু আবদি রাবিবহ এর আল ইকদুল ফারীদ, আস-সাআলবী এর ফিকহুল ল্যুগাহ, গাজ্জালী এর এহইয়া উল উলূমুদ্দীন, ইবনে সীনা এর আল-আসালুস সাইর, আল কুস্তালানী (সহীহ বুখারীর ব্যাখ্য গ্রন্থ),হায়তুল হায়ওয়ান, নাফহত তীব, তাযকিরাতু দাউদ এবং ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রায়ী এর তাফসীর ইত্যাদি গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য।

একটি জাতীর জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সাংস্কৃতির চর্চা এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে সংবাদ পত্রের ভূমিকা নি:সন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ । মূলত সংবাদ পত্র এমন একটি গতিশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চার দেওয়ালের মধ্যে সীমবদ্ধ থাকা যার স্বাভাব পরিপন্থী। বলা বাহুল্য সংবাদপত্রের মাধ্যমে আরবী ভাষা প্রাচীন দূর্বোধ্যতা, জটিলতা ও বন্ধ্যাত্ব হতে মুক্ত হয়ে গতিশীল, সাবলিল ও আধুনিক শব্দ সম্ভারে সুশোভিত হয়। মুহাম্মদ আলী পাশার যুগে আল-ওয়াকায়ে আল মিসরিয়্যাহ নামক একটি মাত্র সংবাদ পত্রের

Dhaka University Institutional Repository

সন্ধান পাওয়া যায়। যার সংবাদ রাষ্ট্রীয় বিষয়ের বাইরে কখনোই যেতে পারেনি এবং যার ভাষা ছিল প্রচীন ও দুর্বোধ্য। কিন্তু খেদীভ ইসমাইল পাশার আমলে এক্ষেত্রে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়, এবং দিগন্ত বিস্তৃত হয়। যার বিস্তারিত আমরা ৩য় অধ্যায়ে অলোচনা করব।

খেদীভ তাওফীক পাশা ও ইংরেজ আধিপত্য

১৮৭৯ খৃ: ২৬ জুন তাওফীক পাশা মিসরের খেদীভ নিযুক্ত হন। এ সময় হতে ১৮৮২ খৃ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় মিসরের ইতিহাসে একটিম ক্লান্তিকাল ছিল। এ সময়কে মিসরীর জাতীয়তা বাদের উষাকাল এবং ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের সময় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। খেদীভ তাওফীক ক্ষমতায় আরোহনের পর মিসরে পুনরায় দ্বৈত শাসন পাকা পোক্ত হয়। বিদেশী কন্ট্রোলারদের মিসরীর মন্ত্রী সভায় প্রবেশাধিকার দেয়া হয়। তারা সেখানে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারলে ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার এবং নিজেদের প্রস্তাব পেশ করার জন্য জনপ্রিয় নেতা শরীফ পাশাকে আমন্ত্রন জানাননি[৫২]। শরীফ এ সময় জন প্রতিনিধিত্ব মূলক খসড়া শাসনতন্ত্র তৈরী করে খেদীভের চুড়ান্ত অনুমোদন কামনা করেন। কিন্তু খেদীভ তা প্রত্যাখ্যান করলে শরীফ স্বীয় দায়িত্ব হতে পদত্যাগ করেন। অতপর খেদীভ তাওফীক নিজেই একটি মন্ত্রী সভা গঠন করেন। উক্ত মন্ত্রি পরিষদে আল বারুদী কে ওয়াকফ ও শিক্ষামন্ত্রী মনোনীত করেন[৫৩]। অত: পর ১৮৭৯ খৃ. ৯ ই সেপ্টেম্বর রিয়াদ পাশা সরকারের প্রধান নিযুক্ত হন। রিয়াদ গঠিত মন্ত্রী সভায় বারুদীকে পুনরায় ওয়াকফ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। বিদেশীদের স্বার্থ সংরক্ষণ মিসরীয় সৈন্যদের অধিকার হরণ এবং জনগণের ওপর স্বৈরশাসন প্রবর্তনের কারণে সর্বমহল থেকে

---

৫২ ড. শওকী দায়ফ, আল বারুদী রাইদ,পৃ.৬৬
৫৩ প্রাগুক্ত,পৃ.৭০

Dhaka University Institutional Repository

রিয়াদ সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে আরম্ভ করে। স্মার্তব্য যে এ সময়ে মিসরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। ধর্ম সংস্কার ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

২। শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন

৩। সামরিক আন্দোলন

ধর্ম সংস্কার ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন মূলত জামালুদ্দীন আল-আফগানী ও মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু পরিচালিত হয়। বিশ্ববিখ্যত মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথমত এ আন্দোলনের সূত্র পাত হয়। আল আফগানী মিসরে দীর্ঘ আট বছর অবস্থান করে ছাত্র সমাজকে ইউরোপীয় শক্তি বর্গের শাসন শোষণ ও তাদের ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ১৮৭৯ খৃ. ইঙ্গো ফরাসী শক্তি দ্বয় আল আফগানী কে মিশরের বিপদ জনক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী নেতা হিসাবে চিহ্নিত করে তাকে দেশ হতে বাহিস্কারের জন্য খেদীভ তাওফীক কে বাধ্য করে। খেদীভ তাকে প্যারিসে নির্বাসন দেওয়ার নির্দেশ জারী করেন। অত:পর মিসরের গ্রান্ড মুফতী শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু ও নব্য সিরীয় বিপ্লবেব নেতা আদীব ইসহাক উক্ত সংস্কারবাদ আন্দোলন করতে থাকেন। আবদুহু আল উম্মাহ দল গঠন করে এর অনুসারীদের জাতিয়তাবাদী ও সংস্কার বদী মনোভাবে উদ্ধুদ্ধ করেন। আবদুহু প্যারিসে নির্বাসন দেয়া হলে তার অবর্তমানে আন্দোলন অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে[৫৪]। শাসন তান্ত্রিক আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা ও মন্ত্রী শরীফ পাশা কর্তৃক পরিচালিত হয়। তিনি গণপ্রতিধিত্ব কারী একটি সংবিধানের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার স্বপ্ন দেখেন, যেখানে জনগনের সক্রিয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে এবং শুরার ভিত্তিতে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। শরীফ পাশা মিসরে ইঙ্গো ফরাসী প্রভাবের তীব্র বিরোধীতা করেন এবং মিসরে তাদের ক্ষমতা লোপ করে পূর্ণাঙ্গ শায়ত্বশাসন কামনা

---

৫৪ ইয়াহইয় আরমাজানী, মধ্য প্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, পৃ.৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

করেন। উক্ত শাসন তান্ত্রিক আন্দোলন পশ্চিমা শক্তি বর্গের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় তারা শরীফের কর্মসূচীকে ভীষণভাবে পছন্দ করে। খেদীভ তাওফীক আন্দোলন কারীদের অনুগত করার লক্ষ্যে শরীফ পাশা কে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। শরীফ মন্ত্রীত্ব লাভ করেই খেদীভের নিকট তার দীর্ঘ দিনের স্বপ্নের খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। কিন্তু খেদীভ ফরাসীদের চাপে তা বাতিল করে দেন সুতরাং শরীফ প্রধানমন্ত্রী হতে পদত্যাগ করেন। শরীফের পদত্যাগের পর খেদীভ রিয়াদ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী করে সরকার গঠন করেন[৫৫]। রিয়াদ সরকারের স্বৈবাচারী শাসন দেশীয় অভিজাত শ্রেণীর নিকট অসহনীয় হয়ে উঠে। শরীফ পাশা হুলওয়ানে গোপনে একটি জাতীয় দল (হিযবুল ওয়াতানিয়্যাহ) গঠন করেন। হুলওয়ান সোসাইটিতে মিসরীয় অনেক সচেতন ব্যক্তি যোগদান করেন। তাদের মুখপত্র মিসর এবং আন নাযরাহ রিয়াদের স্বৈর শাসনের বিরুদ্বে প্রচার অভিযান চালালে রিয়াদ তা বন্ধ করে দেন। এতে আন্দোলন আরো বেগবান হয়। প্যারিসে আদিব ইসহাক সম্পাদিত মিসরুল কাহিরা পত্রিকায় রিয়াদ বিরোধী প্রচার চলে। আদীব ইসহাক সহ অনেক বুদ্ধিজীবিকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। এমতাবস্থায় সংসদনেতা সুতলান পাশা,সুলায়মান আবাজা, মাহমুদ ফাহমী প্রমুখ রিয়াদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গোপন বৈঠকে মিলিত হন এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী উসমান রিফকী পাশার পক্ষপাত মূলক আচরণে বিক্ষুব্ধ মিসরীয় সেনাবাহিনীর নেতাদের সহযোগিতা কামনা করেন।

এ সময়ে সামরিক[৫৬]। আন্দোলন দালনের নেতৃত্ব প্রদান করেন বিশিষ্ট সামরিক অফিসার আহমদ উরাবী পাশা। তাকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেন আব্দুল আল হিলমী, আলী ফাহমী এবং মাহমুদ সামী আল রারূদী। উল্লেখ্য যে মাহমুদ সামী

---

৫৫ ড. শওকী দায়ফ, আল বারুদী রাইদ,পৃ.৭২-৭৩
৫৬ ড. শওকী দায়ফ, আল বারুদী রাইদ,পৃ.৭৩

Dhaka University Institutional Repository

আল বারুদী উল্লেখিত সব গুলো আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং প্রথমত আন্দোলন বেগবান করার জন্য নেপথ্য নায়কের ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি আহমদ উরাবীয় আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব প্রদান করেন। রিয়াদ সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী উসমান রিফকী পাশা সেনা বাহিনীর সংস্কার সাধনের নামে সিমরীয় সেনা অফিসারদের ক্ষমতা বিলুপ্ত সাধন করেন। এছাড়া সৈনিকদের চাকুরীর মেয়াদ হ্রাস করা, অনেক সামরিক অফিসারকে রবখাস্ত করেন। অর্ধ বেতনে চাকুরীতে রাখা, পদোন্নতির ব্যাপরে সার্কাসীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্য করা ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাধ্যমে মিসরীয় সেনাবাহিনীর স্বার্থ খর্ব করা এমতাস্থায় মিসরীয় সেনাবাহিনীতে অসন্তোষের বহি:শিখা জ্বলে উঠে [৫৬]। এরূপ পরিস্থিতিতে সামরিক অফিসার আহমদ উরাবী পাশা তার অনুসারী সামরিক অফিসারদের নিয়ে উসমানী রিফকী পাশার পদত্যাগ এবং তদস্থলে মাহমুদ সামী পাশা আল বারুদীকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পদে নিয়োগের দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। প্রচন্ড আন্দোলনের মুখে খেদীভ উসমানকে বরখাস্ত করে আল বারুদীকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোনীতি করেন। এর কিছুদিন পরে আল বারদীকে বরখাস্ত করে দাউদ পাশাকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করা হলে সেনাবাহিনীতে প্রচন্ড বিক্ষোভ শুরু হয়। অবশেষে আল বারুদী কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিয়োগ করে সেনাবাহিনীর অসন্তোষ প্রশমিত করা হয়। ১৮৮১ খৃ. ৯ ই সেপ্টেম্বর সেনাবাহিনীর বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর রিয়াদ পাশাকে বরখাস্ত করে শরীফ পাশাকে পুনরায় মন্ত্রী পরিষদ গঠনের দায়িত্ব অর্পন করা হলে খেদীভ বিরোধী আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়। জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে শরীফ প্রস্তাবিত খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন লাভ করে। খসড়া শাসনতন্ত্রের ধারা গুলো পরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু ইঙ্গো ফরাসী আঁতাতের ষড়যন্ত্রের কারনে শরীফ পাশার পতন অনিবার্য হয়। অত:পর খেদীভ উরাবী পন্থীদের খুশী করার জন্য ১৮৮১ খৃ. ফেব্রুয়ারী মাসে মাহমুদ সামী আল বারুদীকে সরকার একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তাকে অনুরেধে জানান। আল বারুদী গঠিত মন্ত্রী সভায়

Dhaka University Institutional Repository

উরাবীকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। বারুদীর সরকার দেশকে বৈদেশিক প্রভাব মুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মন্ত্রী সভা হতে ইংরেজ ও ফরাসী কন্ট্রোলারদের বিদায় করেন এবং শরীফ পাশার তৈরীকৃত খসড়া শাসনতন্ত্র সংশোধনী সহ সংসদে পাশ করেন। এর কিছু দিনের মধ্যেই দেশে রাজনৈতিক সংকট দেখা যায়। উক্ত সংকট নিরসনের জন্য মিসরিয় জাতীয়তা বাদী শক্তি সুদৃঢ় হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠে। তারা খেদীভের শক্তি বৃদ্ধির জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় ইঙ্গো ফরাসী যুক্ত নৌবহর প্রেরণ করে এবং মিসর সরকারের নিকট তিনটি দাবী পেশ করেন[৫৭]।

৫৭. মুসা আনসারী, আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা,পৃ.৮৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যয়

সাংবাদিকতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

সংবাদ পত্র একটি অন্যতম প্রচার মাধ্যম । অনেক কারনেই সংবাদ পত্রের প্রয়োজনীতা জীবনের জন্য অপরিসীম, প্রথমত সংবাদিকতার বিষয় বৈচিত্র এতই ব্যাপক হয়ে উঠছে যে, তা জীবনের অন্তহিন চিন্তার খোরাক যোগাতে অক্ষমতা অর্জন করেছে। এতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক চাহিদার পরিতুষ্টি ও বাস্তব জীবনের সকল বিষয় স্থান পায়, সংবাদ পত্রের মাধ্যমে কেবল স্বদেশী নয়, বরং বহির্বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি বিজ্ঞানধর্মী এমন কি খেলাধুলা বিনোদন ও চিত্রজগেতের খবর একই সঙ্গে উপভোগ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ সংবাদ পত্রের পাঠকপ্রিয়তা ও পাঠক সংখ্যা স্বল্পমূল্য ও সহজলভ্যতার কারনে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাই মানবীয় জীবনে সংবাদ পত্রের প্রয়োজনীতা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন একজন মানুষ যখন শয্যা ত্যাগ করে তখনই সে একটি পত্রিকা হাতে পেতে চায়, কারন ওটাই তার সকালের আত্মীক খোরাক, যদি এ ব্যাপারে কোন ব্যাতিক্রম ঘটে তখন সে অস্থির হয়ে উঠে। জীবন তার কাছে নিথর ,নিশ্চল ও নিস্তেজ মনে হয়[১]। বস্তুত: সংবাদ একটি গুরুত্বপূর্ন প্রচার মাধ্যম, যার মাধ্যমে পাঠক মহল শিক্ষা সংস্কৃতি ও বুদ্ধি বৃত্তিক জ্ঞান পিপাষা নিবৃত্ত করে। কেননা একজন মানুষ তার পূর্ব পুরুষদের ন্যায় বড় বড় গ্রন্থ পড়ে জ্ঞান লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়[২]।

তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক প্রকার হলে ও স্বধীনতার যুগে তা ভিন্নতর হয়, পরাধিনতার সময় জনসাধারনক বিদেশী ও স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়, তাদের মনে স্বৈরাচারী শাসক শোষনের বিরুদ্দে

---

১ ডা. শাওকী দায়ক , ফী আল নাকদ আল আদাবী, (কায়রো দার আল মাআরিক, ১৯৬২), পৃ ২০০

২ ড. শওকী দায়ক, ফী আল-নাকদ আল- আদবী প্রাগুক্ত পৃ ২০১

Dhaka University Institutional Repository

ঘৃনা ও অবজ্ঞার বীজ বপন করা হয়, মাতৃভূমির প্রতি মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি ও করা হত। পক্ষান্তরে স্বাধীনতার যুগে জনগনের মনে মানসিকতাকে দেশ গড়ার কাজে নিয়োগ করার সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে সংবাদ পত্র যথাযথ ভুমিকা পালন করে থাকে। নাগরিকদের অধিকার, দায়িত্ব পালনের প্রতি বেশী মনোযোগী করে তোলে. ফলে প্রতিটি দেশে সংবাদ পত্র ও সাংবাদিকতার গুরুত্ব অপরিসীম[৩]।

চতুর্থত: জাতীয়চেতনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করনে সংবাদ পত্রের ভুমিকা অপরিসীম জাতীকে পরাধীনতার শিকল থেকে কি ভাবে মুক্ত হতে হবে তা সংবাদ পত্রের মাধ্যমই মানুষ জানতে পারবে। সংবাদ পত্র নবজাগরনের একটি অন্যতম ভিত্তি। সাধারন ভাষার প্রতিরোধ বিশুদ্ধ ভাষার ব্যাপ্তি এবং সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক আলোচনা প্রসারের বিস্তৃত ক্ষেত্র সংবাদ পত্র রাষ্টের ভ্রাম্যমান বিদ্যালয় নয়। যা চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ কিংবা নির্দিষ্ট কোন স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে । সংবাদ পত্র শিক্ষা সাংস্কৃতির বৃহত্তম ক্ষেত্র যা সাধারন মানুষের মেধাকে করে মার্জিত বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারাকে করে সুবিন্যাস্ত, নিস্তেজ মনোবলকে করে চাঙ্গা, অশ্লীল ভাষাকে করে শালীন, এবং দূরবর্তী জাতীকে করে আরে নিকটবর্তী [৪]।

পঞ্চমত: কখনও কখনও সংবাদিকতার প্রকৃতি আরো গতিশীল ও জীবনধর্মী হয়ে উঠে। লেখকের তুলনা মুলক ভাবে অধিকতর সাংস্কৃতিবোধ সম্পন্ন ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আরে পরিশীলিত ও বাস্তব বাদী হয়ে উঠে। এ স্তরের সংবাদ পত্রে সংবাদ পরিবেশনের সাথে সাথে সাহিত্যিক প্রবন্ধ সমান ভাবে গুরুত্বলাভ করে । সংবাদ পত্রের প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহে সরল রচনারীতি ও বিষয় বস্তুর বৈচিত্র প্রাধান্য পায়. সংবাদ পত্রে লেখকরা দুটি ধারায় প্রকাশ করতে থাকে ।

---

৩ ch. pellat and B. Lewis জারীদা উদ্ দায়েরা মা আরিফ ইসলামিয়া, পৃ, ১৭৯-১৮৩.

৪. আহমমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীবুখ আল্ আদাব আল- আরবী, (বৈরুতঃ দার আল মা'আরিফা) ১৯৯৫)পৃ ৪২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বা ধারাটিতে চিত্রায়নধর্মী প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে একজন প্রাবন্ধিক তার জীবনের অথবা সমাজের কোন একটি ঘটনা বা মুহূর্তের আবেগ তাড়িত চিত্রায়ন নির্ভর উপস্থাপনার পরিবেশন করতে থাকেন।

দ্বিতীয় ধারায় প্রাবন্ধিকদেরকে অনেকটা পাঠদানরত শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ন হতে দেখা যায়, অথবা কোন এক প্রবন্ধের বিশদ ব্যাখ্যায় নিয়োজিত একজনের ভূমিকায় অবতীর্ন হতে দেখা যায় ।

সংবাদ এর উৎপত্তি

সংবাদ শব্দটির শাব্দিক বিশ্লেষন করলে আমরা সহজে বুঝতে পারি যে, News এটি ইংরেজী ভাষার শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ-হলো সংবাদ। এ শব্দটি এসেছে প্রাচীন জার্মানী ভাষার News-yo ও প্রচীন ইংরেজী ভাষার Neowe শব্দ থেকে। দুটি শব্দের ই অর্থ হলো নতুন কিছু : এ শব্দটিকে বিশ্লেষন করলে আমরা সহজে বুঝতে পারি যে,

N-North

E- East

W- West

S- South

অথাৎ North, East, west, এবং South এর আদ্যাক্ষর দিয়ে গঠিত, এ কারনে অনেক News অর্থই সংবাদকে উত্তর, দক্ষিন,পূর্ব ও পশ্চিম আথাৎ চারদিকের ব্যাপার বলে মনে করেন। সম্পর্কটি কাকতালীয় হলেও এধারনার মধ্যে সত্যতা বর্তমান। কেননা সংবাদ নিংসন্দেহে এ চারটি দিকের ঘটনাবলী প্রকাশের মাধ্যাম।

সংবাদ এবং সাংবাদিকতা শব্দ দুটি একটি অপরটির সাথে ওঁৎপোত ভাবে জড়িত। একটি ছাড়া যেন অপরটি পঙ্গ ইংরেজী Journal এবং Ismএ দুটি শব্দের

Dhaka University Institutional Repository

সমন্ধয়ে Journalism শব্দের সৃষ্টি। এর আভিধানিক অর্থ হলো সাংবাদিকতা অর্থাৎ গনমাধ্যমে সংবাদ এবং মন্তব্য প্রচার ও প্রকাশ করাই হচ্ছে সাংবাদিকতা।

সংবাদ পত্র পেশার সাথে জড়িত ব্যাক্তিদেরকে বিশেষ শৈল্পিক প্রতিভার অধিকারী হতে হয়। সমাজ পর্যবেক্ষন করার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ ও পাঠকদের মানসিকতা উপলব্ধির ক্ষেত্র তাদেরকে পারদর্শী হতে হয়, সংবাদপত্রের দিকে ।

সংবাদের সংজ্ঞা

সংবাদ কি? কি ভাবে তার বিস্তার ঘটে? কি ভাবে তা সংগ্রহ করা য়ায। সব ঘটনাই কি সংবাদ? তা নিয়ে অনেক মতৈক্য রয়েছে । এ নিয়ে অনেকেই সংবাদের সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাবে বর্ননা করেছেন।

অনেকে মনে করেন সংঘটিত সব ঘটনাই খবর এমন দাবিও যে কেউ কেউ করেছেন না তা কিন্তু নয়। অনেকে বলেছেন 'খবরের কাগজে যা ছাপে তা-ই সংবাদ, বা রেডিওতে যা শুনা হয় সেটাই খবর [৫]।

মানুষের ঝোক সৃস্টির কাজটি সাংবাদিকদের কে স্বীয় বুদ্ধিমাত্তা ও শিল্পবোধ সম্পন্ন যোগ্যতার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। নাগরিক জীবনের দ্রুততা ও সময়ের সংকীর্নতার কথা বিবেচনায় রেখে তাদের কে তাদের সংবাদ পত্রের আকার আয়তন ও উপস্থাপন কৌশল নির্ণয় করতে হয়।

কেউ কেউ সংবাদ পত্র রেডিও এবং টেলিভিশন এই তিন মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত ঘটনাবলীকে সংবাদ মর্যাদা দিয়ে বক্তব্য রাখছেন। তাদের এ দাবিও অগ্রাহ্য করা যায় না। সম্পূর্ন না হলে ও এসব দাবির আংশিক সত্যতা অবশ্যই রয়েছে।

---

[৫] ফেরদৌস নিগার হোসেন, (অনুদিত), মূল এফ, ফ্রেসার বন্ড) সাংবাদিকতা পরিচিত" প্রথম মুদ্রন জুন ১৯৮৭ বাংলা একাডেমী , ঢাকা পৃ -৭২

Dhaka University Institutional Repository

সব ঘটনা সংবাদ নয়। সংবাদ শব্দটি যদিও ও চার বর্নের একটি ছোট শব্দ কিন্তু এর অর্থ ও তাৎপর্য অনেক ব্যাপক। অভিধানে সংবাদকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। " কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা প্রস্তাব সম্পর্কিত বিবরনই সংবাদ" [৬]।

কোন নতুন বা এ পর্যন্ত অজানা জিনিস সম্পর্কিত কোন খবর বা তথ্যই হলো সংবাদ"[৭]।

* নিউইর্য়ক সান পত্রিকার সম্পাদক চার্লস এ ডানা সংবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এ ভাবে " ইতি পূর্বে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি অথচ সমাজের একটা বৃহৎ অংশকে কৌতুহলী করে তোলে এমন যে কোন বিষয়ই সংবাদ [৮]।

* সাংবাদিক স্ট্যানলি ওয়াকার সংবাদদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, নারী অর্থ ও খরাবি যৌনতা, অর্থ ও অপরাধ ই হলো সংবাদ।[৯]

*নিউইর্য়ক টাইমস এর সাবেক সম্পাদক নীল ম্যাকলিন তার লেখা without fear or favor গ্রন্থে লিখেছেন "সংবাদ হচ্ছে সংবাদ পত্র পাঠকদের জন্য চলমান কিছু আগ্রহোদ্দীপক ও গুরুত্ব সম্পন্ন ঘটনা বা বাস্তব অবস্থার বিবরনীর সমষ্টিযা সংবাদপত্র গুলো প্রকাশ করে থাকে"[১০]।

*ইউনাইটেড প্রেস এ্যাসোসিয়েশন প্রনীত সরগ্রন্থে বলা হয়েছে "জীবন ও জড় জগতের যা কিছু আকষনীয় তার প্রতিটি ও সবগুলোই তাদের সকল বহিঃ প্রকাশসহ সংবাদ"[১১]

*লর্ড নর্থক্লিফ (Lord northeliffe) সংবাদের সংজ্ঞা নিরুপন করতে গিয়ে চমৎকার একটি উদাহরন দিয়েছেন, " যদি কোন কুকুর মানুষকে কামড়ায় সেটি

---

[৬] সিকান্দার ফয়েজ "প্রসংগ সাংবাদিকতা " দ্বিতীয় মুদ্রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩, সংলাপ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা পৃ ১২.

[৭]. সিকান্দার ফয়েজ "প্রসংঙ্গ সাংবাদিকতা, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২

[৮] ফেরদৌস নিগার হোসেন অনুদিত, (মূল এফ ফ্রেসার বন্ড), সাংবাদিকতা পরিচিতি" প্রথম মুদ্রনঃ জুন ১৯৮৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা পৃ – ৭২

[৯] ফেরদৌস নিগর হোসেন সংবাদিকতা পরিচিতি প্রাগুপ্ত পৃ ৭২

[১০] সুধাংশু শেখর রায় "সাংবাদিকতা, সাংবাদিক ও সংবাদ পত্র" প্রথম প্রকাশ ২১ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, ধলেশ্বরী প্রকাশনী , ঢাকা, পৃ. ৩০

[১১] সিকান্দার ফয়েজ সংবাদ লেখক ও সম্পাদক , প্রথম প্রকাশ ২০০১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা. পৃ৮

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ নয় , কিন্তু কোন মানুষ যখন কোন কুকুরকে কামড়ায় তখন সেটি সংবাদ হিসাবে প্রকাশ পায়। "If a dog bites a man, it is not news ,but if a man bites a dog it is a news".[১২]

*বাল্টিমোর ইভনিং সন এর সাংবাদিক জেরাল্ড ডব্লিউ জনসন পেশাদারি অভিজ্ঞতার আলোকে সংবাদ এর সংজ্ঞা নিরুপন করতে চেয়েছেন এ ভাবে "সংবাদ হলো এমন ঘটনা বা ঘটনাবলীর এমন বিবরন যা একজন প্রথমিক কাতায়ের সাংবাদিক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে লিখতে বা প্রকাশ করতে তৃপ্তি পান"[১৩]।

*কার্লওয়ারেন বলেছেন, শিল্প বা সত্য শব্দটির মতো খবর শব্দটিও ক্ষুদ্র কিন্তু এর অর্থ বহুবিধ সংকীর্ন অথে তা সাবান বা জুতোর মতো সাদামাঠা বস্তু। ব্যাপক অর্থে তা গুনের দিক দিয়ে অভিনব বা অগতানুগতিক, বৈচিত্রের দিক দিয়ে অনন্ত এবং তা জীবনের মতোই সীমাহীন। (News like art or truth is a short word with multiple meaning .In a narrow scense it is a produce as simple as a soap or shoes . In a broad sense it is elusive in quality. Endless in variety and has no limit other than those of life itslf.[১৪]

*মিচেল ডি চার্ণলী সংবাদের একটি আলংকারিক সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন "সংবাদ হচ্ছে আজকে সুন্দরভাবে বিন্যাস্ত আগামীদিনের ইতিহাস, তার আরেকটি সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন সংবাদ হচ্ছে ঘটনা বা মতামতের সময়ানুগ প্রতিবেদন যা বেশ কিছু লোকের কাছে আকর্ষনীয় অথবা গুরুত্বপূর্ন অথবা দুই ই বুঝায় [১৫]। (News

---

[১২] B.N. Ahuja theory and practice of journalism, Third edition 1988, surject publications. Kamal nagar, Delhi, Page no. 68

[১৩] Jorge fox and associate Editors, "New survey of journalism Page No. 58.

[১৪].খোন্দকার আলী আশরাফ, সংবাদ সম্পাদনা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, বাংলা একাডেমী , ঢাকা. পৃ ১০

[১৫]. খন্দকার আলী আশরাফ সংবাদ সম্পাদনা, প্রাগু পৃ ১০

Dhaka University Institutional Repository

the timely report of facts of opionns that hold interest or importance, or both for a considerable number of people)

*বার্স্টিয়ান, কেস ও বাকেট সংবাদ কে কিছুটা নেতিবাচক দিক থেকে বিচার করেছেন। তারা বলেন "সংবাদ এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের একটি দিন বা একটি সপ্তাহের সকল কর্মপ্রবাহের সমন্বিত খতিয়ান নয়, বরং তা বিশৃংখল ঘটনার ভারসাম্যপূর্ন ও সুসংহত বিন্যাস (News is not a comprehansive array al the aetivities of t he world in a day or a week but a balanced audited account of the glut of occurenes)

তারা আরো বলেন "খবর হল মানুষ যে সম্পর্কে ভাবে কথা বলে, দেখে, আলোচনা করে সে সম্পর্কে প্রাপ্ত সর্বশেষ আকষর্নীয় ও গুরুত পূর্ন ও নির্ভূল তথ্যের রেকর্ড (News is the record of the most interesting important and accurate in formetion obtainable about the things man things and says sees and describe plans and does[১৬]।

- চার্লস এ ডানা সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের মনে আগ্রহ সঞ্চার করে এমন সব কিছুই সংবাদ যদিও অতীতে কখনো সে গুলোর প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি।
- এরিখ ফি হপউড: জন সাধারনকে আগ্রহী করে তোলে এমন গুরুত্বপূর্ন ঘটনার প্রথম প্রতিবেদন । (The first report of significant events which have imterest for the public) [১৭]।

*স্ট্যানলী জনসন ও জুলিয়ান হ্যারিস সংবাদকে এমন একটি প্রকৃত ঘটনা বিবরন বলে চিহ্নিত করতে চান যা স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করে যা পরিবর্তন করার বিবরণ

[১৬] খন্দকার আলী আশরাফ, সংবাদ সম্পাদনা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ১১
[১৭] খোন্দকার আলী আশরাফ, সংবাদ সম্পাদনা, প্রাগুক্ত পৃ.১১

Dhaka University Institutional Repository

বলে। (An account of the actual events which desrupt or are potentially disraptive of the status quo)

*উইকহ্যামস্টিডের মতে, সাংবাদিকতা হচ্ছে সমাজ সেবার প্রধান একটি আধুনিক রুপ. ডেভিড ওয়েন বাইট বলেছেন। (Jouralism is information. It is communication. It is the events of the day distilled into a few wards, sounds or pictures, Processed by the mehanies of communication to satisfy the human curiosity of a word that is always eager to know what's new.[১৮]

সাংবাদিকতা হচ্ছে জ্ঞানের তথ্য। সাংবাদিকতা হচ্ছে জ্ঞাপন বা যোগাযোগ সাধন, সাংবাদিকতা হচ্ছে কিছু শব্দ , ধ্বনি বা চিত্রের রুপে রুপায়িত প্রতিদিনের কিছু ঘটনাবলী , নতুনকে জানার জন্য বিশ্বের মানুষের অদম্য কৌতুহল মেটানোর লক্ষে জ্ঞাপন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত ।

- ডঃ পার্থ চট্রোপাধ্যায়ের দেয়া সংজ্ঞাটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছেন সাংবাদিকতা চলমান জীবনের শব্দময় প্রতিচ্ছবি, যা কখনো মন্ময় কখনো বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এই প্রতিচ্ছবিকে আপন হৃদয়ে ধারন করে তাকে আবার সাধারনের কাছে ফিরিয়ে দেবার এক জটিল পদ্ধতি। সাংবাদিকতা বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য ও দ্রুতলয়ের ইতিহাসের সংমিশ্রন, সাংবাদিকতা জীবন, সমাজ ও রাষ্টের গতি প্রকৃতি বর্ণনার এক প্রকৌশন [১৯]।

অতএব আমরা একথা বলতে পারি যে, জনসাধারননের আগ্রহ সৃষ্টিকারী ঘটনাবলী যে আকার ও মাধ্যমে জনগনের কাছে পৌছে তাকে সাংবাদিকতা বলা হয়।

---

[১৮]. সিকান্দার ফয়েজ, সংবাদ লেখক ও সাম্পাদক, প্রথম প্রকাশ ২০০১ বাংলা একাডেমি , ঢাকা , পৃ ১

[১৯]. ড. পার্থ চট্রোপাধ্যায়, বিষয় সাংবাদিকতা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৮৬, লিপিকা , কলকাতা পৃ ২

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিকতার ইতিহাস

পৃথিবীর প্রাচীন পেশার অন্যতম পেশা হলো সংবাদিকতা। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটেছে, কোথায় কি হচ্ছে তার আদ্যপান্ত একমাত্র এপেশার মাধ্যমেই অবগত হওয়া যায়। বলা যায় সাংবাদিকতা পেশা হল সারাবিশ্বের সব কিছুই একই সময় জানা ও বুঝার একটি শ্রেষ্ট তম মাধ্যম ।

সাংবাদিকতার ইতিহাস অতি প্রাচীনতম ইতিহাস, সাংবাদিকতা এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Journalism এ শব্দটি ফরাসী Jourশব্দ থেকে নির্গত হয়েছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। ফরাসী ভাষায় Jour শব্দের অর্থ হলো দিন এবং Journalism শব্দের অর্থ হলো: সময়িকী পত্রিকা ইত্যাদি [২০]।

Louid L. snyder এর মতানুসারে ফরাসী শব্দ জারনী হতে এ পরিভাষাটির উৎপত্তি এর অর্থ হলো working day বা কাজের দিন তবে Latin word diwrnalis এর উপত্তি ঘটেছে di-es শব্দ থেকে যার অর্থ হলো দৈনিক অথবা প্রতিদিন পুন: পুন: সংঘটিত হওয়া এবং di-es শব্দের অর্থ হলো দিন [২১]।

অনেকে মনে করেন যে ইংরেজী শব্দ জারনাল এবং Ism এ দুটো শব্দের সমন্বয়ে জানারিজম শব্দের সৃষ্টি। যার আবিধানিক অর্থ হলো সাংবাদিকতা । অর্থাৎ গনমাধ্যমে সংবাদপত্র এবং মন্তব্য প্রচার ও প্রকাশ করাই হচ্ছে সংবাদিকতা [২২]।
সুতরাং Journalism বা সাংবাদিকতার পরিভাষাগত অর্থ হলো এমন একটি কাজ যা সংবাদ সংগ্রহ করা সংবাদ লেখা, সম্পাদনা করা অথবা কোন পত্রিকা বা সাময়িকীর প্রকাশনা বা নিদের্শনা বুঝায়[২৩]।

এ সংজ্ঞায় কতিপয় ধারনায় সঠিক হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষনা ও উদ্ভাবনের দৃস্টিকোন থেকে এই সংজ্ঞা অধিক যুক্তিযুক্ত বিবেচনা নাও হতে পারে।

---

[২০] Encyclopaedia (London, 1975), part, 9 page; 298
[২১] Encyclopadia of America. (New york, 1976), Part -16
[২২] সুধাংশু শেখর রায় সংবাদিকতা , সাংবাদিক ও সংবাদ পত্র, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, ধলেশ্বরী: প্রকাশনী ঢাকা পৃ -১৬
[২৩] New word Dictionary of the American Language (new york, 1964), Part 2, Page 79

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষাটির ব্যাবহার দিনদিন আরো ব্যাপক তরহচ্ছে। আধুনিক যুগে সংবাদিকতার প্রয়োগ ও ব্যাবহার এত ব্যাপক ভাবে হচ্ছে যে এর দ্বারা বর্তমান রেডিও টেলিভিশনের সংবাদ পর্যালোচনা ও একে বোঝানো হয়ে থাকে।

সাংবাদিকতার মূল উৎস হলো মতামতের বিভিন্নমুখি বিশ্লেষন ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ Herodatus (485-425) কে সংবাদিকতার পিতা বলে মনে করেন[২৪]। কোন কোন পন্ডিত মনে করেন যে খ্রীস্ট পূর্ব ৪৪৯ সালে যখন রোমের ceres মনমন্দিরে সিনেট কর্তৃক অফিসিয়াল রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত হতো তখন থেকে সংবাদিকতার সুত্রপাত ঘটে [২৫]।

একটি গ্রহণ যোগ্য মতানুসারে খ্রী পূর্ব ৬০ অব্দে যখন জুলিয়াস সিজার (১০০-৪০) প্রবর্তিত Acta Duria, Acta populi , Acta urbana, and Acta Pablica.

চালু হয় তখন থেকে রোমে সাংবাদিকতার উদ্ভব ঘটে তখন থেকে রোমে সাংবাদিকতার উদ্ভব ঘটে[২৬]। এক্ট ছিল অফিসিয়াল মাধ্যম যা জন সাধারনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার সংবাদ পরিচালনে নিয়োজিত। যেমন সিনেটে প্রদত্ত ভাষন সমুহের সারাংশ সরকারী কাজ কর্ম অথবা কোটের বিচার কার্যের বর্ননা সাপ্তাহিক যুদ্ধের সংবাদ আইনানুগ সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক ঘটনাবলী জন্ম মৃত্যু, খুন , দুর্ঘটনা , বিবাহ- তালাক, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করা হতো। সব ধরনের সংবাদ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত।

সংবাদ এর আরবী পতিশব্দ খবর, ইংরেজী প্রতিশব্দ নিউজ অনেক বিজ্ঞজনের কাছ থেকে শুনা যায়। তারা বলেছেন কম্পাসের পয়েন্ট বা প্রধান চারটি দিক North, East, west, south এ শব্দগুলোর আদ্যবর্ণ সমন্বয়ে শব্দটি গঠিত।

---

[২৪] Encyclopaedia of America part, 16 Page. 218

[২৫] Colliers Encyclopaedia (new york, 1977) Part. 17, Page. 444

[২৬] ছোটদের বিশ্বকোষ, খন্ড ১ম (ঢাকা : ই:ফা:বা:সম্পাদনা পরিষদ), পৃ. ৪৬৭-৪৬৯

Dhaka University Institutional Repository

কারন গোটা বিশ্বের বিস্তৃত উত্তর দক্ষিন পূর্ব দিগন্তব্যাপী এ দিক গুলোর মধ্যেই তো ঘটনা গুলো ঘটছে । কিন্তু প্রকৃতার্থে শব্দ শরীর এ ভাবে ঐ ধারনা নিয়ে গঠিত হয়নি । News শব্দটি New এর বহুবচন । News শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো নতুন কিছু অর্থাৎ New Samething অর্থবোধক, এর মানে হচ্ছে নতুন নতুন সংঘটিত ঘটনা বা সংবাদ পত্র। রেডিও এবং টেলিবিশনে প্রকাশিত উপস্থাপিত ও প্রদর্শিত হচ্ছে। যা জানতে জনগন আগ্রহী ও কৌতুহলী এমন ঘটনাই নিউজ বা সংবাদ । আরেকটু ব্যাখ্যা করে সংবাদের সংজ্ঞাটি দাঁড় করানো যায় এ ভাবে। যথার্থ সময়ে সংঘটিত তাৎপর্যপূর্ন প্রচলিত ধারনা ঘটনা বা সমস্যা যা সম্পর্কে জনসাধারণ জানতে আগ্রহী এমন কৌতুহল উদ্দীপক সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য ঘটনার প্রকাশিত বিবরনই সংবাদ।

সাংবাদিক কতৃক সংগৃহীত ও একত্রিত হতো এটা কোন মুদ্রিত ছিল না কারন তখন পর্যন্ত কোন মুদ্রিত যন্ত্র আবিস্কৃত হয়নি । সম্রাটের পড়াশুনার পড় জনসাধারনের জন্য রোমের বিভিন্ন স্থানে জন সাধারনের পড়ার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হতো ।

বিশ্বের সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদ পত্র ছিল চীনের Ti – chou the peeking gezetta খ্রীষ্ট পূর্ব ৯১১ সালে চীনারা সরকারী ব্যাবস্থাপনায় সংবাদ পত্র প্রকাশ করত । খ্রীষ্টপূর্ব একশতাব্দী পূর্বে জুলিয়াস কায়সারের আমলে রোমানরা সংবাদ পত্র প্রকাশ করত[২৭]। এতে সরকারী ফরমান ও গুরুত্বপুর্ন সংবাদ প্রকাশ করা হতো । এ সমকালের পর থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সংবাদ পত্র প্রকাশের ক্ষেত্র ধারা বাহিক যোগসুত্র পাওয়া যায় না । এর পর প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় ভেনিসে ১৫৩৬ খ্রিঃ এটির নাম ছিল Act gezetta এ মুদ্রার নামকরন থেকে সংবাদ পত্রের আরেক নাম হয় Act gezetta বা গেজেটিয়ার । এ নামানুসারে ১৬৩১ খ্রীঃ প্রথম ফরাসী সংবাদ পত্রের ও নাম ছিল gezeta [২৮]।

---

27 Encyclopaedia Ameria, Part. 16, Page. 219

২৮. Chambers Encyclopaedia Philadelhia, 1908 part-17, Page-472-473

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীষ্টেয় ৭ম অথবা ৮ম শতাব্দীতে টেং রাজত্যের সময় এই Ti–chau প্রকাশিত হতো। ইউরোপে john Gutenber (1400-1464) কর্তৃক ধাতুনির্মিত মুদ্রন টাইপ আবিস্কারের পর সর্বপ্রথম ১৪৪০ অথবা ১৪৫০ খ্রাষ্টাব্দে Maintz এ মুদ্রিত সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়।

অন্যএকটি মতানুসারে ১৪৫৭খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নাম্বারিং [২৯] এ সংবাদ পত্র চিঠি পত্রের মত মুদ্রাকারে Ausburg, vienna এবং Rotisbon এ একই শতাব্দীতে প্রকাশিত হতো. এভাবে ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশনার পর ভেনিস সরকারের নিদেশে সরকারীভাবে Natizie seritte নামে ভেনিসে একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।এতে সমসাময়িক কালের ঘটনা ও ধারা সমুহ উত্তর পত্রের আকারে প্রকাশিত হতো[৩০]।

ঐ সময়ে অন্য আরেকটি মুদ্রিত সংবাদ পত্র ছিল Marcurius Gallo Belqicus, যা ১৫৯৪ খ্রাষ্টাব্দে Cologne থেকে প্রকাশিত হয়। এসব ইশতিহার নিয়মিত প্রকাশিত হতো না বরং সাময়িক ভাবে প্রকাশিত হয়ে পুনরায় বন্ধ হয়ে যেতো সর্বপ্রথম নিয়মিত প্রকাশিত সংবাদপত্র ছিল Avisa Relation order zettung যা ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে জামানে প্রকাশিত হয়। সর্বপ্রথম ব্যাক্তিত্ব যিনি দিনের সব সংবাদ এককভাবে ইশতিহার আকারে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত প্রকাশ করতেন তার নাম ছিল Nattaniel Butter, ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক সংবাদ প্রকাশ পদ্ধতি উদ্ভবন করেন।

ইংরেজী ভাষায় সর্বপ্রথম ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে George vereler কর্তৃক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। এ সময় কিছু মুদ্রিত সংবাদ পত্র Amusterdom এ পাওয়া যায়।সেই সংবাদপত্র জাহাজে করেই ইংল্যান্ডে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং

---

২৯. Celliers Encyelo Paedia, Part-17. Page- 444.

30 The new columbia Eneyelopaedia (London, 1958) Part – 9 Page – 215

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্রের মধ্যে মুদ্রনের তারিক দেয়া ছিল ২০ ডিসেম্বর, ১৬২০খ্রী। তবে The London news Gazette প্রথম নিয়মিত প্রকাশিত সংবাদপত্র, যা১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে The Daily caurant ছিল প্রথম ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র যা ১৬২০ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মার্চ থেকে প্রকাশিত হয় । ফ্রান্সে ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে একটি সরকারী গেজেট ফরাসী ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমে সাংবাদিকতার সূত্রপাত হয়। The Journal de Paris ছিল ফ্রান্সের প্রথম দৈনিক পত্রিকা ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ঔপনিবেশিক মিশরে আরবী সাংবাদিকতারক্রম বিকাশ

মিশরে আরবী সংবাদিকতা

দেশজাতী, ও জাতীয়তাকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে রক্ষায় যুগ যুগ ধরে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ভূমিকা অনন্য। তেমনি মিশরকে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তিতে তৎকালে সংবাদ পত্র যথেষ্ট ভুমিকা পালন করে। আরবী সাহিত্যে পুনজাগরণ সৃষ্টিতে সংবাদ পত্র বা সাংবাদিকতার ভূমিকা ও অনেক। মুলত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মিশরে ফরাসিদের আক্রমনের ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বিপ্লবাত্মক পরিবতর্ন সূচিত হয়। ফরাসিরা মিশরে অবস্থান কালে (১৭৯৮-১৮০১ খৃ) দুটি ফরাসী সংবাদ পত্র Decade Egyptienee এবং Courier d,Egypte প্রকাশ করে। এ সংবাদ পত্র দুটির প্রথমটি ছিল গবেষণা সংবলিত বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক এবং দ্বিতীয়টি ছিল একটি রাজনৈতিক পত্রিকা। এ সময় ফরাীদের সহায়তায় ইসলাইল খাশ্‌শাবের সম্পাদনায় সাময়িক বা বিচার বিভাগীয় পত্রিকা (التنبيه) আত্ তানবীহ প্রকাশ করে কর্মচারীদের মাঝে বিতরণ করা হত[১]। তবে আরব বিশ্বে সর্বপ্রথম মিশরে ১৮২৮ খ্রী. আরবী সংবাদপত্র (الوقائع المصرية)আল-ওয়াকাইউ আল মিসরিয়া মুহাম্মদ আলী পাশার[২] সহায়তায় প্রকাশিত হয়। এ সংবাদ পত্রটি প্রথমত: তুর্কি ভাষায় অতপর আরবী ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে।

এ পত্রিকাটি সম্পাদনায় একদল পন্ডিত এগিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে হাসান আল-আত্তার সিদ্দিক, ইসমাইল খাশশাব, মুহাম্মদ আব্দুহু, আব্দুল করীম

---

[১] মুহম্মদ ইবনে সাদ ইবন হুসায়ন, আল- আদব আল আরবী ওয়াতারীখুহু, (সৌদিআরব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৫ম সংস্করণ, হি. ১৪১২), পৃ. ৭

[২]. Enyclopaedia of Britonica, v.7, Page-No-85

Dhaka University Institutional Repository

সুলায়মান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। উক্ত সংবাদ পত্রের পরে ফরাসী শাসকগোষ্ঠী আরবী ও ফরাসী ভাষায় ১৮৪৭ খ্রি. (المبشر) আল-মুবাশশির নামক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করে। ১৮৪৯-১৮৬৩ খ্রি. (মুহাম্মদ আলী-পাশা ও ইসমাইল পাশার) সময় কালে সংবাদ প্রকাশের তেমন একটা জোর তৎপরতা লক্ষ করা যায় না। সিরিয়ায় মাঝে মধ্যে সংবাদ পত্র বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হতো ১৮৫১ খ্রিঃ আল-কিস আলী সুমায়হ এর তত্ত্বাবধানে (نشرة أو مجلة دينية) পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এতে ধর্মীয় শাখা, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় সর্ম্পকে আলোচনা করা হত। ১৮৫৫ খ্রি. সংবাদ পত্রটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দশ বছরের অধিক সময় বন্ধ থাকার পর ১৮৬৬ খ্রি. তা النشرة الشهرية নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৭১ খ্রি. হতে এটি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে রূপান্তরিত হয়। সিরিয়ায় ১৮৫৫ খ্রি. রিস্কুল্লাহ হাস্সূন আল-হালবীর সম্পাদনায় مرآة الاحوال মিরআতুল আহওয়াল প্রকাশিত হয়। ক্ষমতাসীন শাসক বর্গের সেচ্ছাচারিতার সমালোচনা করে সংবাদ পরিবেশন করায় সংবাদ পত্রটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

উসমানী সাম্রাজ্যে প্রথম আরবী পত্রিকা ১৮৫৮ খ্রি. খলীল আল-খূরীর সম্পাদনায় (حديقة الأخبار) হাদীকাতুল আখ্বার প্রকাশিত হয়। এর আগে সংবাদ (الفجر المنير) আল-ফাজরুল মুনীর নামে প্রকাশিত হবার পর حديقة الأخبار নামে পরিবর্তিত হয়। উক্ত পত্রিকাটির প্রভাব পড়ে সাহিত্যমোদীদের উপর। এর ফলশ্রুতিতে অটোমান সাম্রাজ্যের বাইরে দু'টি আরবী পত্রিকা ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। একটির নাম (عطارد) আতারিদ, এটি মার্সিলিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। অপর (بارجيس باريس)বারজীসু বারীস সংবাদ পত্রটি প্যারিস থেকে কুন্তরশীদ আল-দাহদীহ আল-লুবনানীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। আরব জণগণের অগ্রপথিকদের অন্যতম আহমাদ ফারিস আল-শিদ্ইয়াকের সম্পাদনায় ১৮৬০ খ্রি. (الجوائب) আল-

Dhaka University Institutional Repository

জাওয়াইব ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত হয়। একই সালে বুস্তানীর সম্পাদনায় (نفير سوريا) নাফীরু সুরিয়া প্রকাশিত হয় [৩]।

আল- জাওয়াইব পত্রিকার পর তিউনিসের জাতীয় সংবাদ পত্র (الرائد التونيسي)আল রাইদ আল তিউনিসী- ১৮৬১ খ্রি. প্রকাশিত হয়, অতঃপর সিরিয়া ও মরক্কোতে বেশ কয়েকটি জাতীয় পত্রিকা ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। যেমন ১৮৬৫ খ্রিঃ দামেস্ক থেকে (السوريا) আল- সুরিয়া ১৮৬৭ খ্রি. হালব জাওদাত বাশার সহায়তায় (الفرات) আল- ফুরাত, ১৮৬৭ খ্রি. লেবাননের শাসক দাউদ বাশার মাধ্যমে (لبنان) লুবনান প্রকাশিত হয়। এ সময় ১৮৬৭ সালে আল তাহতাবী এর অন্যতম শীর্ষ জনৈক আবদ আল্লাহ আবু আল-সাউদ আল মিশরী ওয়াদী আল-নীল (নীল উপত্যকা) নামে অর্ধ সাপ্তাহিক একটি বেসরকারী রাজনৈতিক পত্রিকা বের করেন। এতে রাজনীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা থাকত[৪]। ১৮৬৮ খ্রি. বাগদাদ থেকে সিদহাত বাশার সম্পাদনায় (الزوراء) আল- যাওরা প্রকাশিত হয়। এ সমস্ত পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার আগে পত্রিকা বা সংবাদ পত্র (المجلة الجريدة) কে (الصحيفة) আল সহীফা, (النشرة) আল নাশরা, (الورقة الخبرية) আল ওয়ারাকাতু আল খাবারিয়্যাহ (الوقائع) আল ওয়াকাইউ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হত [৫]।

অতপর ১৮৬৯ সালে ইবরাহীম আল-মুআইলিহী (১৮৪৬-১৯০৬) ও মুহাম্মদ উসমান জামান (১৮২৮-৯৮) এর সম্পাদায় কায়রোতে নুযহাত আল-আখবার (চিন্তার প্রমোদ ভ্রমন) প্রকাশিত হয়। এর প্রতিটি সংখ্যায় শাসক গোষ্ঠির সমালোচনা সমৃদ্ধ পাঠকদের লেখা সন্নিবেশিত হতো। ফলে দুসংখ্যা প্রকাশের পরই খেদিব ইসমাইলের নির্দেশে তা বন্ধ করা হযে যায়। ১৮৭০ সালে (روضة المدارس)

---

[৩]. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবি আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ, ৪র্থ খন্ড, (কায়রো: দারু আল- হিলাল), পৃ. ৫১-৫৪।

[৪]. আদব আল-আযীয শরফ, ফন আল-মকাল আল সহফী (কায়রো, আল হাইয়্যাত আল-আম্মাদ লিল কিতাব, ১৯৮৯)পৃ. ১২

[৫]. জুরজী যায়দান, তারীখুআদাবি আল-লুগাহ আল- আরাবিখ্যাহ, ৪৯ খন্ড, (কায়রো: দারুআল হিলাল), পৃ.৫৪

Dhaka University Institutional Repository

রাস্তদাত আল মাদারিস (মতাদর্শের উদ্যান) নামাক একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বিদ্ধান ব্যক্তিদের প্রবন্ধ ছাপা হতো এবং পরিভাষার গঠন প্রনালীর উপর আলোকপাত করা হতো। আলী মুবারক (১৮২৩-৯৩) রিফাআত আল ত্বাহতাবী আবাদ আল্লাহ পাশা ফিকরী (১৮৩৪-৯০) এর ন্যায় বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন এর নিয়ামিত লেখক [৬]। ১৮৭৫ সালের পূর্বে মিশরীয় সংবাদ পত্র কার্যত সরকারী আদেশ নির্দেশ সংবলিত ফরমান বিধি- বিধান ও অনুশাসন প্রচারের মাধ্যম হিসেবেই পরিগণিত হতো, উপরন্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো সেগুলোতে সরকারী নীতির প্রতিফলন ছিল পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার তথা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা ছিল কল্পনার বিষয়।

এ সময় আরবী ভাষী খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ও সংবাদ পত্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়। ১৮৭৭ খ্রি মীখাইল আফিন্দী আবদ আল-সায়্যিদ এর সম্পাদনায় (الوطن) আল-ওয়াতান সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৯৫ খ্রি (مصر) মিসর, সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। আরব ভূমি স্বাধীন হওয়ার পর (الوطن) আল-ওয়াতান সংবাদ পত্রটি বন্ধ হয়ে যায়। অতপর ১৯০০ খ্রি. সংবাদ পত্রটি পুনরায় চালু হয়। এর সম্পাদনায় দায়িত্ব পালন করেন জুনদী বেক ইব্রাহীম।

১৮৭৬ সালের দিকে সিরীয় দু-যুবক ইয়াকুব সররূপ (১৮৫২-১৯২০) ও ফারিস নমর (১৮৫৬-১৯৫১) কর্তৃক বৈরুতে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা (المقتطف)আল-মুক্বতাতাফ (নির্বাচিত)। পত্রিকাটি ১৮৮৫ সালে কায়রোয় স্তানান্তর করা হয়। ১৮৮৯ সালের শুরুতে এ দু-যুবক জনৈক শাহীন মুকারিউস এর সাথে যৌথাভাবে দৈনিক আল-মাকতাম প্রকাশ করেন [৭]।

১৮৭০ খ্রি. সিরিয়ায় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতি বিষয়ক অনেক পত্রিকা চালু হয়। এ গুলোর মধ্যে ইউসুফ আল-শালফুনের (الزهرة) আল-যাহরা

---

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[৭] আবদাল আযীয শরফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীষ্টান ধর্ম যাজকদের (البشير) আল-বাশীর, বুতরুসআল- বুস্তনীর (الجنة) আল জান্নাহ এবং (الجنان) আল-জিনান ধর্মযাজক সুয়িস আল সাবূনজীর (النحلة) আল নিহলাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য [৮]। পরবর্তী বছর ১৮৭১ খ্রি. মার্কিনিদের (كوكب الصبح المنير) কাওকাবু আল-সুবহি আল-মুনীর, বুতরুস বুস্তানীর (الجنينة) আল-জুনায়না আল-সাবূনজী ও আল-শালফূনের (النجاه) আল-নাজাহ সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, ইউসুফ শালফুনের النجاه পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে ১৮৭৪ খ্রি. (التقدم)আল-তাকাদ্দুম প্রকাশিত হয় তবে পরবর্তীতে এটির প্রকাশনা ও বন্ধ হয়ে যায় [৯]।

সিরিয়ায় ১৮৮৫ খ্রি. এর পূর্বে কোন ইসলামী সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়নি, তবে (ثمرة الفنون) ছামরাতু আল- ফুনুন এর ব্যতিক্রম। এটি আল- হাজ্জ সাদ উদ্দীন হাম্মাদার নেতৃত্বে শিল্পানুরাগী এক সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এটি ১৯০৮ খ্রি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। অত:পর এটি আবার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রকাশিত হতে থাকে। ইসমাইল পাশার সময়কালের শেষভাগে সিরিয়ার কয়েকটি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ১৮৭৭ খ্রি. খলীল সারকীসের সম্পাদনায় (لسان الحال) লিসান আল-হাল ও ১৮৮০ খ্রী. নাফুলা নাক্কাশের সম্পাদায় (المصباح) আল-মিসবাহ উল্লেখ যোগ্য। শেষোক্ত পত্রিকা আল-মিসবাহ ১৯০৮ খ্রি. বন্ধহয়ে যায়।

ঔপনিবেশিক মিশরের জনগণ এমন একটি সংবাদ পত্রের প্রকাশনা কামনা করছিল যার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ উম্মোচনের সঙ্গে জাতীয় আশা আকাংখ্যা প্রতিফলিত হয়। বলতে গেলে এ আকাংখ্যা থেকেই আলী ইউসুফ (১৮৬৩-১৯১৩) শায়াখ আহমদ মাদীর সম্পাদানায় (المؤيد) আল-মুয়াইয়িদ (১৮৮৯) প্রকাশিত হয়। এটিছিল সাহিত্য দর্শন, রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী চেতনার মুখপত্র এর লেখকদের

[৮] জুরজী যায়দান পৃ. ৫৬
[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫), সদ যগলুল (১৮৫৭/৬০-১৯২৭), কাসিম আমীন (১৮৬৫-১৯০৮) মুস্তাফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮) প্রমুখ ।

১৯০০ সালে মুস্তাফা কামিল (اللواء) আল-লিওয়া (পতাকা) প্রকাশ করেন। এটিই হচ্ছে প্রথম দলীয় পত্রিকা যাতে থাকত জাতীয় স্বাধীনতার অগ্নিদীপ্ত আহবান ও ঔপনিবেশিক শক্তির উচ্ছেদ সাধনের জোরালো বক্তব্য। স্বদেশী দল (আল হিযব আল ওয়াতানী) এর অনুসরনে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও নিজনিজ দলীয় মুখপত্র হিসেবে পত্রিকা প্রকাশ করে। যেমন সংবিধানপন্থী মুক্তদল (حزب الأحرار الدستوريين) হিসব আল- আহরার আল দস্তরিয়্যীন (السياسة) আল-সিয়াসহ[১০] এবং প্রতিনিধী দল (حزب الوفد) হিয্ব আল- ওয়াফদ, (البلاغ) আল বালাগ পত্রিকা প্রকাশ করে ১৯২২ সনে।

১৮৮১ খ্রি. তাওফী পাশার সময়কালে প্রকাশনা ও মুদ্রণ শিল্পের ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। কেননা এ সময় সংবাদ পত্র অবাধ স্বাধীনতার সুযোগে বাড়াবাড়ী ও স্বেচ্ছাচারিতায় নিয়োজিত হয়েছিল অত: পর উরাবী বিপ্লব সাধিত হলে ইংরেজরা ১৮৮২ খ্রি. মিশর অধিকার করে। দৈনিক সংবাদ পত্র গুলো মিশরে স্থানান্ত রিত হওয়ার ফলে প্রকাশিত সংবাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সময় প্রথম আরবী সংবাদ পত্র (الزمان) আয যামান প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদনার দায়িত্ব পাল করেন (১৮৮৩- ১৮৮৪) (الهلال) আল-হিলাল পত্রিকার সম্পাদক। কিছুদিন এ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ায় এর সম্পাদক সাইপ্রাস গিয়ে ১৮৮৯ খ্রি. (ديق الشرق) দীক আল- শারক প্রকাশ করেন। কিন্তু এটি বেশীদিন টিকে থাকেনি, অত,পর উক্ত ১৮৮৯ সালেই (المقطم) আল-মুকাত্তাম সহ অন্যান্য দৈনিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত

[১০] ইবরাহীম আবদুহু, তাজ ও উর আল-সিহাফহ আল-মিসরিয়্যাহ, (কায়রো: সিজিলু-আল-আরব, ১৯৮২), পৃ. ৩৩৮-৩৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

(البرهان) আল- বুরহান (البيان) আল- বয়ান, (مرأة الشرق) মিরআতু আল-শরফ নামে প্রভৃতি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও প্রকাশিত হয়[১১]।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্যান ইসলামী আন্দোলনের পটূমিতে মিশরী অভিজাত শ্রেণী এবং ব্রিটিশ সরকার উভয়ই যে নতুন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করে তারই ফলস্বরূপ ১৯০৭ সালে মার্চ এপ্রিল মাসে (حزب الأمة) হিসব আল-উম্মাহ বা জনদল নামক একটি রাজনৈতি দল আত্ম প্রকাশ করে। এ দলের তাত্ত্বিক পরিচালক মুখপাত্র ছিলেন আহমদ লুৎকী আল-সায়্যিদ (মৃ-১৯৬০) এবং মুখপাত্র (الجريدة) আল-জারিদাহ (মার্চ- ১৯০৭-১৫) পত্রিকা এ দলের বড় অবদান মিশরীয় জাতীয় চেতনার উদ্ধোধন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ এবং দেশ প্রেম উন্মেষের ক্ষেত্রে এদল ছিল পথিকৃৎ। বিখ্যাত সাংবাদিক প্যান ইসলাম পন্থী শায়খ আলী য়ুসুফ (حزب الاصلاح علي المبادي الدستورية) হিযব আল- ইসলাহ আল মাবাদ আল দস্ত রিয়্যাহ নামক একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন। খেদিবের পূর্ন আশীবাদ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দলটির নামের প্রথম মাংশ (الاصلاح) আল- ইসলাহ (সংস্কার) শব্দ দ্বারা উদার মধ্যপন্থী (حزب الأمة) হিযব আল- উম্মাহ (জনদল) এর সংস্কারবাদী পথ অবলম্বন গৌরব অর্জন এবং (الدستورية) আল- দস্তরিয়্যাহ (সাংবিধানিক) শব্দ দ্বারা কামিলের চরম পন্থা পরিহারের আকাংখার প্রতিফলন ঘটে। খেদিভের নেতৃত্বে সংস্কার সাধন এবং মিশর হতে ইংরেজী সৈন্য প্রত্যাহার এ দলের চরম লক্ষ বলে নির্দেশ করা হয়। (المؤيد) আল-মুত্তয়াইয়িদ পত্রিকাটি এ দলের মুখপত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। ১৯০৭ সালের ২২ অক্টোবর আলেকজান্দ্রিয়ায় ছয় হাজার লোকের এক সমবেশে মুস্তফা কামিল (الحزب الوطن) আল- হিযব আল ওয়াতানী নামক মিশরের দ্বিতীয় অথচ সর্ববৃহৎ রাজনৈদিত দলের উদ্বোধন করেন। একই সালেল ৭ ডিসেম্বর

[১১]. জুরজী যায়দ, তারীখু আদাবি আল লুগাহ আল- আরায়্যিাহ, ৪র্থ খন্ড, (কায়রো: দারু আল হিলাল), পৃ. ৫৮-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত নবগঠিত দলের একটি সভায় (اللواء) আল- লিওয়া দলীয় মুখপত্র হিসাবে ঘোষিত হয়[১২]।

'ইংরেজরা মিশর দখল করে নিলে সংবাদ পত্র গুলো রাজনৈতি কারণে তিনটি পক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। (১) কোন কোন সংবাদ পত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে উসমানী সাম্রাজ্যের পক্ষ সমর্থন করে (২) কোন কোনটি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসিদের পক্ষ সমর্থন করে (৩) আবার কোন কোনটি ইংরেজদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। ইংরেজদের পক্ষাবল্বন কারী প্রথম পত্রিকা হচ্ছে (الزمان) আয্যমান। অতঃপর (المقطم) আল-মুকাত্তাম পত্রিকা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ফলে সাধারণ জনগণ এ পত্রিকার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। অতঃপর পরবর্তী বছরে আশ-শায়েখ আহমাদ মাদী এর পরিচালনায় ও আশা- শায়েখ আলী- ইউসুফের সম্পাদায় (المؤيد) আল মু'আয়য়দ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বদেশে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আল-মুআয়য়দ পত্রিকার বড় ধরণের প্রভাব রয়েছে। এ পত্রিকাটি ইসলামী পত্রিকা ও জাতীয় পত্রিকা প্রকাশের পথকে উন্মুক্ত করে। লর্ড ক্রোমারের শাসনাকালে প্রকাশনার নীতিমালা সহজ করায় সংবাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় ১৮৯২ খ্রি পর্যন্ত সময়কালে মিশরে সবচেয়ে বেশী সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়[১৩]।

১৮৯২-১৯০০ খ্রিঃ সময়কালে তৎকালীন আরব বিশ্বে প্রায় ১৫০টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অথচ ১৮৯২ খ্রি. সালের পূর্বে বিগত ৬৩ বছরে এত অধিক সংখক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। যা হোক পূর্বোক্ত আল-মুকাত্তাম এবং আল-মু'আয়য়িদ সংবাদপত্র দ্বয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে উষ্ণ বিতর্ক ও ঈর্ষা পরিলক্ষিত হয়। এ সময়কালে অনেক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সংবাদপত্রগুলোর কোনটি হয়

---

১২. শাওকী দয়ফ ম আ আল- আক্কাদ (কায়রো: দার আল- ম আরিফ, ১৯৮৮) ৫ম সংস্করণ, পৃ.২১-৮।
মুসা আনসারী, আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ৯২-১০৫।

১৩. জুরজী যায়দান তারীখু আদাবি আল- লুগাহ আল- আরাবিয়্যাহ, ৪র্থ খন্ড, (কায়রো: দারু আল-হিলাল, তা. বি.), পৃ. ৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

আল-মুকাত্তাম অথবা আল-মুআয়্যিদ এর পক্ষাবলম্বন করত, আল-মুকাত্তাম সংবাদ পত্রটি সর্বদা ইংরেজ অধিকারকে বৈধতা দানের পক্ষে লিখত। অপর পক্ষে আল-মুআয়্যিদ স্থানীয় জনগণকে জাতীয় জাগরণ ও সংস্কারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করত[১৪]।

১৯০০-১৯০১ খ্রিঃ সময়কালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠে। অটোমান সাম্রাজ্য ও ইসলামি খিলাফাতের ব্যাপারে গণমানুষের বক্তব্য জোরদার হয়। মুস্তফা কামিল তার (اللواء) আল-লিওয়া পত্রিকার মাধ্যমে ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের ব্যাপারে জণগণের মধ্যে জাতীয়তা বাদী অনুভূতির স্ফুরণ ঘটান তিনি সরকারের খোলামেলা সমালোচনা করতেন, এভাবে তিনি মিশরীয়দেরকে ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করেন। তিনি ইউরোপে গিয়েও বক্তব্য, বিবৃতি প্রভৃতির মাধ্যমে গণজাগরনের কাজ করে যান পরবর্তীতে উক্ত পত্রিকা আরবি, ফরাসি ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ সহ এটিকে একটি আর্থিক কোম্পানিতে রূপান্তরিত করেন। এ সময়কার সংবাদ পত্রগুলি ছিল নিম্নোক্ত শ্রেণীভূক্ত।

★ সংবাদপত্র গুলোকে আর্থিক কোম্পানিতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। এক্ষেত্রে মুস্তাফা কামিল অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে (المؤيد) আল- মুআহয়্যিদ পত্রিকাকেও আর্থিক কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়। এ ধারা বাহিকতায় মিশরীয় পন্ডিতরা একটি কোম্পানির মাধ্যমে আল-জারীদা পত্রিকা প্রকাশ করেন।

★ জাতীয় পত্রিকাগুলোর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে ৮ পৃষ্ঠায় উন্নীত হয়।

★ সংবাদপত্রের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণের স্ফুরণ ঘটায় এর পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে সংবাদপত্রগুলো জনগণের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনমুখী প্রাণ সঞ্চারের মুখপত্র হিসেবে কাজ করতে থাকে।

---

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

✱ জাতীয় পত্রিকাগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতোপূর্বে মিশরীয় আরবি সংবাদপত্রগুলো সিরিয়াবাসীর হাতে প্রকাশিত হত। অতঃপর তা মিশরীয়দের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে।

*সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র আসে।

✱ সরকারের উপর সংবাদপত্রের প্রভাব সৃষ্টি হয়।

✱ সংবাদপত্রগুলো শহরের গন্ডি পেরিয়ে মফস্বল বা গ্রামীণ পার্যায়ে থেকে ও প্রকাশিত হয়।

✱ সংবাদপত্রের সম্পাদক বৃন্দের সমন্বয়ে এ্যাসোসিয়েশন তৈরী হয়[১৫]।

১৯০০-১৯১৪ খ্রি. লর্ড ক্রোমার এবং তার পরবর্তী শাসকদের সময়কালে মিশরীয় সংবাদ পত্রগুলো সীমিত স্বাধীনতার কারণে সমালোচনা মুখর হয়ে উঠে। এ ব্যাপারে যুবক শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি হতে থাকে। সংবাদ পত্রগুলো ইংরেজ স্বার্থের বিরুদ্ধে লেখালেখি আরম্ভ করায় (اللواء) আল-লিওয়া (العلم) আল-ইলম মিসর আল-ফাতাত সহ প্রভৃতি জাতীয় পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। অপর দিকে নতুন পত্রিকা চালুর ব্যাপারে অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। ফলে অতি অল্প সংখ্যক পত্রিকা চালু থাকে।

মিশর হতে ইংরেজদের বিদায় নেয়ার সাথে সাথে সেখানে পার্লামেন্টারী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দলসমূহের আবির্ভাব ঘটে এবং সাথে সাথে সাংবাদিকতায় উৎফুল্লতার ভাব সৃষ্টি হয়। ফলে সংবাদ পত্র ও গবেষণা পত্রিকা সমূহ ব্যাপক হারে প্রকাশিত হতে থাকে। অন্যান্য পত্রিকা ছাড়াও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ও মাসিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ব্যাপকহারে প্রকাশিত হতে থাকে। এদের মধ্যে(المقتطف) আল-মুকতাতাফ নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। অনুরূপভাবে সাহিত্য পত্রিকা (الهلال) আল হিলাল, সাহিত্যের যথেষ্ট সেবা করেছে। সাপ্তাহিক (السياسة) আল-সিয়াসাহ এবং (البلاغ)আল- বালাগ বিশিষ্ট গবেষণা পত্রিকা ছিল। الكاتب، الكتاب، الرسالة

[১৫] জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবি আল- লুগাহ আল- আরাবিয়্যাহ, ৪র্থ খন্ডঃ (কায়রোঃ দারু আল হিলাল), পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

المصري এবং الثقافة অসাধারণ প্রভাব সম্পন্ন গবেষণা পত্রিকা আরবী সাংবাদিকতার দিগন্ত উদীয়মান নক্ষত্রের ন্যায় ছিল। এসব সংবাদ পত্র ও রিসালার মধ্যে রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সমালোচনামূলক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হতো। এর মধ্যে এমন অনেক নতুন নতুন ভিন্ন-ধর্মী বিষয়বস্তুর ওপর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো যার পুরাতন সাহিত্যের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। পুরাতন সহিত্যের সকল ভান্ডার অধিকাংশ শাব্দিক যাদু খেলার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু আরবী সাংবাদিকতা এই দৈন্য ও শুন্যতাকে পরিপূর্ণ করে তার মধ্যে জীবনের বিষয় সমুহকে অন্তভূক্ত করে মাননীয় অনুভূতি ও উদ্দীপনা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা প্রাণবন্ত করে তোলে। নিসঃসন্দেহে পাশ্চাত্য সংবাদ পত্র ও সাহিত্যের ফলশ্রুতি হিসেবে আরবদের এসকল পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়। সাংবাদিকতার মাধ্যমে সাংবাদিকরা বিদ্বান ও শাসক গোষ্ঠীর পরিবর্তে সাধারণ লোকদের প্রতি আহবান জানান। তৎকালে মিশরে আরবী সংবাদ পত্র ম্যাগাজিন গুলোতে বিদেশীদের নির্যাতন, জুলমের এক অনন্য বর্ণনার চিত্রতুলে ধরা হলে সকল মানুষ বিদেশীদের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়াতে একত্ববদ্ধ হয়। মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্ধ পূর্ণ সম্পর্ক চিন্তাধারা সাহিত্য ও সামাজিকতার ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে[১৬]।

[১৬] সৈয়দ ইহতিশাম আহমদ নদভী, জাদীদ আরবী আদব কা, ইরতিকা (হায়দারাবাদ: চারকামান ন্যাশনাল ফাইল প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৭৯), পৃ. ২৩-২৫; শাওকীব দয়ক পৃ. ৩০-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

মিশরে প্রবন্ধ লিখন

তৎকালে মিশরে প্রবন্ধলেখা মিশরে অসাধারণ উন্নতি লাভ করে যার নিদর্শন সামাজিক পরিষদে রূপ লাভ করে। সুতরাং এসব প্রবন্ধের প্রভাব আরবী পালার বিদ্রোহের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগাণীর রাজনৈতিক আবদুল্লাহ নাদীমের উত্তেজনাপূর্ণ- এবং মুহাম্মদ আবদুহুর সংস্কারমূলক সমূহ সৃষ্টি করেছে তার দৃষ্টি ভঙ্গির ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন এনেছে। এজন্য জামালুদ্দীন আফগানীকে মিশর ত্যাগ করতে হয়েছে। মুহাম্মদ আবদুহকে দেশান্তর করা হয়। এবং আবদুল্লাহ নাদীম আত্ম গোপন করতে বাধ্য হন। নাদীমের প্রবন্ধ গুলোতে সম্বোধন ও স্বদেশী অনুপ্রেরণার এক উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত। এর মধ্যে যেমন রয়েছে ব্যঙ্গ, তেমনি আবার আনন্দ ও। সঙ্গে সঙ্গে এরা বিদ্রোহ ও স্বাধীনকতার জীবানু ও বহণ করে। এতে সংস্কারের ভাব ও অনুভূত হয়। শেখ মুহাম্মদ আবদুহর প্রবন্ধ গুলোতে সম্বোধন কম কিন্তু ভাব-গাম্ভীযের সাথে ধর্মীয় সংস্কার ইসলামের সামাজিক সমস্যা সমূহ ও স্বাধীনতার আহবান প্রকাশে পেয়েছে।

এন্তরের পর আবার মুস্তফা কামিল শেখ আলী ইউসুফ এবং লুৎফী আল-সায়্যিদ প্রমুখ লেখকদের প্রবন্ধ আমলে আসে। মস্তুফা কামিল "জরীদা" ও "আল-লিওয়া" নামাক সাময়িকী গুলোতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রবন্ধ অধিক পরিমাণে লিখেছেন। তাদের প্রবন্ধ গুলো স্বাধীনতার বানী বহন করতো। শেখ আলী ইউসুফ আল- মুআয়্যাদ নামক রিসালায় ইসলাম ও প্রাচ্যের প্রতিরোধের পক্ষে খুব জোরালো প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও মাতৃভূমির অনুপ্রেরা দ্বারা প্রবন্ধগুলোতে নতুন ভাবে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। লুৎফী আল-সায়্যিদ জাতীয় সংস্কারমূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে ঘুমন্ত আরব জাতিকে জাগ্রত করতে সফল চেষ্টা করেন। এ সফল দলের মধ্যে মুস্তাফা লুৎফী আল- মানফুলুতীর নাম প্রণিধানযোগ্য তিনি বিশেষ রচনাশৈলীর দ্বারা তার প্রবন্ধকে অন্যান্য প্রবন্ধ থেকে বৈশিষ্ট্যময় করে তোলেন। তাঁর 'আল-নাযিরাত' প্রবন্ধ খানা প্রাশ্চাত্য ধারায় প্রবন্ধ লেখার সকল

Dhaka University Institutional Repository

গুণাবলীর দাবীদার। মোটকথা মানফলুতীর প্রবন্ধে দারিদ্র, আমিরী সামাজিক অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুন্দর দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।

এর পরবর্তী যুগে দুজন অসাধার গরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখক আরবী সাহিত্যে আর্ভিভূত হন। যাঁদের প্রবন্ধ বিজ্ঞান ও সাহিত্য চিন্তা ও তত্ত্বকে দীপ্তিমান করেছে এবং চিন্তার দিগন্তকে উদীয়মান করেছে, তাঁরা হলেন আহমদ আমীন এবং মুস্তফা সাদিক আল-রাফিয়ী, আহমদ আমীনের প্রবন্ধগুলো ফয়দ আল-খতিবের নামে প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রবন্ধ সাহিত্য ও সমালোচনা তথা ইসলামী বিষয়ে ব্যাপকভাবে লিখিত আধুনিক যুগের সকল প্রবন্ধকারের ওপর তাঁর প্রাধান্য রয়েছে। তাঁর প্রবন্ধগুলো সাদাসিধে ও চিত্তা কর্ষক ছিল। আহম আমীন শিল্প হিসেবে প্রবন্ধের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিতে পেয়েছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখক হলেন মুস্তফা সাদিক আল- রাকিয়ী। তিনি ওয়াহই আল- কলমে উৎকৃষ্ট 'মাকামাতের' একটি গরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। রাফিয়ীর প্রবন্ধ উচ্চ চিন্তা ভাবনার অবতারণা করেছে। ফলে তার রচনা শৈলী চিত্তাকর্ষণ ও মনমাতানোর দিক থেকে আহমদ আমীনকে ছেড়ে গিয়েছে। রাকিয়ী তাঁর প্রবন্ধগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেছে। তার প্রত্যেক প্রবন্ধে রচনা শৈলীর সৌন্দর্য পূর্ণচন্দ্রিমার ন্যায়। উজ্জ্বলতা ও স্নিগ্ধতার এক উৎস হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। রচনাশৈলীর সৌন্দর্য তাঁর প্রবন্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে। অতপর এর সাথে উন্নমানের চিন্তাধারাও দার্শনিক তত্ত্বসোনায় সোহাগা করে দিয়েছে।

হিজরীর চতুদশ শতাব্দীর ত্রিশ-পঞ্চাশ দশকের সময় কালে মিশরীয় প্রবন্ধ সাহিত্য নতুন স্তরে উন্নীত হয়। এ পর্যায়ের প্রবন্ধ সমূহ সংবাদ পত্রের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্রের অনুগত হয়ে বহুলাংশে রাজনীতি বিষয়ক হলে ও এর অঙ্গন আরো ব্যাপকতর হয়। রাজনৈতিক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সমাজের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত হতে থাকে। ফলে এ সময়কালের সাংবাদিকতা তথা প্রবন্ধ সাহিত্যের দুর্নিয়ার ও জীবন ঘনিষ্ট আবেদনে সাড়া দিতে গিয়ে জন্ম হয় মুস্তফা আল-সাদিক

Dhaka University Institutional Repository

আল রাফিয়ার[১৭]। এমনি ভাবে মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কাল, ত্বহাহুসায়ন, আবদুর রহমান, শুকরী ইব্রাহীম আব্দুল কাদির, আল মাযিনী ও আব্বাস মাহমুদ আর-আক্কাদের মত প্রথিত যথা লেখকাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে, যারা কেবলমাত্র স্বদেশ নয় বরং আরব বিশ্বের সর্বত্র তাঁদের সংস্কারের বাণী ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় [১৮]।

অতপর আরবী প্রবন্ধ সাহিত্যের বিষয় বস্তুগত ব্যাপ্তি আরো বিস্তৃত হয়। এক্ষেত্রে কেবল সমাজ রাজনীতি নয় বরং ধর্ম দর্শন সহ জীবনের সকল লৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়বস্তু সমূহ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হিসেবে সমাদৃত হয়। পূর্বোল্লেখিত ব্যক্তিরা ছাড়া ও মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল, যাকী আব্দুল কাদির,

মুস্তফা আমীন, আলী আমীন জামাল, প্রমুখ ব্যক্তি নতুন ধারার প্রবন্ধ কাফেলার সাথে সম্পৃক্ত হন, তবে সাধারণের ভাষায় ব্যবহৃ শব্দ ও বিদেশী শব্দের প্রয়োগ এবং প্রাবন্ধের আকার আকৃতি সম্পর্কে এক ধরনের নিলিপ্ততা এ পর্যায়ে প্রবন্ধ সাহিত্যে নতুন উপসর্গ হিসেবে যুক্ত হয় [১৯]। অপর দিকে শাম (বর্তমানে সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিন ও লেবানন) অঞ্চলের প্রবন্ধচর্চা ছিল লক্ষনীয়ভাবে গতিশীল। এক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং এ অঞ্চলে খ্রীষ্টান মিশনারীর জোর তৎপরতাই এর কারণ। খ্রীষ্টানেরা তাদের বক্তব্য প্রচারের জন্য সংবাদত্রের আশ্রয় নিলে পরবর্তী পর্যায়ে অঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলশ্রুতিতে প্রবন্ধ সাহিত্যের অঙ্গণ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে।এক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যেগা আল তাকাদুম, আল নাজাহ, হাদী কাতুল আখবার প্রভৃতি সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এ পর্যায়ের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে বুতরুস আল বুস্তানী (১৮১৯-১৮৮৩), সুলায়মান আল বুস্তানী (১৮৫৬-১৯২৫), ইউসুফ আল অসীর (১৮৯১-১৯১৬)উল্লেখযোগ্য।

---

[১৭] ইউসুফ কাওকান আলামু আল-নাছর ওয়াআল শিরকী আল আসর আল- আরাবী আর-হদীছ, খন্ড নং-৩, পৃ. ১২-১৫, হান্না আল ফাখুরী আল জামিফী তারিখিল আল আদাব আল- আরাবী; পৃ. ৩১০

[১৮] মুহাম্মদ বিন সাদবিন হুসায়ন, আল-আদাব আল-হাদীছ, পৃ. ২৩৮-২৪০।

[১৯] প্রাগুক্ত পৃ, ২৪০

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রখ্যাত লেবাননী সাহিত্যিক আব্দুল গণি উরাসী (১৮১৯-১৯১৬)[২০]। প্রবন্ধ সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের নিরলস প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলে মিশরীয় প্রবন্ধের তুলনায় লেবাননী প্রবন্ধ সাহিত্যের উৎকর্ষ ও গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। প্রবন্ধের ন্যায় কথা সাহিত্যে লেবাননীদের অগ্রণী ভূমিকা মূলত আরবী সাহিত্য, শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পৃক্ততার ফসল। যদিও লেবাননী জীবন ধারার নিম্নমুখীতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে তাঁরা মিশরসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অভিবাসী হতে বাধ্য হন, তবুও তাঁরা সেখানে ও সাহিত্য ও শিক্ষা সাংস্কৃতির অঙ্গনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে [২১]।

এ সকল প্রবন্ধকার ছাড়াও সকল উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক "রিসালা" লিখতেন। তাঁদের মধ্যে আল আক্কাদ, ত্বাহা হুসাইন, মুহাম্মদ হুসান হায়কাল, ও আব্দুল কাদির আল মাগিনীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাঁরা প্রবন্ধের কলাশিল্পের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং নিজ নিজ প্রবন্ধ গুলোকে সমালোচনা মূলক ও সাহিত্য মূলক প্রবন্ধে পরিণত করতে সচেষ্ট ছিলেন [২২]।

ঔপবিশীকতার বিরুদ্ধে গঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হিসেবে সাংবাদপত্রের বিকাশ

মিশরীয়রা যখন ইংরেজ ঔপবিশিকতার (১৮৮২-১৯১৪) বিরুদ্ধে ভাবাপন্ন হয়ে উঠে, তখন তারা ঔপনিবেশিকতার অবসান কল্পে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। এ সব সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অসীম। কেননা প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠনের মুখপত্র

---

[২০] আল মুনজিদ ফী আল-লুগাহ ওয়া আল আলাম, পৃ. ৩৭৪

[২১] মুহাম্মদ বিন সাদ বিন, হুসয়ন, আল-আহাব আল-হাদীছ, পৃ. ২৩৮।

[২২] শাওকী দয়ক, আল- আদব আল- আরবী, পৃ. ২০৫-২০৭, ইহতিশাম নদভী, পৃ. ২৬-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে একটি কতিপয় বুদ্ধিজীবি নিয়োজিত থাকতেন। আল- শায়েখ আল-ইউসুফ (১৮৮৯-১৯১৩) হিযব আল-ইসলাহ্ নামক সংগঠনের মতাদর্শ المؤيد (আল-মু'আয়য়াদ) পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করতে করতেন। আপর দিকে মুস্তফা কামিল আল-হিযব আল-ওয়াতানী সংগঠরে মতাদর্শ اللواء আল লিওয়া নামক পত্রিকার এবং লুৎফী আল-সাইয়্যিদ (১৮৭২-১৮৯৪) তার হিযব আল-উম্মাহ (জনদল) এর পক্ষে الجريدة(আল- জারীদাহ) পত্রিকায় বহু বৈচিত্র্য পূর্ণ প্রবন্ধ বচনা করে বুদ্ধিজীবি মহল জনসাধারণকে সংগঠিত করতে সক্ষম হন। এ পর্যায়ের প্রবন্ধ সমূহের ভাষা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণ অসন্তোষকে তীব্রতর করার প্রয়োজন আরো শক্তিশালীও বলিষ্ঠ হতে দেখা যায় [২৩]।

এসকল সংগঠন মিশরে জাতীয় স্বাধীনতা ও স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম দেয়। পক্ষান্তরে মিশরে ইংরেজদের অনুপ্রবেশের পর থেকে জাতীয় আন্দোলন পূর্ণাঙ্গরূপে আত্ম প্রকাশ লাভ করে। এসব ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আধুনিক আরবী সাহিত্য সম্পূর্নভাবে প্রভাবান্বিত হয় [২৪]।

মিশরকে কেন্দ্র করে ফরাসী ও ইংরেজদের পারস্পরিক শক্তির পরীক্ষা চলতে থাকে যা সংস্কৃতি ও সভ্যতার ওপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। ফরাসী ভাষা ব্যবসা বাণিজ্য সামাজিক ও শিক্ষাজীবনের ব্যাপক ভূমিকা রাখে, নেপোলিয়ান বলেছিলেন, ফরাসী ভাষা শিক্ষালাভ করে কেননা এর দ্বারা মাতৃভূমির সেবা করা হয়। ফলে অসংখ্যা স্কুল ও কলেজে ফরাসী ভাষা শিক্ষাদেয়া হয়। সমস্ত কাজ কর্ম ও অফিস আদালতে ফরাসী ভাষা প্রচলিত ছিল। ফরাসীগণ তাদের ভাষার প্রভাব ক্ষুন্ন হবে তা কিছুতেই মানতে পারেনি। অন্যদিকে লর্ড ক্রমার মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেই অনুভব করলেন যে, সর্বপ্রথম ফরাসী প্রভাব শেষ করে ইংরেজী ভাষার প্রভাব বিস্তার করা প্রয়োজন। অন্যথায়, সম্পূনরূপে ইংরেজীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবেনা, সুতরাং

---

২৩. মুহাম্মদ বিন সাদ বিন হুসায়ন, আল-আদব আল- হাদীছ পৃ. ২৩৮
২৪. শাওকী দয়ক, পৃ. ১৪-১৬; সৈয়দ ইহতিশাম নদভী, পৃ. ১৫-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সর্বপ্রথম শিক্ষাপ্রতিনিধি ইউরোপে, বিশেষ করে, ফ্রান্সে পাঠানো বন্ধ করলেন! কেননা এর দ্বারা মিশরে জাতীয় চেতনার ব্যাপক উল্লেখ ঘটেছিল। অত:পর তিনি শিক্ষার মাধ্যমে ফরাসী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা করলেন, ফলে, সাধারণ ছাত্রদের অনেক কে জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। এরপর প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী ভাষাকে বাধ্যতা মূলক করা হয়। রাষ্ট্রের প্রতিটি চাকুরীর জন্যে ইংরেজী জানা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এসব পদক্ষেপের ফলে ফরাসী ভাষায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। ফরাসী ও ইংরেজীদের মধ্যে একটি চুক্তি হলো যে, মিশরে যে সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সর্বপ্রথম ফরাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলো বহাল রাখা হবে। এর ওপর ভিত্তি করে ছাত্র সমাজ ফরাসী ভাষা শিখতে থাকে এবং ব্যবসা জগতে এ ভাষা বহাল থেকে যায় [২৫]।

মিশরকে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তিদানে যে সকল পত্র পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত সারণি নিম্নে প্রকাশ করা হল [২৬]।

সংবাদপত্রের নাম	প্রকাশকাল	সংবাদপত্রের নাম	প্রকাশকাল
العيوب	১৮৮৫	الحقائق	১৯১৯
نزهة الافكار	১৮৬৯	ابو الهول	১৯২০
روضة المدارس	১৮৭০	الأخبار	১৯২০
الكوكب الشرقي	১৮৭৩	الاستقلال	১৯২১
حديقة الأخبار	১৮৭৭	الساعة	১৯২১
الوطن	১৮৭৭	السياسة	১৯২২
المصر	১৮৭৮	الاستور	১৯২২
المجروسة	১৮৮০	البلاغ	১৯২৩

২৫. ইহতিশাম নদভী, পৃ. ১৮, শওকী দয়ক, পৃ. ১৫

২৬. ড. মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, মুসলিম বিশ্বে সংবাদ পত্রের ইতিবৃত্ত ও বিকাশধারা, (কুষ্টিয়া, তাওসীফ পাবলিকেশন্স, চৌড়হাস ফুলতলা, ২০০৪) পৃ. ২৫.৬৪

Dhaka University Institutional Repository

وادي النيل	١٨٨٦	الشوري	١٩٢٠
المقطم	١٨٨٩	اخر ساعة	١٩٢٤
المؤيد	١٨٨٩	المصري	١٩٣٦
الهلال	١٨٩٢	اخبار اليوم	١٩٤٦
لسان العرب	١٨٩٠	الزمان	١٩٤٩
المشير	١٨٩٠	اخوان المسلمين	١٩٤٨
البصير	١٨٩٩	الجمهورية	١٩٥٣
الاهرام	١٨٩٨	القاهرة	١٩٥٣
اللواء	١٩٠٠	الشعوب	١٩٥٦
وادي النيل	١٩٠٨	المساء	١٩٥٦
الجريدة	١٩٠٨	وطني	١٩٥٨
المنير	١٩١٨		

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ঔপনিবেশিক মিশরের বিখ্যাত সাংবাদিক ও তাঁদের সাংবাদিকতা

ভূমিকা

আরবি সাহিত্যে পুনর্জাগরণ সৃষ্টিতে সংবাদ পত্র বা সাংবাদিকতার ভূমিকা অনন্য। খ্রিস্টপূর্ব ৯১১ সালে চীনদেশে সাংবাদিকতার উন্মেষ এবং খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে জুলিয়াস সিজার এর সময়কালে রোমান সাম্রাজ্যে Acta Duria শীর্ষক সংবাদপত্রের প্রকাশ ঘটলেও বাস্তবে আধুনিক সাংবাদিকতার সূচনা হয় খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপের জার্মানিতে। সেখানে Gazetta নামে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৫৩৬ সালে। ইংরেজী ভাষায় সাংবাদিকতার সূচনা হয় ১৬২২ সালে এবং ফরাসি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৬৩১ সালে।[১] আরবি ভাষায় সাংবাদিকতার সূচনা হয় ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি[২] এর মিশর ও নিকটপ্রাচ্য আক্রমণের পর। ইতোপূর্বে মিশরবাসী তথা সমগ্র আরববিশ্ব সাংবাদিকতা সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

ফরাসি আক্রমণোত্তর মিশরে ফরাসিগণ নিজেদের ভাষায় দুটি সংবাদপত্র চালু করে। একটি গবেষনাসা সংবলিত বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা Le Decade Egyptienne এবং অন্যটি রাজনৈতিক পত্রিকা Corrier de l'Egypte। এগুলি সরকারি প্রকাশনা সংস্থা থেকে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হতো। ফলে আরববিশ্ব সাংবাদিকতার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করলেও পত্রিকা দুটি

---

[১] জুরযী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরারিয়্যাহ (মিশর: দারুল হিলাল, ৪র্থ খন্ড, প্রকাশ কালের উল্লেখ নেই), পৃ ৫১

[২] নেপোলিয়ান বোনাপার্টি (১৭৬৯-১৮২১) দিগ্বিজয়ী সেনানায়ক। বোনাপার্টি ফ্রান্সে লেখা-পড়া শেষ করে সেনাবাহিনীর অফিসার পদে ১৭৮৫ সালে যোগদান করেন। তাঁকে ১৭৯৩ সালে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত করা হয়। David Thomson, Book Since Napolion (England: penguin Group, 1990), p 55, 86-7.

Dhaka University Institutional Repository

আরবজনগণের উপর তেমন প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি।[৩] অবশ্য ফরাসিরা আল হাওয়াদিস (ঘটনাবলি) অথবা আল তনবীহ (সতর্কীকরণ) শীর্ষক আরবি পত্রিকা বের করেছিল[৪] যার মাধ্যমে দেশবাসীকে ভীতিপ্রদর্শন এবং তাদের আনুগত্য আদায়ের প্রচেষ্টা বিদ্যমান ছিল।

পরবর্তীকলে খেদিব মুহাম্মদ আলী[৫] ক্ষমতাসীন হয়ে জরনল আল খিদয়ুবি নামে আরবি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা ১৮২৮ সারে শায়খ আক্তার ও শায়খ শিহাস আল দীন এর সম্পাদনায় আল ওয়াকায়ি আল মিশরিয়্যাহ (মিশরীয় ঘটনাবলী) নামে সরকারি পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। প্রথম দিকে পত্রিকাটি তুর্কি ও আরবি ভাষায় প্রকাশিত হতো। পরে রিফাআত আল তাহতাবি[৬] যখন এর সম্পাদক নিযুক্ত হন তখন পত্রিকাটি শুধু আরবি ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে। এতে সরকারি বিধি নিষেধ, সরকারি সংবাদ ও ঘটনাবলি প্রকাশের প্রতি গুরুত্বারোপের পাশাপাশি সমাজ ও শিল্পসাহিত্য বিষয়ক আরোচনা স্থান পেত। প্রায় সিকি শতাব্দী পর্যন্ত শিমরসহ আরববিশ্বে এটি ছাড়া আর কোন সংবাদপত্রের অস্তিত্ব ছিল না।[৭]

মিশরে আল ওয়াকিয়ি আর মিশরিয়্যাহ প্রকাশের দীর্ঘদিন পর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৫৭ সারে তৎকালীন অটোমান সম্রাটের রাজনৈতিক

---

[৩] তুলনীয়: মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, 'আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' সাহিত্য পত্রিকা, ত্রিংশ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা, কার্তিক-১৩৯৩, পৃ

[৪] ড. মুহম্মদ ইবন সা'দ ইবন হুসায়ন, আল-আদব আল-আরবী ওয়া তারীখুহ (সৌদি আরব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৫ম সংস্করণ, হি ১৪১২), পৃ ৭

[৫] মুহাম্মদ আলী পাশা (১৭৬৯-১৮৪৭): নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মিশর ত্যাগের পর ১৮০৫ সালে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি একজন উচ্চাভিলাষী ও প্রতিভাবান শাসনকর্তা হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আলী ম্যাসিযেনিয়ার কাভালা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনীয় বংশোদ্ভুত সাধারণ সৈনিক মুহাম্মদ আলী সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা গুণে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ১৭৯৯ সালে একটি বৃহৎ বাহিনী পরিচালনা করে জনসাধারণের নজরে পড়েন। ১৮০৫ সালে তিনি মিশরের গভর্নর নিযক্ত হন Encyclopaedia Britanica, V.7 P-85, 722-24

[৬] রিফা'আত আল-তাহতাবী: হযরত হুসয়নের বংশধর আল-তাহতাভী ১৮০১ সালে মিশরের জন্ম গ্রহণ করেন। জামি 'আল-আযহরে ভাষা, ফিকহ ও আল হাদীসের উপর অধ্যায়ন মেষে ফ্রান্সে গমন করেন। সেখানে ইতিহাস ও ভূগোলশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করে মুহম্মদ আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনুবাদ কেন্দ্রের প্রধান পদে নিযুক্ত হয়ে প্রচুর বিজ্ঞান ও সমরশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[৭] মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৩ শওকী দয়ফ, আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিশর (কায়রো: দার আল-ম'আরিফ, ১৯৮৩), পৃ ১২-১৮, ৪১-৫৭

Dhaka University Institutional Repository

স্বার্থসমর্থক হিসেবে আল সালতানাত (রাজত্ব) শীর্ষক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। তৎকালীন মিশরীয় জনগণের শিক্ষার মান আশানুরূপ না থাকায় উক্ত পত্রিকাটি সুলতানের স্বার্থ সমর্থনের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়। ফলে কয়েক সংখ্যা পরেই এটি বন্ধ হয়ে যায়।[৮]

আল সালতানাত প্রকাশের পর প্রায় দশ বছর দ্বিতীয় কোন জাতয়ি সংবাদপত্র প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য মিশরের জনগণের হয়নি। ইত্যবসরে মিশরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ইসমাঈল পাশা।[৯] তার ক্ষমতার সূচনালগ্নেই ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্যিক রূপ পরিলক্ষিত হয় মিশরে। ফলে জাতীয় সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ পরিদৃষ্ট হয়। এর প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে ১৮৬৫ সালে ইবরাহীম আল-দসূকী (খ্রি. ১৭৮৯-১৮৪৮) এর সম্পাদনায় মাসিক চিকিৎসা সাময়িকী আল ইয়াসুব (পুরুষ মৌমাছি) প্রকাশিত হয়। এর দুবছর পর ১৮৬৭ সালে আল তাহতাবী এর অন্যতম শিষ্য জনৈক আবদ আল্লাহ আবু আল সাউদ আল মিশরী ওয়াদী আল নীল (নীল উপত্যকা) নামে অর্ধ সাপ্তাহিক একটি বেসরকারি রাজনৈতিক পত্রিকা বের করেন। এতে রাজনীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা থাকতো।[১০] অতঃপর ১৮৬৯ সালে ইবরাহীম আল মুআইলিহী (১৮৪৬-১৯০৬) ও মুহাম্মদ উসমান জালাল (১৮২৮-৯৮) এর সম্পাদনায় কায়রোতে নুযহাত আল আফকার (চিন্তার প্রমোদভ্রমণ) প্রকাশিত হয়। এর প্রতিটি সংখ্যায় শাসক গোষ্ঠীর সমালোচনাসমৃদ্ধ পাঠকদের লেখা সন্নিবেশিত হতো ফলে দুসংখ্যা প্রকাশের পরই খেদিব ইসমা'ঈলের নির্দেশে তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭০ সালে রাওদাত আল মাদারিস (মতাদর্শের উদ্যান) নামক একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিথ হয়। এর মধ্যে বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রবন্ধ ছাপা

---

[৮] আবদ আল'আযীয শরফ, ফন আল-মকাল আল-সহফী (কায়রো: আল-হাইয়্যাত আল-আম্মাহ লিল কিতাব, ১৯৮৯), পৃ ২১

[৯] ইসমা'ঈল পাশা (১৮৩০-৯৫) ৩০ ডিসেম্বর ১৮৩০ সালে তিনি কায়রোয় জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক প্রথমিক বিদ্যালয়ে আরবী, ফার্সি ও তুর্কি ভাষা শিখে মাত্র ১৪ বছর বয়সে ভিয়েনায় যান। দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ ই. ফা বা. ৫/২৬০-২

[১০] তু আবদ আল-আযীয শরফ, প্রাগুক্ত, পৃ ১২

Dhaka University Institutional Repository

হতো এবং পরিভাষার গঠন প্রণালীর উপর আলোকপাত করা হতো। আল মুবারক (১৮২৩-৯৩), রিফা'আত আল ত্বাহতাবী, আবদ আল্লাহ পাশা ফিকরী (১৮৩৪-৯০) এর ন্যায় বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন এর নিয়মিত লেখক। [১১]

সিরিয়ার বহু স্বাধীনচেতা দক্ষ সংবাদিক ফরাসি উপনিবেশের শৃঙ্খল থেকে পালিয়ে মিশরে আশ্রয় নেয়। তাদের মধ্যে সালাম পাশা হামাবী ১৮৭২ সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় আল কাওকাব আল শারক্বী (প্রাচ্য-তারকা) পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭৫ সালে সালীম (১৯৪৯-৯২) ও বাশার তক্বলা (১৮৫২-১৯০১) ভ্রাতৃদ্বয় প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া ও পরে কায়রোরয় ব্যবসায়ী সমাজের মুখপত্র হিসেবে আল-আহরাম (পিরামিড) পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭৭ সালে জনৈক মিখাইল আফিন্দী আবাদ আল সায়্যিদ আল ওয়াতন (মাতৃভূমি) প্রকাশ করেন। একই সালে আদীব ইসহাক এর সম্পাদনায় মিশর নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[১২]

১৮৭৫ সালের পূর্বে মিশরীয় সংবাদপত্র কার্যত সরকারি আদেশ নির্দেশসংবলিত ফরমান, বিধি-বিধান ও অনুশাসন প্রচারের মাধ্যম হিসেবেই পরিগণিত হতো। উপরন্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, বিধি বিধান ও অনুশাসন প্রচারের মাধ্যম হিসেবেই পরিগণিত হতো। উপরন্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক যে সকল প্রবন্ধ পকাশিত হতো সেগুলিতে সরকারি নীতির প্রতিফলন ছিল পূর্ণমাত্রায়। স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার তথা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল কল্পনার বিষয়।

১৮৭৬ সারে সিরীয় দু যুবক ইয়াকুব সররূপ (১৮৫২-১৯২৭) ও ফারিস নমর (১৮৫৬-১৯৫১) কর্তৃক বৈরুতে প্রকাশিত হয় মাসিক আল মুক্বতাতাফ (নির্বাচিত)। পত্রিকাটি ১৮৮৫ সালে কায়রোয় স্থানান্তর করা হয়। ১৮৮৯ সালের শুরতে এ দু যুব

[১১] তু. প্রাগুক্ত
[১২] তু. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

জনৈক শাহীন মুকারিউস এর সাথে যৌথভাবে সৈনিক আল মাকতাম প্রকাশ করেন।[১৩]

ঔপনিবেশিক মিশরের জনগণ এমন একটি সংবাদপত্রের প্রকাশনা কামনা করছিল যার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ উন্মোচনের সঙ্গে জাতীয় আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়। বলতে গেলে এ আকাঙ্খা থেকেই আলী ইউসুফ (১৮৬৩-১৯১৩) ও শায়খ আহমদ মাদী-র সম্পাদনায় আল মুয়াইয়িদ (১৮৮৯) প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী চেতনার মুখপত্র। এর লেখকদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫), স'দ যগলুল (১৮৫৭/৬০-১৯২৭), কাসিম আমীন (১৮৬৫-১৯০৮), মুস্তফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮) প্রমুখ।

১৯০০ সালে মুস্তফা কামিল আল-লিওয়া (পতাকা) প্রকাশ করেন। এটিই হচ্ছে প্রথম দলীয় পত্রিকা যাতে থাকত জাতীয় স্বাধীনতার অগ্নিদীপ্ত আহবান ও ঔপনিবেশিক শক্তির উচ্চেদ সাধনের জোরালো বক্তব্য। স্বদেশী দল (আল-হিযব আল ওয়াতনী) এর অনুসরণে অন্যান্য রাজনৈতিক দল নিজ নিজ দলীয় মুখপত্র হিসেবে পত্রিকা প্রকাশ করে। যেমন,সংবিধানপন্থী মুক্ত দল (হিযব আল আহরার আল-দস্তরিয়্যীন) আল সিয়াসহ[১৪] এবং প্রতিনিধি দল (হিযব আল ওয়াফদ) আল বালাগ পত্রিকা প্রকাশ করে ১৯২২ সনে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্যান-ইসলাম আন্দোলনের পটভূমিতে মিশরীয় অভিজাত শ্রেণী এবং ব্রিটিশ সরকার উভয়ই যে নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করে তারই ফলস্বরূপ ১৯০৭ সালে মার্চ এপ্রিল মাসে হিযব আল উম্মাহ (জনদল)নামক একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। এ দলের তাত্ত্বিক পরিচালক ও মুখপাত্র

---

[13] তু. প্রাগুক্ত

[14] ১৯২২ সালে আল-সিয়াসা (রাজনীতি) নামে পত্রিকা প্রকাশের বেশ পূর্বে ১৯০৪ সালে আল-মুসভ্যারহ (সচিত্র রাজনীতি), ১৯০৮ সালে আল-মাবাহিস আল-সিয়াসিয়্যহ (রাজনৈতিক আলোচনা) এবং আল-মাবাহিস আল-সিয়াসহ আল-মুসাভ্যরহ (সচিত্র রাজনৈতিক আলোচনা) নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তবে এগুলি সঙ্গত কারনেই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তু. ইবরাহীম আবদুহু, তাতাওউর আল-সিহাফহ আল-মিসরিয়্যহ (কায়রো: সিজিলু-কআল-আরব, ১৯৮২), পৃ ৩৩৮-৩৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন আহমদ লুৎফী আল সায়্যিদ (মৃ. ১৯৬০) এবং মুখপত্র আল-জারীদহ (মার্চ ১৯০৭-১৫) পত্রিকা। এই দলের বড় অবদান মিশরীয় জাতীয় চেতনার উদ্বোধন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম উন্মোষের ক্ষেত্রে এই দল ছিল পথিকৃৎ। বিখ্যাত সাংবাদিক প্যান-ইসলামপন্থী শায়খ আলী যুসুফ হিযব আল ইসলাহ আলা আল মাবাদী আল দস্তরিয়্যাহ নামক একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন। খেদিবের পূর্ণ আশীর্বাদ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দলটির নামের প্রথমাংশ আল ইসলাহ (সংস্কার) শব্দ দ্বারা উদার মধ্যপন্থী হিযব আল উম্মহ (জনদল) এর সংস্কারবাদী পথ অবলম্বনের গৌরব অর্জন এবং আল দস্তরিয়্যহ' (সাংবিধানিক) শব্দ দ্বারা কামিলের চরম পন্থা পহিারের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। খেদিবের নেতৃত্বে সংস্কার সাধন এবং মিশর হতে ইংরেজ সৈন্য প্রত্যাহার এই দলের চরম লক্ষ্য বলে নির্দেশ করা হয়। আল মুওয়াইয়িদ পত্রিকাটি এ দলের মুখপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯০৭ সালের ২২ অক্টোবর আলেকজান্দ্রিয়ায় ছয় হাজার লোকের এক সমাবেশে মুস্ত ফা কামিল আল হিযব আল ওয়াতনী নামক মিশরের দ্বিতীয় অথচ সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের উদ্বোধন করেন। একই সালেল ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবগঠিত দলের একটি সভায় আল লিওয়া দলীয় মুখপত্র হিসেবে ঘোষিত হয়।[১৫]

উপর্যুক্ত পত্র পত্রিকার পাশাপাশি রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক বহু সাময়িকী প্রকাশ পায়। ১৮৭০ সালে বুতরুস আল-বুস্তানী সম্পাদিত পাক্ষিক আল-জিনান প্রকাশিত হয়। কায়রোয় ১৮৯২ সালে জুরজী যয়দান (১৮৬১-১১৪) এর সম্পাদনায় প্রকাশিত আল হিলাল একটি শীর্ষস্থানীয় সাময়িকী হিসেবে বিবেচিত হয়।

বর্তমানে আরবি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে শুধু মিশরে নয় বরং সমগ্র আরব বিশ্বে একটি অভূতপূর্ণ জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন অনেক উন্নত মানের দৈনিক ও

---

[15] শাওকী দয়ফ, ম'আ আল-আক্কাদ (কায়রো: দার আল-ম'আরিফ, ১৯৮৮), ৫ম সংস্করণ, পৃ. ২১-৮; তু. মুসা আনসারী, আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ ৯২-১০৫

Dhaka University Institutional Repository

সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ পাচ্ছে যা ইউরোপ, আমেরিকা তথা সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দৈনিক ও সাময়িকীসমূহের সমকক্ষতার দাবি করতে পারে। আরব সংবাদপত্র সাময়িকীসমূহের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সাহিহত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন সাহিত্যজগৎ ও জ্ঞানের রাজ্যে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং কবি সাহিত্যকদের জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।[১৬]

হায়কল এর জীবনালেখ্য

মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল (১৮৮-১৯৫৬) বিংশ শতাব্দীর আরবি সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও মিশরীয় রাজনৈতিক অঙ্গনের এক উজ্জল নক্ষত্র ও সৃজনশীল প্রতিভা। আধুনিক আরবি গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, উপন্যাস, সাংবাদিকতা, ভ্রমণকাহিনী বিশেষত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ আরবি জীবনীসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রপথিক।

মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসের ২০ মতান্তরে ৩০ তারিখে মিশরের আল দাক্বহালিয়্যাহ প্রদেশের অন্তর্গত কফরুঘন্নাম পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০১ সালে কায়রোস্থ আল জামালিয়্যাহ বিদ্যালয় হতে প্রাথমিক সার্টিফিকেট অর্জন করে ১৯০৫ সালে আল মাদরসহ আল খেদিবিয়্যাহ হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট অর্জন করেন। একই সালে আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের নিমিত্ত প্যারিসে গমণ করেন। ১৯১২ সালে সেখানকার প্রসিদ্ধ সোরবো বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন শাস্ত্রে পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন।

মিশরে তখনো চলছিল ক্রোমার যুগ (১৮৮৩-১৯১৪)। হায়কল এর বয়স তখন প্রায় ২৪ বছর। সরকারি চাকুরির পদ পদবির লোভ না করে তিনি স্বীয় রাজ্যের রাজধানী

[16] জুরজী যয়দান, তারীক (৪র্থ খন্ড) পৃ. ৪৮-৬১; হান্না আল-ফাখুরী, তারীখ, পৃ ৯০৯-১৪; ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ, পৃ ৩০-৭

Dhaka University Institutional Repository

আল মানসূরাহ তে গিয়ে আইন ব্যবসায় এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতার লক্ষ্যে রাজনীতিতে প্রবৃত্ত হন।

১৯১৪ সালে মিশরীয় কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা, হাসি কান্নাকে উপজীব্য করে রচিত আরবি সাহিত্যের প্রথম শিল্প সমৃদ্ধ উপন্যাস যয়নব প্রকাশ করেন। এটি তিনি প্যারিসের প্রবাস জীবনে রচনা করেছিলেন। ১৯২১ সালে ফরাসিদেশের বিখ্যাত চিন্ত াবিদ রুশো সম্পর্কে লিখিত তার বিখ্যাত গ্রন্থ জা জাক রুশো দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়।

১৯২২ সালে হায়কল স্বাধীন মিসরের প্রথম দৈনিক আল সিয়াসহ এর সম্পাদক হিসেবে একাধারে সাংবাদিকতা ও রাজনীতি শুরু করেন। রাজনীতি ও সাংবাদিকতার পাশাপাশি ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে তার প্রায় ১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ সালে হায়কল অভিভাবক পরিষদ (মজলিস আল শুয়ূখ) এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে মুহম্মদ মাহমূদ পাশা (১৮৭৩১৯৪১) এর মন্ত্রী পরিষদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে তাকে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। এ পদে থাকাকালে তিনি শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণে অনণ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪০ সালে হায়কল আরবি ভাষা একাডেমির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪১ সালে তিনি অভিভাবক পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতা নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৩ সালে হিযব আল আহরার আল দস্তরিয়্যীন এর প্রধান নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালের ৮ অক্টোবর আহমদ মাহির)১৮৮৮-১৯৪৫) এর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় হায়কল পুনরায় শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রি হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৪৫ সারে তিনি মজলিস আল শুয়ূখ এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়ে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। এ সময়কালেও তার কিছু আরবি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালের ২৩ জুলাই মিশরে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। হায়কলের ন্যায় একজন উদার গণতন্ত্রী এ অবস্থায় রাজনেতিক ময়দান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। অবশেষে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মাধ্যমে জনসেবার প্রায় শেষ পর্যায়ে ১৯৫৬ সালের ৮ ডিসেম্বর শনিবার তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৭]

সাংবাদিকতায় হায়কল অবদান

হায়কল কায়রোয় মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়কালে (১৯০১-১৯০৫) গ্রীষ্মেও ছুটি উপলক্ষে গ্রামের বাড়ি গিয়ে অন্যান্য ছাত্রদেও ন্যায় ক্ষেত্রে খামাওে কৃষিকাজ না কওে লেখাপড়া ও গ্রামের অনুপম প্রাকৃতিক শোভা দেখে সময় কাটাতেন । স্ব-গ্রাম কফরুঘন্নাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের পাঠক জনগণের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে কিশোর হায়কল আল-ফদীলত নামক সাময়িকী প্রকাশ করতেন। এখান থেকেই তাঁর লেখালেখির হাতেখড়ি ও সাংবাদিকতা জীবনের উন্মেষ।[১৮]

১৯০৭ সালে আহমদ লুৎফী আল-সায়্যিদ এর নেতৃত্বে গঠিত রাজনৈতিক দল 'হিযব আল-উম্মহ (জনদল) এর মুখপত্র আল জরীদহ এর মাধ্যমেই কার্যকরভাবে হায়কলের সাংবাদিকতা জীবনের সূচনা। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক আহমদ লুৎফী আল সায়্যিদেও সাথে পারিবারিক সম্পর্কেও কারণে তাঁর সাথে হায়কল পত্রিকা অফিসে সাক্ষাৎ করলে তাঁকে লেখালেখির জন্য তিনি উৎসাহিত করেন। ফলে যুবকদেও জন্য নির্ধারিত পতায 'তাহরীর আল মর'আ' (নারীমুক্তি) শিরোনামায় তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে তাঁর অনুভূতি:

---

[১৭] . দ্র. আবদুল আযীয আল-শরফ, হুসয়ন ফী যিকরাহু (কায়রো: দার আল-মআরিফ, ১৯৮৬), দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১৫: ফাওযী আল-নজ্জার, হায়কল-মুফাক্কিরণ ওয়া আদীবন (কায়রো: দার আল-মআরিফ, ১৯৮৯), পৃ ১১

[১৮] আবদুল আযীয আল-শরফ, মুহম্মদ হুসয়ন হায়কল, পৃ ১৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

আমার প্রথম প্রবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলাম। এটি কোন রাজনৈতিক প্রবন্ধ নয়, বরং এটি ছিল নারীমুক্তি বিষয়ক। লুৎফি পাশা আমার চিন্তাধারা ও লিখন শৈলীর মূল্যঅয়ন করেছিলেন। এটি আমার উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছিল ফলে আমি আল জরীদহ পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে লিখতে থাকি বন্ধু বান্ধবদেও থেকে প্রাপ্ত উৎসাহ লেখা ও প্রকাশনায় আগ্রহী হতে সহায়তা কওে । অবশ্য বন্ধুরা আল জরীদহ ছাড়া অন্যান্য পত্রিকায় লিখতে বলে। অবশ্য তারা জানে না যে, উতোপূর্বে আমি মুওয়াইয়্যিদ পত্রিকায় লেখার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম।[১৯]

হায়কল আল জরীদহ পত্রিকায় লেখা ছাপনোর পূর্বেই লেখালেখি করতেন এবং স্বীয় লেখা মানসম্পন্ন হয়েছে। কিনা, ছাপা হবে কিনা এসব দোদুল্যমানতার কারণে পত্রিকায় পাঠানো হতো না । এক পর্যায়ে স্বীয় দৃষ্টিতে মানসম্পন্ন একটি লেখা আল মুওয়ায়্যিদ পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য পত্রিকার সম্পাদক আলী ইউসুফ (১৮৬৩-১৯১৩) এর সাথে দেখা না করায় তার চেয়ে নিম্নমানের লেকা ছাপা হয়েও হায়কলের লেখাটি ছাপা হয়নি। ফলে পত্রিকায় আর লেখা পাঠাবেন না -এই মর্মে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে সম্পাদক অথবা সম্পাদনা পরিষদেও কারো সাথে দেখা করলে হয়েতা তাঁর লেখাটি ছাপা হতো এবং নীতি মাফিক উৎসাহ ভাগ্যে জুটতো।[২০]

---

[19] হায়কল, মুযকিরাত পৃ ৩০

[20] হুসয়ন ফওযী আল-নজ্জার, হায়কল ওয়া হয়াতু মুহাম্মদ, পৃ ৩৫-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

কায়রোয় অধ্যয়নকালে হায়কাল সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলি পড়ার পাশাপাশি আল মুওয়াইয়িদ আল লিওয়া এবং আল জরীদহ পত্রিকার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন।[২১]

১৯০৯ সালে হায়কল উচ্চ শিক্ষার্থে প্যারিস গমন করেন । কিন্তু আল জারীহ পত্রিকার সাথে তাঁর সংশিষ্টতা ছিল। প্যারিসে তাঁর পর্যবেক্ষণজানিত অভিজ্ঞতার আলোকে শুহুরী আল উলা ফী বারীস (প্যারিসে আমার প্রথম মাসগুলি) শীর্ষক কলাম লিখতেন। ১৯১১ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যাধীন
তুর্কিস্তানের দুটি প্রদেশে ইতালি হামলা করে। এ যুদ্ধে মিশরকে নিপেক্ষ থাকার আহবান জানিয়ে লুৎফী (আল সায়্যিদ আল জারীদহ পত্রিকায় সিয়াসত আল মনাফি লা সিয়াসাত আল আওয়াতিফ কল্যাণের রাজনীতি আবেগের রাজনীতে নায়) শীর্ষক প্রবন্ধ লেখার কারণে সতীর্থদেও সাএথ মতদ্বৈততার ফলে সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। হায়কলকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ জানিয়ে প্যারিসে পত্র লেখা হয়। হায়কল এ আহবানে সাড়া দিয়ে আল জরীদহ পত্রিকায় সম্পদাকীয় লিখতে থাকেন। অবশ্য ইতালি তুর্কি যুদ্ধে মিশরের তথাকথিত নিরপেক্ষ অবস্থান সম্পর্কে তিনি নীরব থাকেন।[২২] প্যারিস থেকে মিশর ফিরে হায়কল ১৯১৪ সালে আল জারীদহ পত্রিকায় তাঁর উপন্যাস যয়নব ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন।[২৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শুরু হলে হায়কল আল হরব আল হাদিরহ ওয়া আসারুহা (বর্তমান যুদ্ধ ও তার প্রভাব) শীর্ষক ধারাবাহিক কলাম লেখেন আল্ জারীদহ পত্রিকায়। এতে জার্মানি আন্তর্জাকি চুক্তি লঙ্ঘন করায় ব্রিটিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ

---

[21] আল-জরীদহ: ১৯০৭ সালে আহমদ লুৎফী আল সয়্যিদ-এর নেতৃত্বে গঠিত রাজনৈতিক দল 'হিযব আল উম্মহ' (জনদল)-এর মুখপত্র।

[22] আবদ আল-আযীয শরফ, ফন-আলমকাল আল-সহফী, পৃ ৬৭

[23] তু. প্রাগুক্ত, পৃ ৬১

Dhaka University Institutional Repository

করেছে মর্মে ইংল্যান্ডের প্রচারণাকে প্রত্যাখান করে এর বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হয়। [২৪]

উল্লেখযোগ্য যে, আল জারীদহ একটি পত্রিকা মাত্র ছিল না; মূলত এটি একটি মননশীল মতবাদে পরিণত হয়েছিল। এই মতবাদের মূলকথা ছিল স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংস্কার ও সৎপথ প্রদর্শন। পত্রিকার সম্পাদক লুৎফী আল সায়্যিদ ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যস্থিত সম্পর্কসহ সকল প্রকার সংস্কার ও চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতাকেই মূলনীতি স্থির করেছিনে। রাজনৈতিক পরিভাষায় আমরা একে .... বলতে পারি। হায়কল ও ড. ত্বহা হুসায়নসহ আরো অনেকেই এ মতবাদের অনুসারী ছিলেন। সমাজতন্ত্রের মোকাবেলায় এই মতবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও পুঁজিবাদী মতবাদ হিসেবে পরিগণিত হতো।[২৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শুরু হলে হায়কল 'আল্-হরব আল্-হাদিরহ ওয়া আসারুহা' (বর্তমান যুদ্ধ ও তার প্রভাব) শীর্ষক ধারাবাহিক কলাম লেখেন আল্-জারীদহ পত্রিকায়। এতে জার্মানি আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করায় ব্রিটেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে মর্মে ইংল্যান্ডের প্রচারণাকে প্রত্যাখানর করে এর বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হয় [২৪]।

উল্লেখযোগ্য যে, আল্-জারীদহ একটি পত্রিকা মাত্র ছিল না; মূলত এটি একটি মননশীল মতবাদে পরিণত হয়েছিল। এই মতবাদের মূলকথা ছিল স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংস্কার ও সৎপথ প্রদর্শন। পত্রিকার সম্পাদক লুৎফী আল-সয়্যিদ ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যস্থিত সম্পর্কসহ সকল প্রকার সংস্কার ও চিন্ত-কচেতনার ক্ষেত্রে এ-স্বাধীনতাকেই মূলনীতি স্থির করেছিলেন। রাজনৈতিক পরিভাষায়

---

[24] তু. প্রাগুক্ত, পৃ ৬

[25] তু. শরফ, মহম্মদ হুসয়ন হায়কল ফী যিকরাহু, পৃ ৩০-৭; মমযহ ও ড. শরফ, আদব আল-মাকালাহ, পৃ ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

নামানুসারে (হরহুর) অভিধায় অভিহিত করত।[৪৬] এ স্কুলটি স্থাপনের পিছনে প্রতিষ্ঠাতাদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছিল। আল আককাদ ও আল মাযিনী শিক্ষাদানের চেয়ে ব্যবসায়িক দিকের গুরুত্বদানের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে এ চাকুরি থেকে ইস্তফা প্রদানই শ্রেয় মনে করলেন।[৪৭]

সে সময়ে আল-আককাদ বেকার হয়ে পড়লেন। এ অবস্থা দৃষ্টে তার বন্ধু জনৈক জ'ফর ওয়ালীর মধ্যস্থতায় ক্বলম আল মতবূআত (প্রকাশনা দফতর এর পরিচালক জনৈক য়ূসুফ খললাত এর সহায়তায় উক্ত দফতরে আরবী পত্র পত্রিকা পর্যালোচনা পূর্বক মিশরের ইতিহাস পর্যবেক্ষণের চাকুরি লাভ করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে সংস্থার নতুন ইংরেজ পরিচালক প্রশাসন বিরোধী রাজনৈতি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ করলে আল আককাদ চটপট পদত্যাগ করেন।

আল আককাদের সাংবাদিকতা

খৃ. ১৯০৭ সালে সরকারী চাকুরি হতে ইস্তফা দানের মাধ্যমে আব্বাস মহমূদ আল আককাদের জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। এ পর্যায়ে দৃশ্যতঃ আল-আককাদ সাংবাদিকতার সথে জড়িত হলেও তিনি রাজনীতি বিমুক্ত ছিলেন একথা বলা যায়না। তখন সরাসরি কোন সংগঠনের সাথে জড়িত না হলেও রাজনৈতিক দলের মুখপত্র সমূহে তিনি রাজনীতি বিষয়ক প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করে ঔপনিবেশিক মিশরের স্বাধীনতা সংগ্রামকে গতিশীল ও লক্ষ্যভেদী করতে সমান্তরাল ভাবে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সুতরাং তার সাংবাদিকতা যেমন ছিল রাজনীতি আশ্রিত: ঠিক তেমনি তার রাজনীতিও ছিল অনেকাংশেই সাংবাদিকতা নির্ভর। খৃ. ১৮৮৩ সাল হতে খৃ. ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ক্রোমাযুগ[৪৮] হিসেবে চিহ্নিত সময়কাল মিশরের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

[৪৬] তু. ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; তাহির আল জবলাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৬।

[৪৭] তাহির আল জবলাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬; আমির আল আককাদ, লমহাত, পৃ. ৮৪।

[৪৮] ক্রোমার (১৮৪১-১৯১৭): পৃ. ১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিশরে নিযুক্ত বৃটিশ এজেন্ট এবং কনাসল জেনারেল স্যার ইভালীন ব্যারিং কেলর্ড ক্রোমার বলাহয় তার নামানুসারে এ সময়কাল কে ক্রোমার যুগ বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা একে Liberalism বলতে পারি। হায়কল ও ড. ত্বহা হুসায়নসহ আরো অনেকেই এ-মতবাদের অনুসারি ছিলেন। সমাজতন্ত্রের মোকাবেলায় এই মতবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও পুঁজিবাদী মতবাদ হিসেবে পরিগণিত হতো [২৫]।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৫ সালে আল্-জারীদহ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় আল্-জারীদহ-সংশ্লিষ্ট যুবগোষ্ঠী হায়কল, মুস্তফা 'আবদ আল-রাযিক, ত্বহা হুসায়ন ও মনসুর ফহমী প্রমুখ এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, তাঁরা তাঁদের কলম ধ্বংস করবেন না। লেখাও বন্ধ করবেন না এবং এই লক্ষে 'আবদ আল-হামীদ হম্দী সম্পাদিত আল-সফূর পত্রিকায় তাঁরা পালাক্রমে প্রতি সংখ্যায় লিখবেন বলে স্থির করলেন। কেউ নির্দিষ্ট সংখ্যায় লেখা দিতে ব্যর্থ হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক জরিমানা পরিশোধ করতে হবে বলেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পত্রিকার লাভ-ক্ষতিসসহ সকল প্রকার দায় দায়িত্ব আব্দুল হামীদ হমদী-রই থাকবে -মর্মেও তাঁরা এক চুক্তিতে উপনীত হন। আল্-সফূর পত্রিকাটি সাহিত্যিক ও সমাজিক প্রবন্ধসমৃদ্ধহয়ে সাপ্তাহিক হিসেবে ১৯১৫ সালের ২১ জুলাই মাসের শুক্রবার হতে প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক বিষয়াবলি তাঁরা কৌশলে পরিহার করেন[২৬]। ড.মহাম্মদ হুসায়ন হায়কল কর্তৃক আল্-সফূর পত্রিকায় লিখিতপ্রবন্ধাবলি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। যে, এগুলিতে ইতোঃপূর্বে আল-জারীদাহ পত্রিকায় সামাজিক ও সাহিত্যিক বিষয়ে রচিত তাঁর প্রবন্ধাবলির চৈন্তিক প্রভাব রয়েছে। ড.ত্বহা উক্ত পত্রিকায় 'আল্-হরব ওয়া আল্-হদারহ' (যুদ্ধ ও সভ্যতা) শীর্ষক প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে যুদ্ধই মানব জাতিকে সম্মুখে অগ্রসহ হতে সহায়তা করে, যদ্ধের মাধ্যমে জ্ঞা-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয় এবং যুদ্ধই বিবিধ সভ্যতার উৎস ইত্যাদি মত প্রচার করেন। হায়কল যখনস কায়রো আসেন ত্বহা তাঁকে এ-দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধাচরণ করে প্রবন্ধ লিখতে প্ররোচিত করেন।

---

[26] হুসয়ন ফওযী আল-নজ্জার, হায়কল ওয়া হায়াতু মুহম্মদ, পৃ ৩৬-৭; হায়কল, মুযককিরাত, ১ম খন্ড, পৃ ৬৪-৫

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর উৎসাহে হয়কল যুদ্ধই ধ্বংস এবং নির্বোধরাই যুদ্ধে জড়ায় ইত্যাদি বিষয়সংবলিত প্রবন্ধ রচনা করেন। এভাবে কয়েক সপ্তাহ পাল্টা-পাল্টি প্রবন্ধ রচনা অব্যাহ থাকে।[২৭]

১৯১৭ সালে হায়কল আল্-সফূরপত্রিকায় লেখার পাশাপাশি আল্-মুকতাতাফ পত্রিকায় 'আল্-কাদ্‌রিয়্যাহ' ওয়া 'আল-জাবরিয়্যাহ'[২৮] সম্পর্কে ধারাহিক প্রবন্ধ রচনা করেন[২৯]। হায়কল আইন ব্যবসায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি সাংবাদিকতা করেছেন। ইতোমধ্যে ১৯২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শিশরের উপর থেকে ইংল্যান্ডের আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদার পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়। মিশরের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। একই সালের ২৯ অক্টোবর আদলী য়াকুন (১৮৬৪-১৯৩৩)-এর নেতৃত্বে 'হিযব আল্-আহরার আল-দাস্তরিয়্যীন' (শাসনতন্ত্রপন্থী উদার দল) আমে নতুন রাজনৈতকি সংগঠনের গোড়াপত্তন হয়। উক্ত দলের মুখপত্র হিসেবে আল-সিয়াসহ (রাজনীতি) নামক একটি পত্রিকা ড. মুহম্মদ হুসায়নস হায়কলের সম্পাদনায় ১৯২২ সালের ৩০ আক্টোবর প্রথম প্রকাশিত হয়। হায়কল তখন হতে আইন ব্যবসায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পরিত্যাগ করেন। শুরু হয় তাঁর পুরোপুরি সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক জীবন।[৩০]

পত্রিকাটি স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও জাতীয় ঐক্যের পক্ষে আপোষহীন ভূমিকা পালন করে। হায়কল তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্দের মাধ্যমে পার্টির বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরে করণীয় নির্ধেম করতেন। পূর্বেকার আল্-জারীদাহ

---

[27] হায়কল, মুযককিরাত, পৃ ৬৫-৬

[28] জবরিয়্যাহ ও কদরিয়্যাহ: মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের একটি রক্ষনশীল অংশ জবরিয়্যাহ নামে পরিচিত। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ সর্ব শক্তিমান এবং সারা বিশ্বের নিস্কুশ শাসক। তাঁর ইচ্ছার বাইরে সসীম মানুষের কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছা নেই। এ-দলের সমর্থকরা ক্ষমতাসীন শাসকদের সবরকম কার্যকলাপকে, এমনকি শোষণ-নির্যাতনকে যুক্তিযুক্ত করার প্রয়াস পান। তাঁদের যুক্তি ছিল-এই যে, এসব কর্মকান্ড পূর্ব নির্ধানিত সুতরাং এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা অর্থহীন। এ বিতর্ক থেকেই উদ্ভব ঘটে স্বাধীন ইচ্ছার সমর্থক বলে সুপরিচিত কদরিয়্যাহ সম্প্রদায়ের। তু. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, ২য় মুদ্রণ), পৃ ১

[29] তু শরফ, ফন আল-মকাল আল-সহফী, পৃ ৯৭-১১১

[30] হমযহ ও শরফ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯-১২২

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকার ন্যায় আল্-সিয়াসহ বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে।[৩১]

১৯২৬ সালের ১৩ মার্চ আল্-সিয়াসাহ আল্-উস'য়িয়্যাহ (সাপ্তহিক আল-সিয়াসাহ) নামে হায়কলের সম্পাদনায় একটি নতুন সাপ্তাহিক সাময়িকী বের হয। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক শিল্প-সাহিত্য, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়কে অধিক গুরুত্বের সাথে এ-সাময়িকীতে উপস্থাপন করা হবে মর্মে ঘোষনা করেন। প্রথম প্রকাশের পর থেকে দীর্ঘ সাত বছর প্রকাশের পর সাময়িকীটি ১৯৩১ সালে ইসমাঈল সিদকী (১৮৯৫-১৯৫০) -এর কোপানলে পড়ে কিছু সময় বন্ধ থাকে। ১৯৩৮ সালে হায়কল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে সাময়িকীটির সম্পদকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করলেও প্রবন্ধ লেখা হতে কখনো বিরত হননি। আল্-সিয়াসাহ আল-উসবু' য়িয়্যাহ সাময়িকীটি শিশর তথা আরব বিশ্বের চৈন্তিক পুনর্জাগরণের ঝান্ডা বরাবরই উর্ধ্বে উঁচিয়ে রেখেছে[৩২]।

সৎ-সাংবাদিকতা ও হায়কল

মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। হামলা-মামলা, হুমকি কোন লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে তিনি কখনো অনৈতিকতার সম্মুখে মাতা মনত করেননি।

মুক্ত-স্বাধীন মিশরের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রমী স'দ যগলূল ১৯২৩ সালের ১৯ এপ্রিল গৃহীত সংবিধানকে হতভাগ্য কমিশনের (লজনত আল্-আশক্বিয়া') দুস্কর্ম বলে যখন অপবাদ দিলেন এবং প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের (নওয়াব) ভাতা বাড়িয়ে ছয়শত টাকা করলেন,তখন হায়কলের সম্পাদিত পত্রিকা আল্-সিয়াসা-য় যগলূলের দল 'হিযব আল্-ওয়াফদ-কে 'ছয়শতের দল' (হিযব আল-সিত্ত মিয়হ) বলে ব্যঙ্গ করা হয়। ফলে ক্ষমতাসীন আল্-ওয়াফদ পার্টির সমর্থকরা দিনে-দুপরে পুলিশের

---

[31] তু শরফ, ফন-আল-মকাল-আল সহফী, পৃ ১১৫-৭

[32] প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭-৯৯

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখে আল্-সিয়াসাহ্ পত্রিকা অফিসে বৃষ্টির মত ইষ্টক বর্ষণের মাধ্যমে তাদের হুমকি দেয় ও হামলা করে । হায়কলকে তখন তাঁর এক বন্ধু টেলিফোন এ-মর্মে সংবাদ ও পরামর্শ দেন যে, যেকোন মুহূর্তে ওয়াফদ দলীয় বড়ধরনের বিক্ষোভ মিছিল 'আল্-সিয়াসহ' ভবনের দিকে যেতে পারে এবং পত্রিকাভবন ধ্বংসের পরিকল্পনাও তাদের রয়েছে। সুতরাং এ-মুহূর্তে পত্রিকা অফিসে হায়কলের না যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু হায়কল নিত্যদিনের মত পত্রিকাঅফিসে গলেন এবং পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। দায়িত্বরত পুলিশ বাহিনীকে ডেকে তিনি তাঁর সংকল্পের কথা অবহিত করায় তাঁরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে দীর্ঘ আলাপ শেষে অফিসের পাহারা জোরদার করল। ঐ দিন বড় ধরনের বিক্ষোভও হয়েছিল, ভিন্ন মতাবলম্বী দুটি পত্রিকা অফিস ভস্মীভূতও হয়েছিল, কিন্তু একমাত্র হায়কলের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের কারণে এ-পথে বিক্ষোভ মিছিল আসেনি এবং যথারীতি তাঁর পত্রিকা বের হয়[৩৩]।

ক্ষমতায় থেকেই 'হিযব আল্-শ'ব' (জন দল) নামক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দলের মুখপত্র হিসেবে আল-শ'ব পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখন প্রয়োজন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠসাংবাদিক বা সম্পাদক,যাকে দিয়ে পত্রিকার মাধ্যমে সকল অপকর্ম ও গণবিরোধী কর্মকাণ্ডর সাফাই গাওয়ানো যাবে। তিনি হাত বাড়ালেন হায়কলের দিকে। হায়কলের শ্বশুর মিশরীয় সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের উকিল আবদ আ্-রহমান রিযা পামা-র মাধ্যমে তাঁর নিকট এক লোভনীয় ও আকর্ষণীয় প্রস্তাব পাঠানো হলো। প্রস্তাবে বলা হলো যে, হিযব আল্-শ'ব-এ যোগদান এবং পত্রিকার সম্পাদক হলে প্রাথমিকভাবে এককালীন তাঁকে বিশ হাজার গীনী প্রদান করা হবে এবং মোটা অঙ্কের মাসিক বেতন দেওয়া হবে যা পূর্ববর্তী কর্মস্থলের বেতনের কয়েক গুন হবে। সিদ্কীর ধারণা ছিল যে, হায়কল এ-প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করবেন। কিন্তু মোটা অঙ্কের বেতনের প্রস্তাব পরাজিত হলো নৈতিক দৃঢ়তার কাছে। হায়কল সিদ্কীর প্রস্তাব

[৩৩] তু. ফতহী রিদওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০৪

Dhaka University Institutional Repository

ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর দেশপ্রেম, রাজনৈতকি সততা এবং সৎ সাংবাদিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।[৩৪]

মিশরের ইতিহাসে তিনি এমন এক অনন্য সাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি জীবনে কোন দিন দল বদল করেননি। যে-দলের সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবনের সূচা করেছিলেন আমৃত্যু সে দলেরই সদস্য ছিলেন। যে দুটি পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার মাধ্যমে হায়কল সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন এ দুয়ের দ্বারা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তিনি এগুলির সাথেই জড়িত ছিলেন।[৩৫]

হায়কলের চরিত্রের আরো দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল সলাজ বিনম্রতা ও আত্মাভিমান এবং আত্মমর্যাদাবোধ। এ দুটি গুণকে কৃত্রিম বলা যাবেনা; বরং শৈশবে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক প্রশিক্ষণ হতেই অকৃত্রিম প্রক্রিয়ায় অর্জিত। এ গুণদ্বয়ের প্রভাবেই তার কৈশোরে আল্-মুওয়ায়্যিদ পত্রিকায় তার জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে নৈকি দিক থেকে দৃঢ়চিত্ত হবার পেছনেও তার চরিত্রের উক্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের প্রতক্ষ প্রভাব রয়েছে।

446917

আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদের জীবনী

'আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর সূচক-নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর নেতৃত্বে মিশরে ফরাসী আক্রমণের প্রায় শতবর্ষ পরে যে শিশুর জন্ম, কাল পরিক্রমায় শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে বলতে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন সে যুবক-'আব্বাস মহমূদ আল-'আক্কাদ 'আরবী সাহিত্যাঙ্গনে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক, তার্কিক, সমালোচক ও দার্শনিক হিসেবে আবির্ভূত হন। মাত্র নয় বছর বয়সে চতুষ্পদী একটি কবিতা রচনার মাধ্যমে তাঁর লেখক জীবনের সূচনা। আজীব সাহিত্য

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ ৫২৮
[৩৫] হামযাহ ও ড. শরফ, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩-৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সাধনায় নিমগ্ন চিরকুমার আল-আক্কাদ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। আধুনিক আরবী সাহিত্য-জগতে তাঁকে (আল-'আবক্বরী-অনন্য প্রতিভাবান ব্যক্তি), (ইমলাক আল্-আদব আল-'আরবী-'আরবী সাহিত্যের দৈত্য, অসূর, অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি) ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করা হয়। সে যাই হোক, নিম্নে আমরা তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করব।

আব্বাস মহমূদ আল-আক্কাদের জন্ম, জন্ম তারিখ, বংশ পরিচয়, শিক্ষাজীবন ও শিক্ষকমন্ডলী

ঔপনিবেশিক মিশরের প্রথম পর্যায়ে (খৃ. ১৮৮২-১৯১৪) 'আব্বাস'[৩৬] মহমূদ আল্-'আক্কাদ[৩৭]

তাঁর পিতা মহমূদ ব. ইব্রাহীম ব. মুস্তফা আল্-আক্কাদ বিভাগের সচিব (আমীন আল-মহফু'যাত) পদে নিয়োজিত ছিলেন।

আল-আককাদের মা আল শরীফহ অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। পিতা আরব বংশদ্ভূত হলেও মা ছিলেন কুর্দী বংশদ্ভূত। তার নানার নাম ছিল মুহাম্মদ আগা আল-শরীফ। নানার পিতা 'উমর আগা আল-শরীফ মুহম্মদ 'আলীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। মুহম্মদ আলী তাকে খৃ. ১৮২১ সালে সূদান অভিযানে নির্মমভাবে নিহত স্বীয় পূত্রের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত সূদানে প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধে 'উমর আগা জয়লাভ করেন।

---

[৩৬] পিতা প্রিয় নবজাত সন্তানের নাম রসূল. (স.) এর চাচার নামের অনুসরণে আব্বাস রাখেন। তার অন্যান্য সন্তানদের নামও আহলি বয়ত এর সদস্যদের নামানুসারে রাখা হয়। যেমন, আল আককাদের অন্যান্য ভাইবোনদের নাম ছিল: মুহম্মদ, ইবরাহীম, মুস্তফা, মুখতার, আহমদ, তাহির ইয়াসীন, ফাতিমহ ইত্যাদি। আমির আল আককাদ, লমহাত মিন হয়াতি আল আককাদ (কায়বো: দার আল শ'ব, তা.নে), পৃ. ৩৪।

[37] আল আককাদ : এর শব্দমূল আকদ অর্থ, গিট দেওয়া, আল আককাদ অর্থ, বেশি বেশি গিট দেয় এমন ব্যক্তি। তার বাবার দাদা ছিল দিময়াত অঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি রেশম শিল্পে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তী কারে লোকে তাকে এ অভিদায় অভিহিত করতে থাকে সে থেকে এটা তাদের নামের পার্শ্বে উপাধী হিসেবে স্থান লাভ করে। আব্বাস মহমূদ আল আককাদ, আনা (কায়রো: দার আল-ম'আরিফ, ১৯৮২), পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

তখন তিনি কুর্দিস্তানের দিয়ার বকর[৩৮] হতে সূদানে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং পরবর্তী কালে উমর আগা মিশরের আস্ওয়ানে চলে আসেন। আল-'আককাদের নানার বংশধররা অথবা পুলিশ ধরতে ভয় পায়, এমন ডাকাতকে বেধে নিয়ে আসা এ সব ছিল তাদের জন্য নিত্য নৈতিমিত্যিক ব্যাপার। সে যাই হোক, এমন সুশীল মাতা-পিতার তত্ত্বাবধানেই আল আককাদের শৈশব কাটে।[৩৯]

শিশু আল-আককাদকে পাঠাভ্যাসের সূচনায় তৎকালীন মিশরের সামাজিক প্রথানূযায়ী কুত্তাবে ভর্তি করে দেয়া হয়। এখানে প্রশাসনিক ভাবে সুনির্দিষ্ট নিয়োজিত শিক্ষকমন্ডলীর নিকট তিনি পাঠ গ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে আল-আককাদকে আসওয়ানে অবস্থিত"আল-মদরসহ আল-ইবতিদায়িয়্যহ আল-আমীরিয়্যহ[৪০] নামক একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়।

আল-আককাদ যে বিদ্যালয়ে পড়তো এটি আসওয়ানের একমাত্র বিদ্যালয় হবার সুবাদে এখানে আগত প্রত্যেক বিদেশী পর্যটক স্কুল পরিদর্শনে আসতো। তাদের সাথে ইংরেজী বা ফরাসী ভাষা ছাড়া কথা বলার কোন উপায় ছিলনা। এ অক্ষমতা নিরসনকল্পে আল-আককাদ নিজ প্রচেষ্ঠায় ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। খৃ.১৯০৩ সালে আব্বাস মহমূদ আল-আককাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে সার্টিফিকেট অর্জন করেন।[৪১]

সফলতার সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করলেও মাধ্যমিক স্কুলে গমণের সুযোগ আল আককাদের হয়নি। অবশ্য এর অন্যতম প্রধান করণ ছিল এই যে, তখন মিশর ছাড়া ধারে-কাছে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না।

---

[৩৮] দিয়ার বকর: ইরাক ও তুর্কিস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চলের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত অঞ্চল। তু. ফতহী রিদওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

[৩৯] ফতহী রিদওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২; আবদ আল গফুর আত্তার আল আককাদ, পৃ. ১৫-৮; ড. শওক্বী দয়ফ, ম'আ আল আককাদ. পৃ. ১১; আল আককাদ, আনা, পৃ. ২৯-৩৭; আমির আল আককাদ, লমহাত, পৃ. ৩৩-৬।

[৪০] ঐ সময়ের মিশরের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আল আমীরিয়্যাহ অভিধায় অভিহিত করা হতো। তাহির আল-জবলাভি, যিকরিয়াতী ম'আ আব্বাস, পৃ. ২২।

[৪১] ড. শওক্বী দয়ফ, আল আককাদ, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

খৃ. ১৯০৩ সালে প্রাইমারী শিক্ষা সমাপ্ত করে আব্বাস মহমূদ আল আককাদ তার পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ইচ্ছানুযায়ী মানানসই একটি সরকারী চাকুরি লাভের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিলেন। আসওয়ানে তখন আল-জম্ ইয়্যহ আল ইস্লামিয়্যহ আল্-খয়রিয়্যহ (ইসলামী হিতৈষী সংঘ) স্থানীয় বিত্তহীন শিশুদের শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করত। এ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক আলী ফহমী ছিলেন আল্-আককাদের পিতার সুহৃদ। সেই সুবাদে তিনি আল-আককাদকে সরকারী চাকুরী লাভ করা পর্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ে কাজ করার আহবান জানালে তিনি অখন্ড অবসর কাটানোর লক্ষেএ কাজে যোগ দেন।[৪২]

এ চাকুরী তাকে বেশী দিন করতে হয়নি। ইত্যবসরে সরকারী দফতরের বড় কর্তার সাথে আল আককাদের পিতার সু-সম্পর্কজনিত কারণে খৃ. ১৯০৪ সালে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ কুনা[৪৩] এর অর্থ বিভাগে চার গীনী বেতনে শিক্ষানবিশ হিসেবে আল আক্কাদ সরকারী চাকুরী লাভ করেন। খৃ. ১০৫ সালে আল আককাদ চাকুরী স্থায়ী করণের নিমিত্ত মেডিক্যাল চেকআপ করানোর জন্য মিশর গমন করেন। কায়রোয় অবস্থানকালে তিনি ইরাকী কবি ও গবেষক জমীল সিদকী আল যহাভী (খৃ. ১৮৬৩-১৯৩৬)- এর প্রকৃতি দর্শন বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থ আল কা'য়িনাত (সৃষ্টিজগৎ) সম্পর্কে খোজ খবর নেবার নিমিত্ত "শারি" আবদ আল আযীয (আবদুল আযীয সড়ক) এর প্রবেশ মুখে অবস্থিত আল মুকত্তফ পত্রিকা-আফিসে এর সম্পাদক য়া'কূব সর্রূপ (খৃ. ১৮৫২-১৯২৭) এর কক্ষে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেন। রুশ জাপান যুদ্ধে (খৃ. ১৯০৪-৫) দিনগুলোয় সাহিত্যিক ও চৈন্তিক একাধিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের অন্যতম প্রদান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব য়া'কুব সর্রূপ কে স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ থেকেই আপাতঃ দৃষ্টিতে এ অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছিলেন বলে আল আককাদ পরবর্তীতে বিভিন্ন আলাপ

---

[৪২] আমির আল আককাদ, লমহাত, পৃ. ৫১-২; ড. শওকী দয়ফ, ম'আ আল আককাদ, পৃ. ১৮; তাহির আল জবলাভী, যিকরিয়াতী, পৃ. ৩১।

[৪৩] কুনা: নীলনদের পূর্ব উপকূলবর্তী মিশরীয় একটি শহর। একই নামের একটি প্রদেশের রাজধানী। জনসংখ্যা প্রঅয় ৭৫০০০। আল মুনজিদ, পৃ. ৪৪২।

Dhaka University Institutional Repository

রচয়িতায় স্বীকার করেন। এ জন্য অবশ্য তাকে য়া'কুব সর্রূপ এর মৃদু ভৎর্সনাও হযম করতে হয়। ড. সর্রূপ এ তরুণ কর্তৃক আল কায়্যিনাত" গ্রন্থ ক্রয়ের আগ্রহ এবং গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় প্রকৃতি দর্শন বিষয়ে তার আলোচনার ঝোক প্রত্যক্ষ করে যুগপৎ বিস্ময়াবিভূত হন। তিনি তাকে গ্রন্থটির একটি সৌজন্যকপি প্রদান করলে আল্-আককাদ সানন্দ চিত্তে, কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করেন। সহসাই তিনি চাকুরী স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তার কর্মস্থল কুনা ফিরে আসেন।

খৃ. ১৯০৭সাল হতে খৃ. ১৯১১ সাল পর্যন্ত আল-আককাদ বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে সাংবাদিকতা করে জীবন অতিবাহিত করেন। খৃ. ১৯১২ সারে আল বয়ান বর্ণনা পত্রিকায় আল আককাদ এর একটি প্রবন্ধের উপর হদীসু ঈসা ব. হিশাম গ্রন্থের লিখক মুহম্মদ আল মুওয়াইলিহী (খৃ. ১৮৫৮-১৯৩০) এর নজর পড়ে। তিনি তখন "দীওয়ান আল-আওক্বাফ" (ওয়াকফ বিভাগ) এর পরিচালক। তার সহায়তায় আওক্বাপ বিভাগে আল আওক্বাফ ওয়াকফ বিভাগ এর পরিচালক। তার সহায়তায় বেমী সমসাময়িক সাহিত্যিক[৪৪] কর্মরত ছিল, বিধায় এখানে আল আককাদ মনের মিল সাংবাদিকতায় যোগ দেন।[৪৫] এ পর্যায়ে সংবাদ পত্রের সাথে আল আককাদ জড়িত ছিলেন প্রায় বছর খানেক। ইতোমধ্যে খৃ. ১৯১৫ সালে আব্বাস মহমূদ আল আককাদ ও ইবরাহীম আবদ আল কাদির আল মাযিনী (খৃ. ১৮৮৯-১৯৪৯) এ দু'বন্ধু মিলে আল যাহির অঞ্চলে অবস্থিত মদরসহ আল ই দাদিয়্যহ আল সাহনুতিয়্যহ আল-আহলিয়্যহ (স্বদেশী প্রস্তুতিমূলক মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামক বেসরকারী বিদ্যালয় শিক্ষকতার চাকুরি করতেন। তার একাকিত্ব ও মৌনতা এ দু'চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ছাত্ররা তাকে সু প্রসিদ্ধ প্রাচীন মিশরীয় গণক এর

---

[৪৪] অত্র দফতরে কর্মরত সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিল; আবদ আল আযীয আল বশরী, আবদ আল হলীম আল মিসরী, আহমদ আল কাশিফ, হুসয়ন আল জমল, হসন আল দুররী, মুহম্মদ ফিকরী, কবি আলী শওক্বী, মহমূদ ইমাদ প্রমুখ। ফতহী রিদওয়ান, আসরুন ওয়া রিজালুন, পৃ. ২০৪।

[৪৫] তু. ড. শওকী দয়ফ, ম'আ আল আককা., পৃ. ২৯৩২; আহমদ মাহির আল বকূরী, অজল আককাদ আল রজুলু ওয়া আল-ক্বলম, পৃ. ৩৩; আমির আল আককাদ, লমহাত, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

নামানুসারে (হরহুর) অভিধায় অভিহিত করত।[৪৬] এ স্কুলটি স্থাপনের পিছনে প্রতিষ্ঠাতাদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছিল। আল আককাদ ও আল মাযিনী শিক্ষাদানের চেয়ে ব্যবসায়িক দিকের গুরুত্বদানের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে এ চাকুরি থেকে ইস্তফা প্রদানই শ্রেয় মনে করলেন।[৪৭]

সে সময়ে আল-আককাদ বেকার হয়ে পড়লেন। এ অবস্থা দৃষ্টে তার বন্ধু জনৈক জ'ফর ওয়ালীর মধ্যস্থতায় ক্বলম আল মতবূআত (প্রকাশনা দফতর এর পরিচালক জনৈক য়ূসুফ খলাত এর সহায়তায় উক্ত দফতরে আরবী পত্র পত্রিকা পর্যালোচনা পূর্বক মিশরের ইতিহাস পর্যবেক্ষণের চাকুরি লাভ করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে সংস্থার নতুন ইংরেজ পরিচালক প্রশাসন বিরোধী রাজনৈতি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ করলে আল আককাদ চটপট পদত্যাগ করেন।

আল আককাদের সাংবাদিকতা

খৃ. ১৯০৭ সালে সরকারী চাকুরি হতে ইস্তফা দানের মাধ্যমে আব্বাস মহমূদ আল আককাদের জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। এ পর্যায়ে দৃশ্যতঃ আল-আককাদ সাংবাদিকতার সথে জড়িত হলেও তিনি রাজনীতি বিমুক্ত ছিলেন একথা বলা যায়না। তখন সরাসরি কোন সংগঠনের সাথে জড়িত না হলেও রাজনৈতিক দলের মুখপত্র সমূহে তিনি রাজনীতি বিষয়ক প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করে ঔপনিবেশিক মিশরের স্বাধীনতা সংগ্রামকে গতিশীল ও লক্ষ্যভেদী করতে সমান্তরাল ভাবে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সুতরাং তার সাংবাদিকতা যেমন ছিল রাজনীতি আশ্রিত: ঠিক তেমনি তার রাজনীতিও ছিল অনেকাংশেই সাংবাদিকতা নির্ভর। খৃ. ১৮৮৩ সাল হতে খৃ. ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ক্রোমাযুগ[৪৮] হিসেবে চিহ্নিত সময়কাল মিশরের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

[৪৬] তু. ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; তাহির আল জবলাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৬।

[৪৭] তাহির আল জবলাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬; আমির আল আককাদ, লমহাত, পৃ. ৮৪।

[৪৮] ক্রোমার (১৮৪১-১৯১৭); পৃ. ১৮৮৩ সারের সেপ্টেম্বর মাসে মিশরে নিযুক্ত বৃটিশ এজেন্ট এবং কনাসল জেনারেল স্যার ইভালীন ব্যারিং কেলর্ড ক্রোমার বলাহয় তার নামানুসারে এ সময়কাল কে ক্রোমার যুগ বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগে ইসমাঈল তনয় তওফীক (খৃ. ১৮৫২-৯২) এর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অধিষ্ঠিত হলে মিশরে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ভিয়েনায় শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ খেদীভ ১৮ বছর বয়সে সিংহাসণে আরোহণ করে পিতার ন্যায় ইংরেজদের হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হতে সম্মত ছিলেন না। ইঙ্গ-মিশর সহযোগিতার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা মুস্তফা ফহমীর স্থলে তিনি স্বাধীনচেতা হুসয়ন ফখরী (খৃ. ১৮৪৩-১৯২০) কে প্রধান মন্ত্রী পদে নিয়োগ কতে চাইলে ক্রোমারের সাথে তার প্রথম বিরোধের সূত্রপাত হয়। খেদীভ তার এই প্রথম রাজনৈতিক সংকটকালে মিশর সমাজের এক বড় অংশের সমর্থন লাভ করেন। আল মক্বত্তম[৪৯] পত্রিকার ভূমিকার বিরোধিতার জন্য আইন স্কুলের ছাত্রগণ মুস্তফা কামিলের নেতৃত্বে খেদীভের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এরূপ অনুকুল পরিবেশে বৃটিশ বিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে মুস্তফা কামিলের একক অবদান অনেক বেশী। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃ. ১৯০০ সালে ২ জানুয়ারী, জনমত গঠনের জন্য মুস্তফা কামিল আল লিওয়া ঝান্ডা নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। অক্টোটর মাস হতে এই পত্রিকায় সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য অত্যন্ত জোরালো ভাষায় প্রচার অভিযান চালানোর ফলে শেখ আলী যুসুফ সম্পাদিত আল মুওয়ায়্যিদ সহযোগী অনেকাংশে ম্লান হয়ে পড়ে এবং আল রিওয়াই হতে ওঠে মিশরবাসীর কণ্ঠস্বর।[৫০]

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্যান-ইসলাম আন্দোলনের পটভূমিতে উদীয়মান মিশরীয় অভিজাত শ্রেণী এবং বৃটিশ সরকার উভয়ই যে নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করে তারই ফলশ্রুতিতে খৃ. ১৯০৭ সারে মার্চ এপ্রিল মাসে হিযব আল-উম্মাহ জনদল নামক একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। এ দলের তাত্ত্বিক পরিচালক ও

---

[৪৯] আল মুক্বত্তম: খৃ ১৮৮৯ সারের শুরুতে লর্ড ক্রোমারের সহায়তায় য়া'কুব সর্রুফ ও ফারিস নমর নামক দু' সিরীয় যুবক জনৈক শাহীন মকা বিয়ুস এর সাথে যুক্ত হয়ে আল মুক্বত্তম নামক পত্রিকা বের করেন। ড. আবদ আল আযীয শরফ, ফন্ন আল মক্বাল, পৃ. ২৩।

[৫০] এ সয় আল লিওয়াহ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ হাজার, পক্ষান্তরে, আল-মুওয়ায়্যিদ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল ৭ হাজার মাত্র। ড. আবদ আদুল আযীয শয়খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুখপাত্র ছিল আহমদ লুৎফী আল সয়্যিদ (মৃ.১৯৬০ খৃ.) এবং "আল-জারীদহ" (মার্চ ১৯০৭-১৫) পত্রিকা। এই দলের বড় অবদান মিশরীয় জাতীয় চেতনার উদ্বোধন। মিশরীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের উন্মেষের ক্ষেত্রে এই দল ছিল পথিকৃত। বিখ্যাত সাংবাদিক প্যান-ইসলামপন্থী শয়খ আলী যুসুফ হিযব আল ইসলাহ আলা আল মবাদী আল-মবাদী আল দস্তরিয়্যহ নামক একটি রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। খেদীভের পূর্ণ আশির্বাদ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এ দরটির নামের প্রথমাংশ "আল ইসলাহ" (সংস্কার) শব্দ দ্বারা উদার মধ্যপন্থী হিযব উম্মহ জনদল এর সংস্কারবাদী পথ অবলম্বনের গৌরব হরণ, এবং আল দস্তুরিয়্যহ (সাংবিধানিক) শব্দ দ্বারা কামিলের চরম পন্থা পরিহার কারার আকাংখার প্রতিফলন ঘটানো হয়। খেদীভের নেতৃত্বে সংস্কার সাধান এবং মিশর হতে ইংরেজ সৈন্য প্রত্যাহার এই পার্টির চরম লক্ষ্য বলে নির্দেশ করা হয়। আল মুওয়ায়্যিদ নামক পত্রিকাটি দলের মুখপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। খৃ. ১৯০৭ সালের ২২ অক্টোবর আলেকজান্দ্রিয়ায় ছয় হাজার লোকের এক বিরাট জনসমাবেশে মুস্তফা কামিল আল হিযব আল ওয়াতনী নামক মিশরের দ্বিতীয় কিন্তু সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের উদ্বোধন করেন। একই সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবগঠিত পার্টির একটি সভায় আল লিওয়া নামক পত্রিকাটি দলীয় মুখপত্র হিসেবে ঘোষিত হয়। ঔপনিবেশিক মিশরের সামাজিক ও রাজনৈতিক এহেন পরিস্থিতিতে আব্বাস মহমূদ আল-আকক্কাদ প্রত্যক্ষভাবে সাংবাদিকতা এবং পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়েন। আল-আকক্কাদ মূলতঃ দলীয় রাজনীতিতে খুব একটা আস্থাশীল ছিলেন না। প্রকৃত অর্থে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যও তিনি ছিলেন না। এ বিষয়ে তার একটি মন্তব্য প্রনিধান যোগ্য[৫১]।

---

[৫১] ড. শওফী দয়ফ, মা'আ আল আকক্কাদ, পৃ. ২১-৪; মুসা আনসারী, আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃ. ৯২-১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল-'আককাদ শৈশবেই পত্র পত্রিকার সাথে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর পিতা-'আবদ আল্লাহ আল-নদীম (খৃ.১৮৪৫-৯৬) সম্পাদিত "আল-উসতায" পত্রিকার নিয়মিত গ্রহক ছিলেন। আল-'আককাদ যখন পড়ার বয়সে উপণিত হন তখন তাঁর পিতার সংগ্রহে উক্ত পত্রিকার অনেক সংখ্যা দেখতে পেয়েছেন বলে আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন[৫২]। মাত্র ১২ বছর বয়সে হতে লিখে পত্রিকা প্রকাশ করার মাধ্যমে বাস্তবিকপক্ষে আল-'আককাদের সাংবাদিকতা জীবনের সূচনা[৫৩]। অর্থ বিভাগে চাকুরির প্রতমাবস্থায় পদত্যাগ করে "রজ' আল-সদা"-(প্রতিধ্বনী) নামক পত্রিকা প্রকামের মাধ্যমে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণের মনস্ত করে পরে সাত-পাঁচ ভেবে নিবৃত্ত হয়ে যান। এক সময় তিনি "আল-তিলমীয" (ছাত্র) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশও করেছিলেন। খৃ. ১৯০৭ সালে চুড়ান্তভাবে সাংবাদিকতায় জড়িয়ে পড়ার পূর্বে আল-'আককাদ; প্রজন্ম-গুরু (উসতায আল-জয়ল) আহমদ লূৎফী আল-সয়্যিদ সম্পাদিত "আল্-জরীদহ" আবূ শাদী সম্পাদিত "আল-যাহির" পত্রিকায় লেখা-লেখি করার পাশাপাশি "আল্-মওয়ায়্যিদ" ও "আললিওয়া" পত্রিকায় লিখতেন বলে জানা যায়[৫৪]।

'আব্বাস মহমূদ আল-'আককাদ এর প্রতিষ্ঠানিক সাংবাদিকতা জীবনের সূচনা হয় খৃ. ১৯০৭ সালে মুহম্মদ ফরীদ ওয়াজদী (খৃ. ১৮৭৮-১৯৫৪) সম্পাদিত "আল-দস্তর" (সংবিধান) নামক পত্রকার সযোগী সম্পদক হিসেবে। সরকারী চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অব্যহতি গ্রহণকরী এ পতিবাদী যুবক মিমরের দ্বন্ধমুখর রাজনৈতিক পরিবেশে একটি জনপ্রিয় জাতিয়তাবাদী সংবাদপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হবার আকাংখা পোষণ করছিল। অনতিবিলম্বে তাঁর এ সুযোগ এস গেল। অবসর কাটপানোর উপায় হিসেবে তিনি একদিন এক কফি হাউসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় হকার থেকে একটি

---

[৫২] আল আককাদ, আনা, পৃ. ৩৩।

[৫৩] আহমদ মাহির আল-বকূরী, আল আককাদ, পৃ. ৩৬।

[৫৪] তূ. ড. নি'মাত আহমদ ফুওয়াদ, আল-জমাল ওয়া আল হুরিয়্যাহ ওয়া আল শখসিয়্যাহ আল ইনসানিয়্যাহ ফী-আদব আল আককাদ (কায়রো: দার আলম'আরিফ, ১৯৮৩), পৃ. ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা ক্রয় করে চোখ বুলানোর সময় মুহম্মদ ফরীদ ওয়াজদী কর্তৃক "আল-দস্তর" পত্রিকার জন্য সহযোগী সম্পাদক চেয়ে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যথারীতি আবেদন করার দু'দিনের মাথায় "দর্ব আল-জমামীয়" এলাকায় "আল-ওয়া'য়িয" প্রকাশনালয়ের স্বত্বাধিকারী "মহমূদ সলামহ" এর অফিসে (এটি "আল দস্ত র " এরও অফিস ছিল) তাকে সন্ধ্যে ৬টায় সাক্ষাৎকারের জন্যড ডাকা হয়। যথাসময়ে উপস্থিত হলে স্বয়ং ফরীদ ওয়াজদী বিস্তারিত আলোচনান্তে আল-দস্তর এর সহযোগী সম্পাদক হিসেবে আল-'আককাদকে মাসিক ৬ গিনী বেতনে নিয়োগ করা হয়। খৃ. ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে মাত্র ১৬ বছর বয়স্ক নবাগত সাংবাদিক আল-'আককাদের "আল-মরআহ আল-সাকিতহ" (পতিত নারী) শীর্ষক উদ্বোধনী প্রবন্ধের মাধ্যমে আল-দস্তর পত্রিকার সূচনা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অনুবাদ, সংশোধন, পত্রাবলী ও সংবাদাদী মার্জিতকরণ সহ সম্পাদনার অধিক দায়িত্ব আল-আককাদ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আন্জাম দিতে থাকেন। উদ্যোমী এ সাংবাদিককে সহযোগী হিসেবে পেয়ে সম্পাদক ফরীদ ওয়াজদী অত্যাল্পই পত্রিকা অফিসের বাইরে যেতেন। আল-আককাদই বাইরের সকল বিষয় সামাল দিতেন। আল-দস্তরই প্রথম দৈনিক পত্রিকা, যেখানে আল- আককাদ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, এবং এদিক দিয়েও এ'টি তাঁর জীবনে প্রথম যে, তিনি প্রথম হ'তে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত এ পত্রিকার সাতে সর্বোতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৫৫] সম্পাদক ফরীদ ওয়াজদী'র সাথে আল-আককাদের ছোট-খাটো মতপার্থক্য থাকলেও সমভিব্যবহারে কাজ করার ক্ষেত্রে এটি কখনো অন্তরায় হয়নি।[৫৬]

'আব্বাস মহমুদ আল-'আককাদ বিদেশী পত্রিকার অনুকরনে তাঁর নামের প্রথম দু-আদ্যাক্ষর ব্যবহার করে " আ.ম. আল-'আককাদ" নামে লিখতেন। এ জন্য তাঁর সু-হৃদ সহকর্মীরা তাকে (" আম আল-'আককাদ"- আল-'আক্কাদের চাচা) বলে ব্যঙ্গ

[৫৫] তু. ফতহী রিদওয়ান, আসরুন ওয়া রিজালুন, পৃ. ২০৪; ড. শওকী দয়ফ, ম'আ আল আককাদ পৃ. ২৪; আমির আল আককাদ, আল আককাদ, পৃ. ২৯-৩১।

[৫৬] তু. আমির আল আককাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১-৩২। আল আককাদ ফরীদ সম্পর্কে অনেক উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

করতো এবং "মা, যা. তকূলূ য়া'আম্মুনা"-ওহে চাচা! কি বলছ?) বলে রসিকতা করতে ছাড়তনা। আল-দস্তর পত্রিকায় কর্মরত থাকাবস্থায় আল-'আককাদ উনিশ শতকের ইউরোপীয় বিশিষ্ট প্রবন্ধকার William Hazlitt (খৃ. ১৭৭৮-১৮৩০), লী হান্ট (খৃ. ১৭৮৪-১৮৫৯), Thomas Carlyle (খৃ. ১৭৯৫-১৮৮১), Metthew Arnold (খৃ. ১৮২২-৮৮) এবং Thomas Baleington Macauly (খৃ. ১৮০০-৫৯), ১৮০০-৫৯), প্রমুখ এর বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত রচনা মনোযোগ সহকারে পড়তেন এবং আল্-দস্তর পত্রিকায় প্রকাশের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অংশ অনুবাদ করে নিতেন।[৫৭]

'আব্বাস মহমুদ আল-'আক্কাদ সর্বপ্রথম ২২মে, ১৯০৮ সালে "আল-দস্তর" পত্রিকার ১৫৯তম সংখ্যায় তৎকালীন মিশরের শিক্ষামন্ত্রী স'দ যগলূলের "হদীস ম'আ নাযির আল-ম'আরিফ র'য়ু স'দ যগলূল ফী আল-ত'লীম বি আল-লূঘহ আল-'আরবিয়্যহ" (শিক্ষ বিষয়ক প্রধান ব্যক্তিত্বের সাথে আলোচনা..... 'আরবী ভাষায় শিক্ষাদন বিষয়ে।স'দ যগলূলের অভিমত) শীর্ষক সাক্ষাৎকার ছেপে 'আরবী সাংবাদিকতা ও সাংবাদপত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। একই সনে আল-'আককাদ শয়খ মুহম্মদ 'আবদুহু-এর ইন্তিকাল পরবর্তীকালে তাঁর সূচিত আল-আযহরের সংস্কার পুনর্জাগরণ প্রক্রিয়াকে মুলোৎপাটনের অভিযোগে খেদীভ 'আব্বাস এর চরম সমালোচনা করে ছদ্ম নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে বিখ্যাত সাংবাদিকতা "তওফীক হবীব" সম্পাদিত এবং শয়খ য়ুসুফ আল-খাযিন কর্তৃক প্রকাশিত "আল-আখবার" (সংবাদ) নামক পত্রিকার প্রথম পাতা জুড়ে তা প্রকাশ করেন।[৫৮]

'আব্বাস মহমুদ আল-'আককাদ খৃ. ১৯০৭-খৃ ১৯০৯ পর্যন্ত-এ দু'বছর আল-দস্তর পত্রিকায় কর্মরত থাকাকালে রাজনীতি, সমাজ-দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে অজস্র

---

[৫৭] তু. ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত পৃ. ২৬-৭; আমির আল আককাদ, লমহাত, পৃ. ৬৫।
[৫৮] তু.ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; আমির আল আককাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর সাহিত্য সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাবলীর মধ্য রয়েছে খৃ. ১৯০৭ সালের ৪ ডিসেম্বর, তারিখে পত্রিকার সপ্তদশ সংখ্যায় প্রকাশিত ''ইবন আল-রূমী'' বিষয়ক প্রবন্ধ; ১৯ জানুয়ারী, ১৯০৮ সালে ৫৩মত সংখ্যায় প্রকাশিত ''রুবা'ইয়াত আল-খয়্যাম'' শীর্ষক প্রবন্ধ; ২৮ মার্চ, ১৯০৮ সালে ১১০মত সংখ্যায় প্রকাশিত ''ইফলু তকরীমি হাফিয ইব্‌রাহীম'' শীর্ষক প্রবন্ধ; একই সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত ''ফারিস ওয়া শু'আরাউহা'' শীর্ষক মোট ৭টি প্রবন্ধ।[৫৯]

উক্ত সময়ে প্রকাশিত তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রয়েছে-খৃ. ১৯০৭ সালের ২২ নভেম্বর প্রকাশিত পত্রিকা ষষ্ঠ সংখ্যায় ''লন নসকৃত ওয়া ফী ফমিনা লিসানুন'' (আমাদের মুখে যবান থাকা পর্যন্ত আমরা থামবনা) শীর্ষক প্রবন্ধ; ১৮,২০,২১, ও ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৮ সালে যথাক্রমে ২৯,৩০, ও ৩১ ও ৩৪ তম সংখ্যায় প্রকাশিত আল-হুকম আল-'উরফী (সামরিক শাসন) শীর্ষক ৫টি প্রবন্ধ; ৩ নভেম্বর, ১৯০৯ সালে ৬০৮তম সংখ্যায় প্রকাশিত ''মসআলতু আল-ওয়াযারত'' (মন্ত্রণালয়ের সমস্যা) শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ১৭ নভেম্বর, ১৯০৯ সালে ৬২০তম সংখ্যায় প্রকাশিত ''আল-হুকূমত ওয়া মজলিম আল শুরা'' (রাষ্ট্র ও পরামর্শ সভা) শীর্ষক প্রবন্ধ।[৬০]

খৃ. ১৯০৯ সালে আল-দস্তর পত্রিকার উপর অত্যাচারী "প্রকাশনা বিষয়ক বিধান" এর মাধ্যমে সরকারী নিপীড়নের খড়্গ নেমে আসে। সম্পাদক তাঁর রচনাবলী বিক্রয়সহ সাধ্যমত প্রচষ্টো চালিয়েও পত্রিকাটি চালু রাখতে সক্ষম হননি আল দস্তর বন্ধ হয়ে গেলে আল-'আককাদ বেকার হয়ে পড়েন। ইত্যবসরে পিতার মৃত্যু- সংবাদ শুনে আল-'আককাদ আস্‌ওয়ান গমন করেন। পুনর্বার কায়রো ফিরে এসে চরম আর্থিক দুর্দশায় পিনপতিত হয়ে দ্বিতীয় বারের মত তিল তিল করে সঞ্চিত গ্রন্থাবলী বিক্রয় করে আহার যোগাড় ও বাসা ভাড়া প্রদানের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। এ সময়

---

[৫৯] তু. আমির আল আককাদ, আল আককাদ, পৃ. ৪০।

[৬০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বুকে ব্যথাজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বীয় শহর আসওয়ানে ফিরে যান। এখানে কিছুদিন বসবাসের পর আল-'আককাদ সাংবাদিক হিসেবে পুনরায় কর্মজীবন শুরু করার লক্ষে আবারো কায়রো আসেন। রোগাক্রান্ত এ ব্যক্তিত্ব এখানে শীতের তীব্রতা সইতে না পেরে মাত্র ৩ দিন অবস্থান করেই আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশ্যে কায়রো ত্যাগ করেন। এখানে দু'মাস অবস্থান করে আবার কায়রো ফিরে এসে খৃ. ১৯২২ সালে আল-উসতায 'আবদ আল্ রহমান আল্ বরক্বূকী কর্তৃক প্রকাশিত "আল-বয়ান" (বর্ণনা) নামক সাময়িকীতে ম্যাকস নর্দ বিরচিত-"আল-মদনিয়্যত আল-হাদিরহ" (আধুনিক সভ্যতা) শীর্ষক গ্রন্থের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করত থাকেন। আল-বয়ান কার্যালয়ে ড. মুহম্মদ হুসয়ন হায়কল (খৃ. ১৮৮৯-১৯৫৬), ড. ত্বহা হুসয়ন, ইব্রাহীম 'আবদ আল-কাদির আল্- মাযিনী (খৃ. ১৮৮৯-১৯৪৯), 'আবদ আল-রহমান আল-শুকরী (খৃ. ১৮৮৮-১৯৫৮) প্রমূখ সমকালীন প্রখ্যাত কলম সৈনিকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। এ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সূত্র ধরে " আওক্বাফ দফতরে" তাঁর একটি চাকুরিও জুটেছিল বলে ইতোপূর্ব আমরা উল্লেখ করেছি। এ পর্যায়ে (খৃ. ১৯১২-১৪ সাল) শুক্রী ও আল-মাযিনীর সাথে আল্-মুওয়ায়্যিদ" পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাফিজ 'ইউস্ এর মাধ্যমে সাহিত্য পাতা সম্পাদনার জন্য নিয়োগ করা হয়। আল-'আককাদ সানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেও অল্প কয়দিন পরে খৃ. ১৯১৪ সালে পত্রিকার সম্পাদক খেদীভের সাথে সমুদ্র বিহারে চলে যাবার প্রাক্কালে তাকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নিযুক্ত করতঃ উৎকোচের বিনিময়ে খেদীভের গুণ-গান সমৃদ্ধ নির্ধারিত লেখা ছাপানোর প্রস্তাব করলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আল-'আককাদ ঘৃণাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং 'আল-মুওয়ায়্যিদ' থেকে পদত্যাগ করে আবারো বেকারত্বকে আলিঙ্গন করেন। পদত্যাগের পর আসন্ন শীত মওসুম পড়া-শুনা ও লেখালেখির মাধ্যমে কাটানোর নিমিত্ত মাতৃভূমি "আস্ওয়ান"নগর পানে

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রা করেন।[৬১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এটিই ছিল 'আব্বাস মহমুদ আল-'আককাদের সর্বশেস সাংবাদিকতা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে 'আবদ আল-কাদির হমযহ 'আব্বাস মহমুদ আল-'আককাদকে তাঁর সাথে যৌথভাবে "আল-আহালী" পত্রিকার সম্পাদনার কাজে অংশ গ্রহণের নিমিত্ত আলেকজান্দ্রিয়া গমনের জন্য পত্র লিখেন। এ পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মুহম্মদ স'ঈদ (খৃ. ১৯১০-১৪)। হকযহ'র পত্র পেয়ে আল্-'আককাদ তড়িৎ কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। খৃ. ১৯১৯ সালের শেষের দিকে আল-'আককাদ আল্-আহালী'র সম্পাদনার দায়িত্ব হ'তে ইস্তফা দেন। আল-'আককাদ তার ইস্তফাক্ষণের বর্ণনা দিয়েছেন এ ভাবে: [৬২]

আল-আহালী"হতে অব্যাহতি গ্রহনের সাথে সাথেই "আল আহরাম"(পিরামিড) নামে প্রকাশিত পত্রিকায় আল 'আককাদ কখনো রাজনৈতিক প্রবন্ধ আর কখনো সাহিত্যিক প্রবন্ধ প্রকাশে ব্রতী হন। প্রথম সংখ্যা হ' তেই "আল-আহরাম" মিলনার মিশনের পরিকল্পনা সম্পর্কে জাতীয় নেতৃবর্গ ও চিন্তাবিদদের মিলনমঞ্চে পরিণত হয়। ইতোমধ্যে ২৯ ডিসেম্বর, ১৯২০ সালে মিলনার মিশনের প্রকাশিত রিপোর্টের "Under self Governing institutions" ব্যক্যাংশের অনুবাদ.

এ দিকে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২২ সালে 'আবদ আল-কাদির হমযহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে "আল্-বলাগ" (প্রচার) শীর্ষক একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি নিতে সমর্থ হন। এ সংবাদ শুনে যারপর নাই আনন্দিত যগলূল "জবল তারিক" (জিব্রাল্টার পাহাড়) এর নির্বাসনাবস্থ হ' তে এর উদ্যোক্তা-সম্পাদককে মোবারকবাদ জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেন। চিকিৎসার্থে আস্ওয়ানে অবস্থানকারী আল-'আককাদ

---

[৬১] তু. ড. শওকী দয়ফ, ম'আ আল আককাদ, পৃ. ২৮-৩২; আহমদ মাহির আল বকরী, আল আকাকাদ, পৃ. ৩৬-৭; আমির াল আককাদ, আল-আককাদ, পৃ. ৪১-৯; আমির আল আককাদ, লমহাত, পৃ. ৬৭-৭৮।

[৬২] আল আককাদ, হয়াতু কলম, উদ্বৃত, আমির াল আককাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল-বলাগ সম্পাদকের সহকর্মী হবার আমন্ত্রণ পেয়ে প্রত্যুত্তরে তাঁকে পত্রিকা প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আপাততঃ আসোয়ান হ' তেই পত্রিকায় লেখার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সত্যিই হিযব আল।-ওয়াফদ আল-মিসীর যখন একটি মুখপত্র ও আল-'আককাদ কলম সৈনিকের বড়ই প্রয়োজন ছিল ঠিক তখনই "আল্-বলাগ" মুখপত্র ও আল-'আককাদ কলম সেনা হিসেবে আবির্ভূত হয়। [৬৩]

২৮ জানুয়ারী, ১৯২৩ সালে"আল্-বলাগ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আল-আককাদ এ সংখ্যায়ই "আল-দস্তর বয়ন য়াদাই আল ওয়াযারহ" (সংবিধান মন্ত্রীসভার সম্মুখে) শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেন। এবং সমসাময়িক রাজনীতি প্রসঙ্গে বলেন:[৬৪] "গত দু'সপ্তায় রাজনীতিবিদদের আচরণে আমার নিকট যা স্পষ্ট হয়েছে,তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো: সংবিধান পুনর্বিন্যাসের প্রচার এবং পার্লামেন্টের সদস্য-সংখ্যার অর্ধেক অথবা কার্যতঃ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমান প্রতিনিধি পরিষদের নির্দিষ্ট সদস্য- সংখ্যাকে নির্ধারণের কথিত মন্ত্রী পরিষদের সংকল্প। এ প্রচার সত্য হলে, সরওয়াত পাশা সৃষ্ট বিপর্যয়ের ষোলকলা পূর্ণ হলো এবং চিরদিনের জন্য সংবিধান জাতির হাতছাড়া হয়ে গেল। সরওয়াত মন্ত্রী সভা জাতিকে সাংবিধানিক শাসন-বঞ্চিত করলো। আর নসীম-মন্ত্রী সভা এর পুনর্গঠনের অধিকার বঞ্চিত করল।"

আল-'আককাদ অন্য এক লেখায় মহান জাতীয়তাবাদী নেতা স'দ যগলূলের মুক্তি ও এর স্বপক্ষে মুক্তি উপস্থাপন করেন এভাবে:[৬৫]

"জাতি স'দ এর মুক্তি চায়। কেননা সে মিশরীয়, কারো অধিকার নেই তাকে মিশরের মাটি ছাড়া করে। তিনি স্বাধীনতাকামী নেতা । সে জাতির কোন মূল্য নেই, যার

---

[৬৩] দ্র. আমির আল আককাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬১;ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
[৬৪] আমির আল আককাদ, প্রাগুক্ত পৃ. ৬২।
[৬৫] আমির আল আককাদ, লমহাত, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

নেতাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ফল-তোলার ন্যায়। মিশরীয় প্রশাসন ও জাতি যদি তার মুক্তি চায়-তবে তাকে নির্বাসনে রাখা দায়।"

মিশরের এ টাল-মাটাল রাজনৈতিক পরিবেশে' আব্বাস মহমূদ আল-আকক্কাদ "আল-বলাগ" পত্রিকায় অজস্র রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করে তাঁর পছন্দের দল "হিযব আল্-ওয়াফদ" এবং প্রিয় নেতা স'দ যগলূলের রাজনৈতিক দর্শনকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখেন। সমকালীন রাজতৈকি পরিস্থিতির একটি সমালোচনামূলক তথ্য চিত্র ফুটে উঠেছে রচিত প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে।

খৃ. ১৯২২ সালের পহেলা মার্চ শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব না নিয়েই 'আবদ আল-খালিক সরওয়াত পাশা একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং তিনি শাসনতন্ত্র রচনার মত একটি দুঃসাধ্য কাজে অগ্রসর হন । এ লক্ষে ৩ এপ্রিল, একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিশন (লজানত আল-দস্তর) গঠন করেন। এ কমিটি খৃ. ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে একটি আপোসমূলক খসড়া সংবিধান রচনা করে। বাস্তবে উক্ত খসড়া সংবিধান কোন পক্ষকে খুশী করতে পারেনি, সংবিধানের ২৯ নং ধারায় বলা হয় যে: "The king shall be caled king of Egypt and the sudan". ইংরেজ পক্ষ এরূপ ধারা কখনোই গ্রহণ করতে পারেনা বলে জানিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে আল-'আকক্কাদ ৩০ জানুয়ারী, ১৯২৩ সালে "আল বলাগ" পত্রিকার ৩য় সংখ্যায়" ("মাযা তসন' আল-ওয়াযারহ আল-মিসয়্যিহ ইযা আসরর আল-ইঙ্গলীজ 'আলা পযফ আল-সূদান মিন আল-দস্তর আল-মিশরি"-ইংরেজগণ সূদানকে মিশরীয় সংবিধ:ান থেকে বাদ দেয়ার ব্যাপারে অনড় থাকলে মিশরীয় মন্ত্রীসভা কি করেবে?) শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে ঐ সময়ের জাতীয় কর্তব্য নির্দেম করেন। ৬ ফ্রেব্রুয়ারী "সূদান ফী-ত্বরীক আল-দিয়া" (সুদান হাতছাড়া হবার পথে) শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে সূদান বিষয়ে সমালোচনার ধারা শাণিত করেন[৬৬]।

---

[৬৬] তু. আমির আল আকক্কাদ, আল আককা. পৃ. ৬৫-৭১।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্বাস মহমূদ আল-'আককাদের দৃঢ় অবস্থান ছিল বরাবরই সাংবিধানিক শাসনের স্বপক্ষে। কিন্তু বাদশাহ ফুয়াদ সংবিধানের "আল উম্মহ মসদর আল-সলতাত" (জনগণই ক্ষমতার উৎস) শীর্ষক এ মূল স্তম্ভ ইংরেজদের ইচ্ছানূসারে বাদ দিতে উদ্যোগী হলে আল-'আককাদ "আল-বলাগ" পত্রিকায় দুটো প্রবন্ধ লিখে এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। ফলে "আল-বলাগ" পত্রিকা রাজ-রোষানলে পতিত হয়ে বন্ধ হবার উপক্রম হয়। তখন তিনি একদিন পর পর পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার সূযোগ পেতেন। মাঝে মাঝে তাঁর পালার দিনে সম্পাদক টেলিফোন করে বলে দিত: "আজ আপনার কষ্ট করে লেখার দরকার নেই।" একদিন সম্পাদক তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অযাচিত শিশুসূলভ আচরণ করলে আল-'আককাদ ২৩ ফেব্রুয়ারী, খৃ.১৯২৯ সালে রাগ করে পত্রিকা অফিস ত্যাগ করেন। এভাবে চারদিন কেটে গেলেও কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত না হওয়ায় তিনি ২৭ ফ্রেব্রুয়ারী, খৃ.১৯২৯ সালে 'আল-বলাগ" পত্রিকা ত্যাগ করেন। এ প্রসংগে তাঁর নিজের স্মৃতিকথা[৬৭]।

অল্প দিনের মধ্যে তাঁকে "কওকব আল-শরক্ব" পত্রিকাও ছাড়তে হয়। কারণ সরকার-পত্রকা কর্তৃপক্ষের আইন মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞাপন ছাপানোর অনুমতি প্রার্থনার প্রেক্ষীতে আল-'আককাদ কে পত্রিকা হতে বের করার শর্তে-অনুমতি প্রদান করা হয়।

আল-'আককাদ "হিযব আল-ওয়াফদ" ত্যাগ করে "রূয আল-য়ূসুফ" পত্রিকায় "লসনা 'আবীদ ইয়া'আবীদ" (আমরা দাস নই, হে দাস) শিরোনামে কলাম লিখতে থাকেন। "হিযব আল্-ওয়াফদ" নেতৃবর্গ তাঁদের সমালোচনা ছাপানোর কদায়ে কৌশলে এ পত্রিকাটির প্রকাশনা বনধ করতে সক্ষম হয়। অনন্যোপায় হয়ে আল 'আককাদ "আল-দিয়া" (আলো) নামে নতুন পত্রিকা প্রকাশ করেন। ৮ ফেব্রুয়ারী, খৃ. ১৯৩৬ সালে ১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত "আল-দিয়া" এর সূচনা সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে

[৬৭] মিন. যিকরিয়্যতী' পৃ. ১০৪, ১২০, উদ্ধৃত, আহমদ মাহির আল বক্বরী, আল আককাদ, পৃ. ৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

আল-'আককাদের 'আহদুন ওয়া যিকরা' (প্রতিশ্রুতি ও স্মৃতি) শীর্ষক প্রবন্ধ ছাপা হয়[৬৮]।

নসীম সরকারের প্রতি কারো আস্থা না থাকায় ২২ জানয়ারী, খৃ. ১৯৩৬ সালে 'আলী মাহিরকে নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে কেয়ার টেকার সরকার গঠন করা হয়। ২৮ এপ্রিল রাজা ফুয়াদ ইন্তিকাল করলে তদীয় পুত্র ফারুক ৬মে সিংহাসনারোহণ করেন। ১০ মে, খৃ.১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে "হিযব আল-ওয়াফদ" বিজয়ী হলে আল-নহ্যাস সরকার গঠন করে। ২৬ আগস্ট, খৃ. ১৯৩৬ সালে নহ্যাস কর্তৃক ৮টি ধারা সম্বলিত ইঙ্গ-মিশরীয় অসম চুক্তি সম্পাদিত হয়। আল-'আককাদ; জাতীয় স্বার্থ বিরোধী এ চুক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখেন। এরই ধারাবাহিকতায় "জরীদত মিশর আল-ফতাত" (শিশরীয় যুব সংঘের পত্রিকা)-এ প্রবন্ধ লিখেন। এ পর্যায়ে প্রথিযমা সাংবাদিক মুহম্মদ খালিদ আনহা কর্তৃক নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত "আল-দস্তর " পত্রিকায় আল-'আককাদ রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখেন[৬৯]।

মিশরের এহেন ধোঁয়াটে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আল-'আককাদ "আল-দস্ত র" পত্রিকায় "জদ্দূ ফল্-হওয়াদিসু লা তহযিল" (প্রচেষ্টা চালাও ঘটনাবলীকে হাস্যোদ্দিপক মনে করবে না) শিরোণামে প্রবন্ধ লিখেন। এ ছাড়াও মিশরবাসীকে ইংরেজ নির্ভর না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহবান জানিয়ে একই পত্রিকায় "আল-দিফা'উ ওয়া নফকাতুহু" (প্রতিরক্ষা ও এর ব্যয়) শিরোণামে প্রবন্ধ ছাপেন। এ পর্যায়ে তিনি যুদ্ধ বিষয়ে ধারাবাহিক বেতার কথিকাও প্রচার করেন।[৭০] এ সময়ে আল-আককাদ হিটলার ও তার নাজী বাহিনী সম্পর্কে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "হিতলর ফী আল-মীযান" (পাল্লায় হিটলার) রচনা করেন।

---

[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-৫।
[৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-২১।
[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ, ২৩৫-৮।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্রের প্রবন্ধ লিখে, রেডিওতে কথিকা পড়ে এবং গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে হিটলার ও নাজী বাহিনীর সমালোচনার ফলশ্রুতিতে রেডিও বার্লিন এর আরবী সংবাদ ভাষ্যে এ মর্মে আল আককাদকে শাসানো হয় যে নাজী বাহিনী আল আককাদ এর জন্য তার চেয়ে দীর্ঘতম রজ্জু তৈরী করে রেখেছে তাদের মিশরে প্রবেশের পর এর মাধ্যমে তাকে ফাসিতে ঝোলানো হবে।"[৭১]

এ পরিস্থিতিতে খৃ. ১৯৪২ সালে আল আককাদ সন্ত্রস্ত হয়ে তার জন্মভূমি আসওয়ানের নিকটবর্তী সূদান পলায়ন করেন। সেখানে তিনি তার এক নিকটাত্মীয়ের বাসায় উঠেন। যোগাযোগের জন্য "মহল্লাত ইখওয়ান য়াহয়া বি. আল খর্তুম" ঠিকানা ব্যবহার করতেন। সেখানকার সংবাদ পত্রগুলো তার সুদান অবস্থানকালীন খুটিনাটি সংবাদাদী যথাযথভাবে প্রচার করে। যেমন, "আল-নীল" পত্রিকা ৫ আগষ্ট ১৯৪২ সালে হওয়াদিস ওয়া আকবার" (ঘটনাবলী ও সংবাদাদি শীর্ষক দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সূদান প্রচার করে। ১৫ আগষ্ট, খৃ. ১৯৪২ সালে আল আহরাম পত্রিকায় ১৫ জুলাই তারিখে আল আককাদের সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় সংবাদ প্রচার করে। সন্তর আল সূদান (সুদানের আওয়ায) শীর্ষক সংবাদ পত্রে ৩ আগষ্ট, খৃ. ১৯৪২ সালের ৬১ তম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় আল-আককাদের প্রশংসায় একটি কবিতা ছাপা হয়।

খৃ. ১৯৪৪ সাল হতে আব্বাস মাহমূদ আল আকতকাদ মজাল্লত রূয আল য়ুসুফ আল উসবূয়্যিহ (সাপ্তাহিক রূয আল য়ূসুফ সাময়িকী), দৈনিক রূয আল-য়ূসুফ", আল আসাসা", আল ক্বলম", মজল্লত আল হিলাল ইত্যাদি পত্রিকায় হিযব আল ওয়াফদকে আক্রমণ করে রাজনৈতিক কলাম লিখা অব্যহত রাখেন। এ ধারা খৃ. ১৯৫২ সালে জামাল আবদ আল নাসির এর নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত চালু ছিল।[৭৩]

---

[৭১] আমির আল আককাদ, লমহতা, পৃ. ২৪১।

[৭২] দ্র. আমির আল আককাদ, লমহাত, পৃ. ১২৫-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

খৃ. ১৯৫২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানকে অন্যান্য বুদ্ধিজীবির ন্যায় আল আককাদও স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। এ রক্তপাতহীন বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদমুক্ত মিস্রে আল আককাদ আমৃত্যু স্বাধীনভাবে সাহিত্য চর্চায় ব্যাপৃত থাকেন। এ সময়ে তিনি আল রিসালহ সওত আল শরক আল হিলাল ইত্যাদি পত্রিকায় ফাকে ফাকে কলাম লিখলেও তাঁর রচিত সর্বাধিক গ্রন্থ এ সময়েরই অবদান।[৭৪]

১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ সাল সোমবার আব্বাস মহমূদ আল আককাদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার তাকে লেখা পড়া থেকে বিরত হয়ে কয়েক সপ্তাহ বিছানায় বিশ্রামের পরামর্শ দেন। এ দিকে তার অসুস্থতার সংবাদে তার সুস্থতা কামনা করে পাঠক ভক্তদের অসংখ্য তারবার্তা আসতে থাকে তৎকালীন মিশরের সংস্কৃতি মন্ত্রী ড. মুহম্মদ আবদ আল কাদির হাতিম আল আককাদের ভাবশীর্ষ্য ও সাথী তাহির আল জবলাভীকে ডেকে নিয়ে তার অসুস্থতা ও চিকিৎসা বিষয়ে মত বিনিময় করেন এবং রাষ্ট্রীয় খরচে হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা করার প্রস্তাব করেন। আল জবলাভী জবাবে বলেন আল আককাদ হাসপাতালে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন আমি জানি তিনি কারাবন্দী অবস্থায়ও হাসপাতালে থাকতে চাননি।

কিন্তু পরক্ষণে যখন অস্ত্রোপাচারের সিদ্ধান্ত হয়, তখন হাসপতালে স্থানান্তর ছাড়া আর কোন গত্যন্তর রইলনা। সংস্কৃতি মন্ত্রী তাকে দেখতে হাসপতালে যান। দিনের পর দিন তার অবস্থা খারাপ হতে থাকে। অবশেষে এ প্রতিভাবান ব্যক্তি ১২ মার্চ, খৃ. ১৯৬৪ সাল মধ্যরাতের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না

[৭৪] দ্র. আমির আল আককাদ, লমহাত,,. ১৪১-৭; ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ইলায়হি রাজি'উন (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনশীল)।

পরদিন দফনের জন্য আল আককাদের মরদেহ তার জন্মভূমি আসওয়ানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে কায়রো রেল ষ্টেশান পানে তার শবমিছিলে মিশরের তৎকালীন সংস্কৃতি মন্ত্রী সহ অনেক মন্ত্রী, ভক্ত অনুরক্ত, সাহিত্যমোধী সহ এক বিশাল জনগোষ্ঠী অংশ গ্রহণ করেন।[৭৫]

ইন্তিকালের মাত্র ৪০ দিন পূর্বে রচিত আল আককাদের সর্বশেষ সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত নিম্নের পংক্তিগুলো উল্লেখের লোভ সংবরণ করতে পারছিনা।

যখন তারা আমায় বিদায় জানাবে আমার মৃত্যু পরবর্তীকালে এবং বলবে এ নির্যাতিতকে আল্লাহ আরাম প্রদান করুন।

তোমরা কাদামাটি পানে আমাকে চুপচাপ বয়ে নিয়ে যাবেনা। কেননা আমি ভয় প্রদর্শনকারী কবরকে ভয় করি।

তারা অনুখাপেক্ষী হয়েছে, কেননা মৃত্যু হচ্ছে রুচিসম্মত শরাব। এটি সদা মিষ্ট।

কান্নাকাটির মাধ্যমে আমাকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই; আমার কানে কসীদ ঃ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করবে এবং খুশী হবে।"

[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যঅয় যে, ঔপনিবেশিক মিশরে আরবী সংবাদিকতার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য, মূলত; সংবাদ পত্রের মাধ্যমেই জাতী তাদের ঐতিহ্য, সাহিত্য, সাংস্কবৃতি ও হারানো স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে পায়, মিশর যখন তাদের লালিত স্বপ্ন সাধীনতাকে হাযিে দ্বার প্রান্তে উপনিত হতে লাগলো ঠিক তখনই সংবাদ পত্র ও সাংবাদিকরা তার নাগাম টেনে ধরে। যে সময় মিশরে ধ্বংশপ্রাপ্ত গ্রাম বিশাল শূন্যতা, আগ্নিদগ্ধ ঘরবাড়ী সমষ্টিতে পরিণত হয় এবং প্রতিবাদ হীন জুলুম নির্যাতন, হত্যা, রাহাজানী ছাড়া আর কিছু ছিলনা ঠিক সে সময়ই মিশরকে ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই মিশরের সাংবাদিকগণ তাদের লিখনীর মাধ্যমেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

আরবী সাহিত্যে সাংবাদিকতার সূচনা হয় মূলত৪১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি এর মিশর ও নিকট প্রাচ্য আক্রমণের পর। এর পূর্বে শিশরবাসী তথা আরব বিশ্ব সাংবাদিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ছিল অজ্ঞ। আরবী সাহিত্যে সাংবাদিকতার ইতিহাস খুজলে প্রতীয়মান হয় যে, ফরাসি আক্রমণোত্তর, মিশরে ফরাসিরা নিজেদের ভাষায় দুটি সংবাদপত্র চালু করে। একটি গবেষণা সার সংবলিত বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্যান ইসলাম আন্দোলনের পটভূমিতে মিশরীয় অভিজাত শ্রেণী এবং বৃটিশ সরকার উভয়ই যে নতুন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করে তারই ফলস্বরূপ ১৯০৭ সালে মার্চ-এপ্রিল মাসে হিযব আল উম্মাহ (জন দল) নামক একটি রাজনৈতকি দল আত্মপ্রকাশ করে। এ দলের তাত্ত্বিক পরিচালক ও মুখপাত্র ছিলেন আহমদ লুৎফী আল সায়্যিদ (মৃঃ ১৯৬০) এবং মুখপাত্র আল জারীদহ (মার্চ

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৭-১৯১৫)পত্রিকা। এই দলের বড় আবদান মিশরীয় জাতীয় চেতনার উদ্ভোধন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ এবং দেশ প্রেম উন্মেষের ক্ষেত্রে এই দল ছিল পথিকৃত। বিখ্যাত সাংবাদিক প্যন ইসলাম পন্থী সায়েখ আলী য়ূসুফ 'হিযব আল ইসলাহ আলা আল মাবাদী আল দস্তরিয়্যাহ নামক একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন। খেদিবের পূর্ণ আর্শীবাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এ দলটি নামের প্রথম অংশ আল-ইসলাহ (সংস্কার) শব্দ দ্বারা উদার মধ্যমপন্থী হিযব আল উম্মাহ (জনদল) এর সংস্কারবাদী পথ অবলম্বনের গৌরব অর্জন এবং আল-দস্তরিয়্যাহ (সাংবিধানিকব) শব্দ দ্বারা কামিলের রচম পন্থা পরিহারের আকাংখ্যার প্রতিফলন ঘটে। খেদিবের নেতৃত্বে সংস্কার সাধন এবং মিশর হতে ইংরেজ সৈন্য প্রত্যাহার এই দলের চরম লক্ষ নির্দেশ করা হয়। আল মুয়াইয়্যিদ পত্রিকাটি এ দলের মুখপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯০৭ সালের ২২ শে অক্টোবর আলেকজান্দ্রিয়ায় ৬০০০ লোকের এক সমাবেশে মুস্তফা কামিল আল-হিযব-আল-ওয়াতনী নামক মিশরের দ্বিতীয় অথচ সর্ব বৃহৎ রাজনৈতিক দলের উদ্ভোধন করেন। এই দলের ৭ ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবগঠিত দলের একটি সভায় আল লিওয়াহ দলীয় মুখপত্র হিসেবে ঘোষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মিশরকে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি দানে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ভূমিকা অনন্য। এ সময়ে সংবাদপত্রের মাধ্যমেই মিশরবাসী তাদের হারানো গৌরব স্বাধীনতাকে খুজে পায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১) **Population** figures in Egypt, (1989), source; "Encyclopaedia of Britannica" 1990 of the year modern Arabic Literature, Eal. M.M. Badawi (New york: Cambridge university Press

২) ইসলামী বিশ্ব কোষ,খন্ড নং ১৯

৩) ডঃ সফি উদ্দীন জোয়ারদার, আধুনিক মধ্য প্রাচ্যে, ২য় খন্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭)

৪) ফারুক মাহমুদ, জাগ্রত মুসলিম আফ্রিকা, (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯২)

৫) J.A.Hayhood, Modern Arabic literature

৬) ইয়াহ ইয়া আরমাজানী, মধ্য প্রাচ্য: অতীত ও বর্তমান

৭) J.A.Hayahood, modern Arabic literature

৮) P.M. Holt, the pattern of English political History from 1517-798 in political social change in modern Egypt, (London, 1968)

৯) P.K Hitti, Hitistory of the Arabs

১০) Stand ford J. Show, Land holdirg and Land tox Revenue in ottoman Egypt in Political and Social in modern Egypt, ed. P.M. Holt

১১) Ibid, PP. 35-38 মুসা আনসারী আধুনিক মিশরেরর ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা

১২) J.A.Hayhood, Modern Archie literature

Dhaka University Institutional Repository

১৩) আল মুনজিদ আল আলাম (বৈরুত: দারুল মাশরিক ,১৯৮০)

১৪) শায়েখ মুস্তফা আল আনানী, আল ওসীত ফীল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখুহু, (মিশর: মাতবাহূ আম সালাফিয়্যাহ, ১৩৪২/১৯২৪), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ:

১৫) M.M Badawi A critical introduction

১৬) আ. ত ম মুচলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা প্রকাশ)

১৭) Abdar Rahman at jabsrti Ajaib at Athar fi tarakin wal akbbar vol 3

১৮) John A. Haywood modern Arabic Literature P.30 quoted by salahuddin Boustany the presass alcring the frameh expedition in egypt 1798

১৯) ড. আহমদ হাসান যায়য়্যাত তারীখুল আদাবি আরাবী চতুদর্শ সংস্করণ (কায়রো তা: বি:)

২০) ড. উমর আল দাসূকী, ফিল আদাবি হাদীস ১ম খন্ড (কায়রো দারুর ফিকার ১৯৭৩ খৃ) ৮ম সং

২১) মুসা আনসারী, আধুনিক মিশর

২২) ড.দাসুকী,ফীল-আদাবীল হাদীস, Quoted by G.Elood.The transit of Egypt,(London,1928)

২৩) জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবীল লুগাহ আরাবিয়্যাহ,৪র্থ খন্ড,(কায়রো:দারুল হিলাল.ত.বি.)

২৪) ড.মুহাম্মদ আল কান্তানী,আস্সুরা বায়নাল কাদীম ওয়াল জাদীদ ফীল আদাবিল আরাবী আল হাদীস;খন্ড-১,(কায়রো:দারুল সাকাফহ,১ম সং,১৯৪২খৃ.)

Dhaka University Institutional Repository

২৫) ড. উমর আদ দাসূকী, ফিল আদাবিল হাদীস,যয়দানের মতে উক্ত স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় ১৮১৫খৃ.প্রথম বছর সেখানে ৫০০জন ছাএ ভর্তি হয়।জুরজী যায়দান, তারীখ,৪র্থ খন্ড

২৬) Robert G.London,The Emerhence of Modern Middle Est,(New york,1970)

২৭) মুসা আনসারী, আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা

২৮) M.M Badawi, A critical introduction to Modern Arabic poetry

২৯) ড. শওকী দায়ফ, আল আদাবল আল আরবী আল মুয়াসির ফী মিশর

৩০) M.M Badawi, A critical introduction

৩১) ইয়াহইয়া আর মাজানী, মধ্য প্রাচ্য অতীত ও বর্তমান

৩২) ড. শওকী দায়ফ, আল বারুদী রাইদ

৩৩) মুসা আনসারী, আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা

৩৪) ড . শাওকী দায়ফ , ফী আল নাকদ আল আদাবী, কাযরো দার আল মাআরিফ, ১৯৬২)

৩৫) জুরজী যায়দান, উর্দূ দায়েরা মা আরিফ ইসলামিয়া

৩৬) আহমমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখুখ আল আদাব আল- আরবী, (বৈরুতঃ দার আল মা'আরিফা) ১৯৯৫)

৩৭) ফেরদৌস নিগার হোসেন, (অনুদিত) মূল এক, ফ্রেসার বন্ড) সাংবাদিকতা পরিচিত" প্রথম মুদ্রন জুন ১৯৮৭ বাংলা একাডেমী , ঢাকা

৩৮) সিকান্দার ফয়েজ "প্রসংগ সাংবাদিকতা " দ্বিতীয় মুদ্রন ফেব্রুয়ারী ১৯৩, সংলাপ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা

৩৯) সুধাংশু শেখর রায় "সাংবাদিকতা, সাংবাদিক ও সংবাদ পত্র" প্রথম প্রকাশ ২১ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, ধলেশ্বরী প্রকাশনী , ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

৪০) B.N. Ahuja theory and practice of journalism Third edition 1988, surject publications. Kamal nagar, Delhi, Pa

৪১) Jorge fox and associate Editors, " New survey of journalism

৪২) খোন্দকার আলী আশরাফ, সংবাদ সম্পাদনা প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, বাংলা একাডেমী , ঢাকা

৪৩) সিকান্দার ফযেজ, সংবাদ লেখক ও সাম্পাদক, প্রথম প্রকাশ ২০০১ বাংলা একাডেমি , ঢাকা

৪৪) ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিষয় সাংবাদিকতা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্কারণ ১৯৮৬, লিপিকা , কলকাতা

৪৫) Encyclopaedia (london 1975) part-9

৪৬) Encyclopadia of America. (New york 1976) Part - 16

৪৭) সুধাংশু শেখর রায় সংবাদিকতা , সাংবাদিক ও সংবাদ পত্র প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ ধলেশ্বরী প্রকাশনী ঢাকা

৪৮) New word Dictionary of the American Langage (new york 1964) Part 2

৪৯) Encyclopaedia of America part 16

৫০) Colliers Encyclopaedia (new york 1977) Part 17 Page 444(9) the new columbia Encyclopaedia (london, 1958) Part – 9

৫১) ছোটদের বিশ্বকোষ খন্ড ১ম (ঢাকা : ই; ফা; বা; সম্পাদনা পরিষদ)

৫২) Encyclopaedia America Part 16

Dhaka University Institutional Repository

৫৩) Chaambers Encyelpaidia Philadelphia 1908 part-17

৫৪) Celliers Encyelo Paedia Part-17. Page- 444. Everymens encyclopaedia Part – 9

৫৫) মুহম্মদ ইবনে সাদ ইবন হুসায়ন, আল- আদব আল আরবী ওয়াতারীখুহু (সৌদিআরব শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৫ম সংস্করণ, হি. ১৪১২)

৫৬) Enyclopaedia of Britanica, v.7

৫৭) আদব আল-আযীয শরফ, ফন আল-মকাল আল সহফী (কায়রো, আল হাইয়্যাত আল-আম্মাদ লিল কিতাব, ১৯৮৯)

৫৮) ইবরাহীম আবদুহু, তাজ ও উর আল-সিহাফহ আল-মিসরিয়্যাহ (কায়রো: সিজিল-আল-আরব, ১৯৮২

৫৯) জুরজী যায়দান ,তারীখু আদাবি আল লুগাহ আল- আরায়্যিাহ ,৪র্থ খন্ড, (কায়রো: দারু আল হিলাল)

৬০) শাওকী দয়ফ ম আ আল- আক্কাদ (কায়রো: দার আল- ম আরিফ, ১৯৮৮) ৫ম সংস্কারণ

৬১) মুসা আনসারী, আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১)

৬২) জুরজী যায়দান তারীখু আদাবি আল- লুগাহ আল- আরাবিয়্যাহ, ৪র্থ খন্ড, (কায়রো: দারু আল-হিলাল, তা. বি.)

৬৩) জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবি আল- লুগাহ আল- আরাবিয়্যাহ, ৪র্থ খন্ড: (কায়রো: দারু আল হিলাল)

৬৪) সৈয়দ ইহতিশাম আহমদ নদভী, জাদীদ আরবী আদব কা. ইরতিকা (হায়দারাবাদ: চারকামান ন্যাশনাল ফাইল প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৭৯)

৬৫) ইউসুফ কাওকান, আলামু আল-নাছর ওয়াআল শিরকী আল আসর আল- আরাবী আর-হদীছ, খন্ড নং-৩,

Dhaka University Institutional Repository

৬৬) হান্না আল ফাখুরী আল জামিফী তারিখি আল আদাব আল- আরাবী

৬৭) মুহাম্মদ বিন সাদবিন হুসায়ন, আল-আদাব আল-হাদীছ

৬৮) আল মুনজিদ ফী আল-লুগাহ ওয়াআল আলাম

৬৯) মুহাম্মদ বিন সাদ বিন হুসায়ন, আল-আদব আল- হাদীছ

৭০) ড. মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, মুসলিম বিশ্বে সংবাদ পত্রের ইতিবৃত্ত ও বিকাশধারা, (কুষ্টিয়া, তাওসীপ পাবলিকেশন্স, চৌড়হাস ফুলতলা, ২০০৪)

৭১) মুসা আনসারী অধুনিক মিসরের ঐতিহাসক বিকাশ ধারা

৭২) উমর আল দসূফী ফী আল আদব আল- হাদীস(মিশর: দর-আল ফিকর, ১৯৭৩), ১ম খন্ড

৭৩) আল- ফাখুরী, তারীখ,৮৯৫-৬ কুতরুস আল বুস্তানী, উদবা আল-আরব, মুসা আনসারী, আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা,

৭৪) ড. মুহম্মদ ব. সদর হুসয়ন, আল-আদব-আল- আরবী ওয়াতারীখুহু আল আসর আল, হাদীস (সৌদি আরব জামিয়াতুল ইমাম মুহম্মদ ব. সউদ, ৫ম প্রকাশ, হি. ১৪১২)

৭৫) আল-বুস্তানী, উদাবী আল- আরব, যয়দান, তারীখ, ৪র্থ খন্ড

৭৬) আহমদ হাসান আল যয়্যাত, তারীখ আল আদব আল আরবী, ২৪ সংস্করণ, (মিশর ১৯৩৫), শাওকী দয়ফ, মুহাম্মদ' জামাল আল দীন আল শায়্যাল

৭৭) ইসলামী বিশ্বকোষ, ই, ফা, বা ৫/২৬০-২

৭৮) আহমদ আল ইস্কানদরী (সম্পা),আল মুফস্সল ফী তারীখ আল আদব আল আরবী (বৈরুত:দারু এহইয়া আল উলুম,১৯৯৪)

৭৯) আল ফাখুরী, তারীখ,ড. মুহম্মদ ব. সদর হুসয়ন, আল আদব আল আরবী

Dhaka University Institutional Repository

৮০) বুতরুস আল বুস্তানী, উদবা, আল আরব, আল ফাকুরী তারীখ,ডঃ শওকী দয়ফ, তারীখ আল আদব আল আরবী আল মুআসির ফী মিসর (কায়রোঃ দার আল ম আরিফ)

৮১) রিফাআত আল তহতভী হযরত হুসয়নের বংশধর আল তহতভী সালে মিশরে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি জামি আল আযহরে ভাষা, ফিকহ ও আল হাদীসের উপর অধ্যয়ন শেষ করে ফ্রান্স গমন করেন। তিনি খৃ, ১৮৭৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

৮২) The New Illustrated colulmbia Encyelopaedia, New yourk: columbia university press, 1979

৮৩) Hans wehr, A Dictionary of modern written Arabic, (New york: Spoken Langueage service, 1976. . 406: ইব্রাহীম মাদকুর আল মুজাম আল ওয়াসীত,(কায়রোঃ ১৯৭২)

৮৪) মাজদী ওয়াহবা, মুজামু মুসত্বালাহাতি আল আদাব, (বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান)

৮৫) শ্রীশচন্দ Elizabeth Drew কর্তৃক রচিত Diseovering Drama গ্রন্থের একটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre. দ্র. শীশচন্দদাস, সাহিত্য; সন্দর্শন, (ঢাকা; ৬৭ প্যারিদাস রোড, ১৯৯২), পৃ. ৭৯,

৮৬) Albert Aebest Bermel, Moliere, Lexieom Universal Encyclpaedia, 1983 ed)

৮৭) আল মুনজিদ ফী আল লুঘহ ওয়া আল আলাম (বৈরুতঃ দার আল মশারিক, ৩০ তম মুদ্রণ, খৃ, ১৯৮৮)